প্রেমরোগ

প্রতিপাদন ও প্রতিবিধান

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী



মুখবন্ধ

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد:

প্রেম-ভালোবাসার ব্যাপারটা কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীর কাছে বড় আকর্ষণীয়। তরুণ সমাজে প্রেমরোগ সংক্রামক মহামারীর আকার ধারণ করেছে। প্রায় প্রতি ঘরে কেউ না কেউ এ রোগে আক্রান্ত রোগী আছেই আছে। ইল্লা মা শাআল্লাহ। গৃহাঙ্গন ও শিক্ষাঙ্গন প্রেম থেকে মুক্ত নয়। হাজী-পাজী, আলেম-যালেম, শিক্ষিত-মূর্খ, পর্দানশীন-বেপর্দা প্রায় সকল পরিবেশের কেউ না কেউ প্রেম-ভালোবাসার নোংরামিতে জড়িত হয়ে পড়ছে!

প্রেম-ভালোবাসার পরিবেশ সভ্য সমাজকেও এমনভাবে গ্রাস করতে চলেছে যে, তা কবির এই কবিতা স্মরণ করিয়ে দেয়,

'পশ্চিমে ঝড় ঐ যে আসে পুবে অন্ধকার
মহাকালের বাজছে প্রলয়-ভেরী,
বসুন্ধরার কাঁপন বড় ভাঙ্গছে তোরণ-দ্বার
তুফান আসার নাইকো বেশী দেরী।
ধুলোয় নয়ন আঁধার হল, আকাশ ডাকে গুরু
মাথা গোঁজার নাইকো কোথাও ঠাঁই,
কাল-নাগেরি শতেক ফণায় বক্ষ-দুরুদুরু
পালিয়ে যাওয়ার পথ তো জানা নাই।'

আজ ঘরে-ঘরে পিরীতের বাজনা, হাতে-হাতে প্রেমের বাঁশি, মনে-মনে প্রণয়ের বেদনা। প্রচার-মাধ্যম খুলে বসলেই অবৈধ প্রেম-রোমান্সের কাহিনী ও অভিনয়। এ যেন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার নিত্যকার শ্রাব্য ও দৃশ্য হয়ে উঠেছে। প্রেম করা যেন আধুনিক ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। বহু কাজে যেমন পাশ্চাত্যের গোলামী আজও বর্জন করতে পারিনি, তেমনি তরুণ-তরুণীদের অবৈধ প্রেমের স্বাধীনতার অনুসন্ধান একটা প্রমাণ যে, তারা মনে করে, তাদের গোলামীতেই আছে আমাদের সমূহ কল্যাণ।

আমার প্রয়াস, সামাজিক সংস্কার সাধন করা। প্রগতির নামে দুর্বার দুর্গতির পথ অবরোধ করা। তুফানের সামনে একটি ছাতা স্বরূপ ক্ষুদ্র এই প্রয়াসে রয়েছে আমার আন্তরিক আশা, আমার তরুণ-সমাজ শুদ্ধ ও পবিত্র হোক। নোংরামির জঞ্জাল থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন হোক।

বাস্তব কথা এই যে, ‘প্রেমে না পড়লে কেউ প্রেমের কবিতা লিখতে পারে না।’ আমার ব্যাপারে পাঠকের মনে প্রশ্ন উঁকি দিতে পারে। তাই আমি শায়খ সা’দীর মতো বলে রাখি, ‘মালী আমি, কিন্তু আমার বাগান নেই। প্রেমিক আমি, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন প্রেমিকা নেই।’

আমি আমার ‘যুব-সমস্যা, আদর্শ রমণী ও জীবন-দর্পণ’ বইয়ে এ বিষয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। ইচ্ছা ছিল, এ নিয়ে বিস্তারিত কিছু লিখব। আজ আমার সে ইচ্ছা পূরণ হল।

আমার এ উপহার হল সেই হৃদয়বান কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীদের জন্য, যাদের হৃদয়ে আছে প্রেমের তুফান। আর অন্য দিকে আছে অসম্পূর্ণ ঈমান। যাদের হৃদয়ের কলসি ভালোবাসায় কানায়-কানায় ভরতি। যারা ভালোবাসতে জানে, ভালোবাসা নিতে জানে। কিন্তু তারা সেটাকে নিয়ন্ত্রিত ও পবিত্র রাখতে চায়। যেহেতু তারা ভয় করে পরকালের আযাবকে।

{إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ} (١٠٣) سورة هود

“নিশ্চয় এতে সে ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে, যে ব্যক্তি পরকালের শাস্তিকে ভয় করে। ওটা এমন একটা দিন হবে, যেদিন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে এবং ওটা হবে সকলের উপস্থিতির দিন।” *(হূদঃ ১০৩)*

আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন সেদিনকার কঠিন আযাব হতে, “যেদিন মানুষ পলায়ন করবে আপন ভ্রাতা হতে এবং তার মাতা ও তার পিতা হতে, তার পত্নী ও তার সন্তান হতে।” *(আবাসাঃ ৩৪-৩৬)*

“যেদিন অপরাধী শাস্তির বদলে দিতে চাইবে নিজ সন্তান-সন্ততিকে। তার স্ত্রী ও ভাইকে। তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে (শাস্তি হতে) মুক্তি দেয়। *(মাআ’রিজঃ ১১-১৪)*

বিনীত----

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব

১৫/৮/৩৭, ২২/৫/ ১৬



সূচিপত্র

ভালোবাসার নানা প্রকার

এ পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে দয়া-মায়া-মমতা আছে। মহান সৃষ্টিকর্তা রহমানের 'রহম' সেটা। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِئَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَأَنْزَلَ فِي الأَرْضِ جُزْءاً وَاحِداً، فَمِنْ ذلِكَ الجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الخَلاَئِقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الدَّابَّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ)) .

"আল্লাহ রহমতকে একশ ভাগ করেছেন। তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। আর পৃথিবীতে একভাগ অবতীর্ণ করেছেন। ঐ এক ভাগের কারণেই সৃষ্টজগৎ একে অন্যের উপর দয়া করে। এমনকি জন্তু তার বাচ্চার উপর থেকে পা তুলে নেয় এই ভয়ে যে, সে ব্যথা পাবে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "নিশ্চয় আল্লাহর একশটি রহমত আছে, যার মধ্য হতে একটি মাত্র রহমত তিনি মানব-দানব, পশু ও কীটপতঙ্গের মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন। ঐ এক ভাগের কারণেই (সৃষ্টজীব) একে অপরকে মায়া করে, তার কারণেই একে অন্যকে দয়া করে এবং তার কারণেই হিংস্র জন্তুরা তাদের সন্তানকে মায়া ক'রে থাকে। বাকী নিরানব্বইটি আল্লাহ পরকালের জন্য রেখে দিয়েছেন, যার দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন আপন বান্দাদের উপর রহম করবেন।"

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার একশটি রহমত আছে, যার মধ্য হতে মাত্র একটির কারণে সৃষ্টিজগৎ একে অন্যের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে। আর নিরানব্বইটি (রহমত) কিয়ামতের দিনের জন্য রয়েছে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আল্লাহ তাআলা আসমান যমীন সৃষ্টি করার দিন একশটি রহমত সৃষ্টি করলেন। প্রতিটি রহমত আসমান ও যমীনের মধ্যস্থল পরিপূর্ণ (বিশাল)। অতঃপর তিনি তার মধ্য হতে একটি রহমত পৃথিবীতে অবতীর্ণ করলেন। ঐ একটির কারণেই মা তার সন্তানকে মায়া করে এবং হিংস্র প্রাণী ও পাখীরা একে অন্যের উপর দয়া ক'রে থাকে। অতঃপর যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন আল্লাহ এই রহমত দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করবেন।" *(বুখারী ৬০০০, মুসলিম ৭১৪৮-৭১৫১নং)*

মহান স্রষ্টার রহমতের ছায়া সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রাণীর মাঝে প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা, স্নেহ-শ্রদ্ধা, ভক্তি-ভালোবাসা, এ সব কিছু সেই রহমতেরই নিদর্শন।

মানুষের মাঝে ভালোবাসার নানা ধরন আছে, নানা পদ্ধতি আছে। আমরা এখানে সেই ধরন ও প্রকরণ নিয়ে কিছু আলোচনা করব।

ইবনুল কাইয়েম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ভালোবাসার কিছু আছে উপকারী এবং কিছু অপকারী।

উপকারী ভালোবাসা ৩ প্রকার ঃ-

এক ঃ আল্লাহকে ভালোবাসা

দুই ঃ আল্লাহর ওয়াস্তে অন্য কিছুকে ভালোবাসা (আল্লাহ যা ভালোবাসেন, তা ভালোবাসা)

তিন ঃ এমন কিছুকে ভালোবাসা, যা আল্লাহর আনুগত্য করার এবং তার অবাধ্যাচরণ থেকে দূরে থাকার জন্য সহায়ক।

আর অপকারী ভালোবাসাও ৩ প্রকার ঃ-

এক ঃ আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে ভালোবাসা

দুই ঃ আল্লাহর অপছন্দনীয় কিছুকে ভালোবাসা

তিন ঃ এমন কিছুকে ভালোবাসা, যা আল্লাহর ভালোবাসা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় অথবা তাঁর ভালোবাসা হ্রাস ক'রে দেয়।

উক্ত ৬ প্রকার ভালোবাসা সারা সৃষ্টির মাঝে রয়েছে।

এর মধ্যে আল্লাহকে ভালোবাসা হল আসল ভালোবাসা। এ ভালোবাসা হল ঈমান ও তওহীদের মূল। আর অন্য দুই প্রকার ভালোবাসা তারই অনুগামী।

পক্ষান্তরে আল্লাহর সাথে অন্যকে ভালোবাসা হল শির্কের মূল। এ ভালোবাসা নিন্দনীয়। আর অন্য দুই প্রকার ভালোবাসা তারই অনুগামী। *(ইগাষাতুল লাহফান ৫১২-৫১৩পৃঃ)*

বলা বাহুল্য, আল্লাহর ভালোবাসা যে বান্দার মাঝে থাকবে এবং যে সেই সকল ব্যক্তি, বস্তু ও কর্মকে ভালোবাসবে, যে সকলকে আল্লাহ ভালোবাসেন বা পছন্দ করেন, সে বান্দা নিশ্চয়ই আল্লাহর ভালোবাসার পাত্র এবং প্রকৃত ঈমানের অধিকারী হবে। শুধু তাই নয়, যে আল্লাহকে ভালোবাসবে, সে তাঁর সাথে অন্য কাউকে ভালোবাসবে না। তাঁর ভালোবাসার উপরে অন্য কারো ভালোবাসাকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দেবে না এবং জীবন থাকতে তাঁর ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান ও বর্জন করবে না।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ ».

"যার মধ্যে তিনটি বস্তু পাওয়া যাবে, সে ঐ তিন বস্তুর মাধ্যমে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করবে। (১) আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ তার নিকট সর্বাধিক প্রিয়তম হবে,

(২) কোন ব্যক্তিকে সে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভাল বাসবে এবং (৩) সে (মুসলমান হওয়ার পর) পুনরায় কুফ্রীতে ফিরে যেতে এমন অপছন্দ করবে, যেমন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।” *(বুখারী ১৬, মুসলিম ১৭৪নং)*

মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অনেক কিছুকে ভালোবাসে। নিজের জীবন, পিতামাতা-স্ত্রী-সন্তান, ধন-সম্পদ, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদিকে প্রকৃতিগতভাবে ভালোবাসা হয়। কিন্তু এখতিয়ার কালে প্রাধান্য পায় মহান প্রতিপালকের ভালোবাসা।

তাঁর ভালোবাসার অনুগামী হল তাঁর ভালোবাসাকে ভালোবাসা। তাঁর রসূলকে ভালোবাসা, যেহেতু তিনি তাঁর ভালোবাসা।

যে আল্লাহকে ভালোবাসবে, সে অবশ্যই তাঁর বাণীকে ভালোবাসবে, কুরআন ও সুন্নাহকে ভালোবাসবে।

ভালোবাসার একটি ধরন হল, ভালোবাসার পাত্রকে স্মরণ করা। সুতরাং যে আল্লাহকে ভালোবাসে, সে অবশ্যই তাঁর যিক্র (স্মরণ) করাকে ভালোবাসে। আর তাঁর বিশেষ যিক্র হল সালাত বা নামায।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা তাঁরই দান। ইসলাম তাঁর মনোনীত দ্বীন। তিনি ভালোবাসেন, মানুষ ইসলামের অনুসরণ করুক। সুতরাং ভালোবাসার সত্যতার পরীক্ষায় মানুষকে উত্তীর্ণ হওয়া ভালোবাসার দাবী।

যে আল্লাহকে ভালোবাসে সে ইল্মকে ভালোবাসে। যেহেতু এই ইল্মই তাঁর ভালোবাসার পরিচয় দেয়, ভালোবাসার সন্ধান দেয়।

আল্লাহর ভালোবাসা লাভের জন্য তাঁর ইবাদত ও আনুগত্য করতে হয়, তাঁর পছন্দ অনুযায়ী নিজ চরিত্র গঠন করতে হয়। কারণ এ হল তাঁর ভালোবাসারই পরিচয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ)).

“আত্মাসমূহ সমবেত সৈন্যদলের মত। সুতরাং আপোসে যে আত্মাদল পরিচিত ও অভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে মিলন ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়ে থাকে এবং যে আত্মাদল আপোসে অপরিচিত ও ভিন্ন প্রকৃতির হয়, সে আত্মাদলের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য প্রকট হয়ে ওঠে।” *(বুখারী ৩৩৩৬নং)*

সুতরাং স্বাভাবিকভাবে মানুষ তাকে ভালোবাসবে, যাকে আল্লাহ ভালোবাসেন।

যে যা ভালোবাসে, সে তার কথা শুনে আনন্দিত হয়, তার শব্দ ও পরশে পুলকিত হয়।

যে আল্লাহকে ভালোবাসে, সে আল্লাহর যিক্র শুনে আনন্দিত হয়। কুরআন শুনে তার মন পুলকিত হয়। ইল্মের ময়দানে বিচরণ ক’রে সে উৎফুল্ল হয়।

যে মূর্তি ভালোবাসে, সে মূর্তি নিয়ে আনন্দিত ও পুলকিত হয়।

যে ক্রুশ ভালোবাসে, সে ক্রুশ নিয়ে আনন্দিত ও পুলকিত হয়।

যে নারী ভালোবাসে, সে নারী দেখে ও তার কথা শুনে আনন্দিত ও পুলকিত হয়।

এর অন্যথা হয় না। অর্থাৎ, যে কুরআন ভালোবাসে, সে গান-বাজনা শুনে আনন্দিত ও পুলকিত হয় না। আর যে গান-বাজনা ভালোবাসে, সে কুরআন শুনে আনন্দিত ও পুলকিত হয় না।

তাছাড়া যে যাকে ভালোবাসে, সে তাকে ঘৃণা করে, যাকে তার ভালোবাসার পাত্র ঘৃণা করে। আল্লাহ-ওয়ালাকে দেখে তারা ঘৃণা করে, যারা আল্লাহকে ভালোবাসে না। আর আল্লাহর বিরোধীদেরকে তারা ভালোবাসে, যারা আল্লাহকে ঘৃণা করে। সুতরাং আল্লাহর পানাহ।

ভালোবাসা যখন হৃদয়ের আমল। এই ভালোবাসাতেই মানুষের সাফল্য ও ক্ষতি নিহিত রয়েছে। তখন এর নানা প্রকরণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

মুসলিম তরুণ-তরুণী! এসো আমরা একবার ভালোবাসার নানা প্রকারের উপর নজর বুলিয়ে নিই।

এক ঃ আল্লাহকে ও আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা

এ হল ভালোবাসার সর্বোচ্চ পর্যায়। আর এ ভালোবাসা একমাত্র সঠিক দ্বীনদাররা ক'রে থাকে ও পেয়ে থাকে। মহান আল্লাহ এই ভালোবাসার ব্যাপারে মু'মিনদের প্রশংসা ক'রে বলেছেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ} (١٦٥) سورة البقرة

"কোন কোন লোক আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে (আল্লাহর) সমকক্ষ বলে মনে করে এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মত ভালবাসে, কিন্তু যারা বিশ্বাস করেছে, তারা আল্লাহর ভালবাসায় দৃঢ়তর।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৬৫)*

এই ভালোবাসার নানা সুফল আছে। যেমন ঃ-

১। এই ভালোবাসা মানুষের পরিপূর্ণ ঈমানের প্রমাণ ও পরিচয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ ».

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে (কাউকে) ভালোবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে (কাউকে) ঘৃণাবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে (কিছু) প্রদান করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই (কিছু প্রদান করা হতে) বিরত থাকে, সে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমান লাভ করেছে।" *(আবূ দাউদ ৪৬৮৩নং)*

২। এই ভালোবাসা যাদের আছে, তারা ঈমানের মিষ্ট স্বাদ পেয়ে থাকে। মহানবী

ﷺ বলেছেন,

((ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ للهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ)).

"যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে, সে ঈমানের মিষ্টতা লাভ ক'রে থাকে। আল্লাহ ও তাঁর রসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে অধিক প্রিয় হবে; কাউকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহ'র জন্যই ভালবাসবে। আর কুফ্‌রী থেকে তাকে আল্লাহর বাঁচানোর পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করবে, যেমন সে নিজেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করাকে অপছন্দ করে।" *(বুখারী ১৬, মুসলিম ১৭৪নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)).

"যে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেতে পছন্দ করে, সে ব্যক্তি কেবল সুমহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই অপরকে ভালবাসুক।" *(আহমাদ, হাকেম ৩, ৭৩১২, সহীহুল জামে' ৫৯৫৮ নং)*

৩। এই ভালোবাসা হল ঈমানের সবচেয়ে বেশি মজবুত বন্ধন। এটাই হল ঈমানের শক্তিশালী হাতল। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَوْثَقُ عُرَى الإِيمَانِ الْمُوَالاةُ فِي اللَّهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ)).

"ঈমানের সবচাইতে মজবুত হাতল হল, আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা স্থাপন করা, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসা রাখা এবং আল্লাহরই ওয়াস্তে ঘৃণা পোষণ করা।" *(ত্বাবারানী ১১৩৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৯৮, ১৭২৮নং)*

৪। আল্লাহকে যে ভালোবাসবে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসবেন। আল্লাহর ওয়াস্তে যে কাউকে ভালোবাসবে, আল্লাহ তাকেও ভালোবাসবেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيهِ ، قَالَ : أيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أخاً لِي فِي هذِهِ القَرْيَةِ . قَالَ : هَلْ لَكَ عَلَيهِ مِنْ نِعْمَة تَرُبُّهَا عَلَيهِ ؟ قَالَ : لا ، غَيْرَ أنِّي أحْبَبْتُهُ فِي اللهِ تَعَالَى ، قَالَ : فَإنِّي رَسُولُ اللهِ إلَيْكَ بَأنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أحْبَبْتَهُ فِيهِ)).

"এক ব্যক্তি অন্য কোন গ্রামে তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বের হল। আল্লাহ তাআলা তার রাস্তায় এক ফিরিশ্তাকে বসিয়ে দিলেন, তিনি তার অপেক্ষা

করতে থাকলেন। যখন সে তাঁর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি তাকে বললেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' সে বলল, 'এ লোকালয়ে আমার এক ভাই আছে, আমি তার কাছে যাচ্ছি।' ফিরিশ্তা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার প্রতি কি তার কোন অনুগ্রহ রয়েছে, যার বিনিময় দেওয়ার জন্য তুমি যাচ্ছ?' সে বলল, 'না, আমি তার নিকট কেবলমাত্র এই জন্য যাচ্ছি যে, আমি তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি।' ফিরিশ্তা বললেন, '(তাহলে শোনো) আমি তোমার নিকট আল্লাহর দূত হিসাবে (এ কথা জানাবার জন্য) এসেছি যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ভালবাসেন; যেমন তুমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালবাস।" *(মুসলিম ৬৭১৪নং)*

আবূ ইদ্রীস খাওলানী (রঃ) বলেন, আমি দিমাশ্কের মসজিদে প্রবেশ ক'রে এক যুবককে দেখতে পেলাম, তাঁর সামনের দাঁতগুলি খুবই চকচকে এবং তাঁর সঙ্গে কিছু লোকও (বসে) রয়েছে। যখন তারা কোন বিষয়ে মতভেদ করছে, তখন (সিদ্ধান্তের জন্য) তাঁর দিকে রুজু করছে এবং তাঁর মত গ্রহণ করছে। সুতরাং আমি তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম (যে, ইনি কে)? (আমাকে) বলা হল যে, 'ইনি মুআয বিন জাবাল।' অতঃপর আগামী কাল আমি আগেভাগেই মসজিদে গেলাম। কিন্তু দেখলাম সেই (যুবকটি) আমার আগেই পৌঁছে গেছেন এবং তাঁকে নামাযরত অবস্থায় পেলাম। সুতরাং তাঁর নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। অতঃপর আমি তাঁর সামনে এসে তাঁকে সালাম দিলাম। তারপর বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম?' আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম।' পুনরায় তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম?' আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম।' অতঃপর তিনি আমার চাদরের আঁচল ধরে আমাকে তাঁর দিকে টানলেন, তারপর বললেন, 'সুসংবাদ নাও।' কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

((قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ)).

'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যারা পরস্পরের মধ্যে মহব্বত রাখে, একে অপরের সঙ্গে বসে, একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং একে অপরের জন্য খরচ করে, তাদের জন্য আমার মহব্বত ও ভালবাসা ওয়াজেব হয়ে যায়।" *(আহমাদ ২২০৩০, মুঅত্তা ১৭৭৯, ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৪৩৩১ নং)*

৫। এই ভালোবাসা যাদের মধ্যে থাকে, তারা কিয়ামতের ছায়াহীন দিনে মহান আল্লাহর আরশের ছায়া পাবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ : (منهم) رَجُلاَنِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا

عَلَيهِ وتَفَرَّقَا عَلَيهِ)).

"আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তাদের মধ্যে হল,) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়।" *(বুখারী ৬৬০নং, মুসলিম ১০৩১নং)*

((إنّ الله تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ القِيَامَةِ : أيْنَ المُتَحَابُّونَ بِجَلاَلِي ؟ اليَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلِّي)).

"আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, 'আমার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পরস্পরকে যারা ভালবেসেছিল তারা কোথায়? আজকের দিন আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দেব, যেদিন আমার (আরশের) ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া নেই।" *(মুসলিম ৬৭১৩নং)*

৬। এই ভালোবাসা স্থাপনকারিগণকে মহান আল্লাহ সম্মান দান করেন। তাদেরকে দুনিয়াতে ঈমান, ইল্ম, নেক আমল ও নানা নেয়ামত দিয়ে সম্মানিত করেন। আর আখেরাতে জান্নাত দিয়ে মর্যাদা দান করেন।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَا أَحَبَّ عَبدٌ عَبداً لله إلاَّ أَكرَمَهُ الله)).

"যখনই কোন বান্দা কোন বান্দাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসবে, তখনই আল্লাহ তাকে সম্মানদান করবেন।" *(ইবনে আবিদ্দুনয়্যা, সিঃ সহীহাহ ১২৫৬নং)*

৭। এই ভালোবাসা স্থাপনকারীরা কিয়ামতে বিশেষ সম্মান লাভ করবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((قَالَ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – : المُتَحَابُّونَ فِي جَلالِي ، لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ)) .

"আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, 'আমার মর্যাদার ওয়াস্তে যারা আপোসে ভালবাসা স্থাপন করবে, তাদের (বসার) জন্য হবে নূরের মেম্বর; যা দেখে নবী ও শহীদগণ ঈর্ষা করবেন।" *(তিরমিযী ২৩৯০, আহমাদ ২২০৮০নং)*

৮। সকলের ভালোবাসা কিয়ামতে শত্রুতায় পরিণত হবে। কিন্তু আল্লাহ-ওয়ালাদের ভালোবাসা তা হবে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ} (٦٧) سورة الزخرف

"বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে পড়বে, তবে আল্লাহভীরুরা নয়।" *(যুখরুফঃ ৬৭)*

৯। আল্লাহর ওয়াস্তে কেউ কাউকে ভালোবাসলে সে মর্যাদায় অনেক বড় হলেও কিয়ামতে ও জান্নাতে তার সাথী হবে।

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করল, "হে আল্লাহর নবী! সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কী, যে ব্যক্তি কোন এক সম্প্রদায়কে ভালবাসে অথচ সে তাদের মত আমল করতে পারে না?" উত্তরে নবী ﷺ বললেন, "যে যাকে ভালবাসে সে তার সঙ্গী হবে।" *(বুখারী ৬১৬৯-৬১৭০, মুসলিম ৬৮৮৮নং)* অর্থাৎ, জান্নাতে সে তার সঙ্গী হবে। *(উমদাতুল ক্বারী ২২/১৯৭)*

তিনি আরো বলেছেন,

((لاَ يُحِبُّ رَجُلٌ قَوماً إلاَّ حُشِرَ مَعَهُم))

"যে ব্যক্তি যে জাতিকে ভালোবাসবে, তাদের সাথে তার হাশর হবে।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৬৪৫০, সঃ তারগীব ৩০৩৭নং)*

আনাস ইবনে মালেক ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামত কবে ঘটবে?' তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এর জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ?" সে বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ভালবাসা।' তিনি বললেন, "তুমি যাকে ভালবাস, তারই সাথী হবে।" *(বুখারী ৩৬৮৮, মুসলিম ৬৮৭৮নং, শব্দগুলি মুসলিমের)*

আনাস ﷺ বলেন, 'আমি নবী ﷺ, আবূ বাক্র, উমারকে ভালোবাসি। আশা করি, তাঁদেরকে ভালোবাসার কারণে আমি তাঁদের সঙ্গী হব; যদিও আমি তাঁদের মতো আমল করতে পারিনি।' *(বুখারী ৩৬৮৮নং)*

এই অধম লেখক অশ্রু বিসর্জনের সাথে সেই কামনাই করে।

দুই ঃ প্রকৃতিগত ভালোবাসা

যেমন পিতামাতা, স্ত্রী-সন্তান, আপনজন ও দেশকে ভালোবাসা।

একদা আম্র বিন আস মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'লোকেদের মধ্যে আপনার সবচেয়ে প্রিয়তম কে?'

উত্তরে তিনি বললেন, "আয়েশা।"

---পুরুষদের মধ্যে কে?

তিনি বললেন, "তার আব্বা।"

---তারপর কে?

তিনি বললেন, "উমার বিন খাত্ত্বাব।"

অতঃপর আরো কিছু লোকের নাম নিলেন। *(বুখারী ৪৩৫৮, মুসলিম ৬৩২৮নং)*

মহানবী ﷺ মক্কার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

((مَا أَطْيَبَكِ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ)).

"তুমি কতই না সুন্দর শহর! তুমি আমার নিকট কতই না প্রিয়! আমার কওম যদি তোমার মধ্য থেকে আমাকে বাহির না করে দিত, তাহলে তোমার মধ্য ছাড়া আমি অন্য কোথাও বাস করতাম না।" *(তিরমিযী ৩৯২৬, ত্বাবারানী ১০৪৭৭, ইবনে হিব্বান ৩৭০৯, মিশকাত ২৭২৪নং)*

অবশ্য এই শ্রেণীর ভালোবাসা প্রথম শ্রেণীর ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যদি উক্ত সকল ভালোবাসার জিনিসকে আল্লাহর ওয়াস্তেই ভালোবাসা যায়।

অবশ্য এ সবের ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসার উপর প্রাধান্য পাবে না। তাহলে ঈমানের মিষ্টতা শেষ হয়ে যাবে, বরং তাতে কেউ বেঈমানও হয়ে যেতে পারে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (٢٤) سورة التوبة

"বল, তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়গণ, অর্জিত ধনরাশি এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।" *(তাওবাহ ঃ ২৪)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ».

"তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তম হয়েছি।" *(বুখারী ১৫, মুসলিম ১৭৮নং)*

বরং নিজের জীবন অপেক্ষা বেশি ভালোবাসা না হলে ঈমান পরিপূর্ণতা পাবে না।

একদা মহানবী ﷺ উমার বিন খাত্তাব ﵁-এর হাত ধরে ছিলেন। উমার ﵁ তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার জীবন ছাড়া সকল জিনিস থেকে আমার নিকট প্রিয়তম। এ কথা শুনে মহানবী ﷺ বললেন, "না। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে। যতক্ষণ না আমি তোমার নিকট তোমার জীবন থেকেও প্রিয়তম হতে পেরেছি (ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি মুমিন হতে পারো না)।

উমার ﷺ বললেন, এক্ষণে আপনি আমার জীবন থেকেও প্রিয়তম। তখন তিনি বললেন, "এখন (তুমি মুমিন) হে উমার!" *(বুখারী ৬৬৩২নং)*

পক্ষান্তরে ঈমানী ভালোবাসার দাবী হল যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-কে ভালোবাসলে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-এর বিরোধীদেরকে ভালোবাসা যাবে না। কোন মু'মিন তা করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٢٢) سورة المجادلة

"তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে; হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জাতি-গোত্র। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রূহ (জ্যোতি ও বিজয়) দ্বারা। তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো যে, আল্লাহর দলই সফলকাম।" *(মুজাদালাহ ঃ ২২)*

তিন ঃ স্বার্থপরতার ভালোবাসা

এই শ্রেণীর ভালোবাসা সাধারণতঃ কমার্শিয়াল লেনদেনের মতো। দিলে পাবে। দেওয়া শেষ, পাওয়াও শেষ। এ ভালোবাসা কিছু একটা পাওয়ার লোভে ভালোবাসা। কোন একটা স্বার্থের খাতিরে ভালোবাসা।

সে তার ম্যানেজারকে খুব ভালোবাসে, যাতে তার চাকরি টিকে থাকে, প্রমোশন পায় ইত্যাদি। চাকরি শেষ হয়ে গেলে ভালোবাসা শেষ।

অমুক তার শিক্ষককে খুব ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, যাতে সে পরীক্ষায় নম্বর বেশি পায়। পরীক্ষা শেষ হলে ভালোবাসা শেষ।

এইভাবে কেউ শুধু রূপের জন্য ভালোবাসলে রূপ নষ্ট হয়ে গেলে তার ভালোবাসাও নষ্ট হয়ে যায়।

অনুরূপ কেউ কেবল ধনের জন্য ভালোবাসলে ধন শেষ হয়ে গেলে, তার ভালোবাসাও শেষ হয়ে যায়।

পদ বা গদি লাভের জন্য ভালোবাসলে তা লাভ না হলে ভালোবাসা শেষ।

দেহ উপভোগের জন্য ভালোবাসলে দেহ না পেলে ভালোবাসা নিঃশেষ।

'স্বার্থপর ক্ষুদ্র অতি যাহাদের মন,
সমানের পিছে তারা চলে সর্বক্ষণ।
কিন্তুরে উদ্‌ভ্রান্ত যারা প্রেমের পাগল,
বিপদের তালে চলে ভুলিয়া সকল।
প্রকৃত প্রেমিক করে আত্মবিসর্জন,
ক্ষুদ্র যে আপন প্রেমে থাকে সে মগন।
আপনার সুখ চায় স্বার্থ আপনার,
প্রেমের কিছুই সে যে নাহি ধারে ধার।'

চার ঃ আল্লাহর সাথে অন্যকে ভালোবাসা

এই শ্রেণীর ভালোবাসা হল হারাম ও শির্ক, মহব্বতের শির্ক। আর তা হল আল্লাহকে ভালোবাসার মতো অন্যকেও ভালোবাসা এবং সেই ভালোবাসায় তাঁর শরীক স্থির করা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ} (١٦٥) سورة البقرة

"কোন কোন লোক আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে (আল্লাহর) সমকক্ষ বলে মনে করে এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মত ভালবাসে, কিন্তু যারা বিশ্বাস করেছে, তারা আল্লাহর ভালবাসায় দৃঢ়তর।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৬৫)*

উক্ত লোকেরা হল মুশরিকরা, যারা এককভাবে আল্লাহর ইবাদত না ক'রে তাঁর সাথে অন্যদেরকে তাঁর শরীক স্থাপন ক'রে থাকে। তাদের সাথে ঐরূপ ভালবাসা পোষণ করে, যেরূপ ভালবাসা আল্লাহর সাথে হওয়া উচিত। আর এটা যে কেবল মহানবী ﷺ-এর আগমনের সময়ই ছিল তা নয়, বরং শির্কের এই প্রচলন বর্তমানেও ব্যাপক। বর্তমানে ইসলামের বহু দাবীদারদের মধ্যেও এ রোগ সংক্রমণ করেছে। তারা গায়রুল্লাহ, পীর-ফকীর এবং মাজারের গদিনশীনদেরকে কেবল নিজেদের (বিপদে) আশ্রয়স্থল, (মুক্তির) আধার, প্রয়োজনপূরণের ক্বিবলা বানিয়ে রেখেছে যে তা নয়, বরং তারা তাদেরকে আল্লাহর থেকেও বেশী ভালবাসা দান করেছে!

ভালোবাসার তা'যীমে তারা এতই অন্ধভক্ত যে, আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম খায়, কিন্তু পীরের নামে মিথ্যা কসম খায় না। তা'যীমের অতিরঞ্জনে তারা তাদের পীরকে বিপত্তারণ, মদদগার, দস্তগীর ইত্যাদি ধারণা করে। তারা ধারণা করে তাদের পীর মনের খবর জানে, গায়বী তামাম খবর রাখে!

তার প্রতি ভালোবাসা ও তা'যীমের এমন অবস্থা যে, তাওহীদের দর্স ও নসীহত তাদেরকেও ঐরূপ অপছন্দ লাগে, যেরূপ মক্কার মুশরিকদেরকে লাগত। কুরআনের এক আয়াতে মহান আল্লাহ তাদের সে চিত্র তুলে ধরে বলেন,

{وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} (٤٥) سورة الزمر

"যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, 'আল্লাহ এক'---এ কথা বলা হলে তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং তিনি ছাড়া অন্য (উপাস্য)দের উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।" *(সূরা যুমার ৪৫ আয়াত)*

পাঁচ ঃ আল্লাহর অপছন্দনীয় কিছুকে ভালোবাসা

অথবা এমন কিছুকে ভালোবাসা, যা আল্লাহর ভালোবাসা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় অথবা তাঁর ভালোবাসা হ্রাস ক'রে দেয়।

এই পুস্তিকার আমাদের মূল বিষয় হল এই ভালোবাসা। যে ভালোবাসার অশ্লীলতা সারা বিশ্বকে গ্রাস ক'রে ফেলেছে। যে ভালোবাসার পশ্চাতে রয়েছে সুপ্ত কামনা। যৌন-সংসর্গ ও সাথী বানিয়ে সংসার করার একক বাসনা।

এই শ্রেণীর অবৈধ ভালোবাসা সাধারণতঃ চার প্রকার হতে পারে ঃ-

১। পুরুষের নারীকে ভালোবাসা। আর এটাই হল ব্যাপক। প্রেম-ভালোবাসার কথা উঠলেই সাধারণতঃ এই প্রকার সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করে।

২। নারীর পুরুষকে ভালোবাসা। এই শ্রেণীর ভালোবাসাও ব্যাপক। তবে প্রথমটার মতো তত ব্যাপক ও প্রকাশ নয়। কারণ সাধারণতঃ নারী দুর্বল ও লজ্জাশীলা।

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রেমে নারী অধিক অকপট। সৃষ্টি ও প্রকৃতিগতভাবে বেশি আবেগময়ী। পুরুষের তুলনায় তার অনুভূতি ও প্রেম বেশি গভীর। যদিও ছলনাময়ী ললনার ছলনা পুরুষের চাইতে অনেক গুণ বেশি।

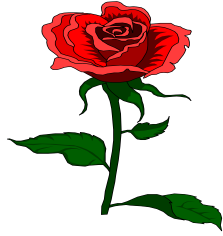
৩। পুরুষের পুরুষকে ভালোবাসা। এই শ্রেণীর ভালোবাসা তত ব্যাপক না হলেও আছে। তবে তা বিকৃত রুচির মানসিকতার বিরল ভালোবাসা।

৪। নারীর নারীকে ভালোবাসা। এই শ্রেণীর আজব প্রেমও আছে। তবে তা নেহাতই কম। বিকারগ্রস্ত মানসিকতার বিরল শ্রেণীর নারীর প্রেম এটা।

সকল প্রেমেই থাকে আপোসের খোশগল্প, আড্ডা, একে অপরের কথাবার্তা, হাসি, চালচলন, খাওন-পরন ইত্যাদি পছন্দ করা। একজনে যা ভালোবাসে, অন্যের তা ভালোবাসা। একে অন্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা। একে অন্যকে সাহায্য করা। পরস্পরকে কাছে পাওয়ার কামনা করা। যথাসম্ভব সান্নিধ্যে থাকা। ঘনিষ্ট থেকে ঘনিষ্টতর হওয়া। পরিশেষে যৌনকামনা চরিতার্থ করা তো থাকেই।

এ ভালোবাসায় থাকে প্রমোদ-বিহার, সেলফী তোলা, একে অন্যের স্মৃতি রাখা, ছবি রাখা, প্রত্যেকের ফাইল ও প্রোফাইলে ভালোবাসার ছবি রাখা, পরস্পরের উপঢৌকন-বিনিময় করা। এক সাথে পড়তে যাওয়া, বাজারে বা মেলাতে যাওয়া, সিনেমা ও ঘুরতে যাওয়া, নদীর ধারে, সমুদ্রের সৈকতে, পার্কের ঝাড়ে-ঝোঁপে প্রেম-নিবেদন করা, প্রেমালাপ ও রোমান্স্ করা। আর মনে মনে রোমাঞ্চকর ড্যান্স্ করা।

এই সেই ভালোবাসা, যার নানা দিক রয়েছে সর্বনাশিতার। এই পুস্তিকায় আমরা তার কারণসমূহ খুঁজে তা বন্ধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। এই অবৈধ প্রেমের নানা ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলোচনা করব এবং প্রেমরোগের চিকিৎসার পদ্ধতি ও পথ্য বলে দেব। যাতে কিছু হলেও যাদের বুকে ঈমান আছে, সেই যুবক-যুবতীরা সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে, যাদেরকে প্রেমরোগে ধ্বংস করছে অথবা ক'রে ফেলেছে। আর আল্লাহই তওফীকদাতা।



অবৈধ ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার কারণসমূহ

অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া সুশীল ও সভ্য সমাজে বাঞ্ছনীয় নয়। দ্বীনদার মুসলিম সমাজে তো তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, প্রেমের নামে নানা নোংরামি বেড়ে চলেছে সমাজে। অবশেষে সেটাই যেন প্রকৃত মানব-সভ্যতা ও মানব-স্বাধীনতার সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। যেখানে ইসলামী আইন নেই, সেখানে দিনের দিন এর প্রকোপ এমন বেশি পাচ্ছে, যেমন বরফের বল যত গড়ায়, তত বেড়ে মোটা হতে থাকে। যেখানে নিম্ন মানের বাধা থাকলেও উচ্চ মানের প্রেরণা ও উৎসাহ আছে, সেখানে অবৈধ প্রেমের বাড়-বাড়ন্ত তো অবশ্যই অনিবার্য।

কিন্তু আমরা যারা প্রেমের নামে নানা অশান্তি চাই না, ভালোবাসার নামে নোংরামিকে এবং স্বাধীনতার নামে বেলেল্লাপনাকে প্রশ্রয় দিই না, তাদেরকে এ বিষয়ে ভাবতে হবে। তা যাতে না ঘটে তার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সুতরাং তা গোড়া থেকে নির্মূল করতে হবে। তার জীবাণু চিহ্নিত করার পর নাশক ঔষধ প্রয়োগ ক'রে ধ্বংস করতে হবে। যাতে আমাদের পরিবার ও পরিবেশ সেই জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত না হয়, তার সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। পাশের বাড়িতে আগুন লাগলে নিজের বাড়িকে কীভাবে রক্ষা করব, তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আগুন লাগার কারণ জেনে, যাতে আমার বাড়িতে আগুন না লাগে, সে ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

প্রখর তাপদাহে অগ্নিকান্ড ঘটছে বলে কোন কোন সরকার নির্দিষ্ট টাইমের জন্য চুলো জ্বেলে রান্না নিষেধ করে। আগুন লাগে বলেই মিনায় হাজিগণকে স্টোভ জ্বেলে রান্না করতে নিষেধ করা হয়েছে। বিস্ফোরণ ঘটে দুর্ঘটনা হয় বলেই যানবাহনে দাহ্যপদার্থ বহন করা নিষিদ্ধ। বিভিন্ন কারখানা ও পেট্রোলপাম্পের আশেপাশে সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ। অগ্নিকান্ডের কারণ জেনেই আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। এটাই কর্তব্য।

আসুন! আমরা পরবর্তীতে প্রেম-ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার কারণগুলি নিয়ে আলোচনা করি এবং অভিভাবক ও দায়িত্বশীল হিসাবে সতর্ক হই। তাহলে তা ঘটতে দেওয়ার আগে আমরা প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হব।

১। দ্বীনদারিতে দুর্বলতা

পরিবারের কোন সদস্যের মনে অবৈধ প্রেম সৃষ্টির একটি কারণ হল দ্বীনদারির দুর্বলতা। অবৈধ প্রেমিকের ভিতরে দ্বীনদারি থাকে না অথবা তার পরিবারের লোকেরা দ্বীনদার নয়, অর্থাৎ সেই পরিবারের লোকেরা প্রাক্টিসিং মুসলিম নয়।

নচেৎ যে পরিবেশে দ্বীন ও ঈমানের আলো থাকে, সে পরিবেশে পাপাচারের অন্ধকার আসতে পারে না।

যে মন ঈমানী আমল দ্বারা আবাদ থাকে, সে মনে পোড়ো বাড়িতে বাসা বাঁধার মতো কোন প্রেমের শয়তান জ্বিন বাসা বাঁধতে পারে না।

যে হৃদয় মহান প্রতিপালকের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ থাকে, সে হৃদয়ে অন্য কারো কোন প্রকারের ভালোবাসা স্থান পেতে পারে না।

যে মনের আকাশে মহান আল্লাহর ভালোবাসার সূর্য আলো বিকীর্ণ করে, সে মনের আকাশে অন্য কোন চাঁদ-তারার ভালোবাসার আলো বিকাশ লাভ করতে পারে না।

যে পরিবারের লোকেরা দ্বীনী তরবিয়ত পেয়ে হালাল-হারাম বুঝেছে, তারা কোন দিন অবৈধ ও নোংরা কোন কর্মকান্ডে জড়িয়ে যেতে পারে না।

না, বংশীয় মর্যাদার কোন খেয়াল থাকে না প্রেম-পিরীতে। ভালোবাসা ও যুদ্ধে কোন সম্মান নেই, এ কথা তারা জানে। সুতরাং দ্বীনদারি না থাকলে নিজের মান-সম্মান বাঁচাতে অন্য কিছুর দাওয়াই ফলপ্রসূ হতে পারে না।

দ্বীনের অনুসরণ ও আল্লাহর স্মরণ থেকে যে বৈমুখ হবে, সে অবশ্যই শয়তানী চক্রান্তে ও অশ্লীল কর্মকান্ডে জড়িয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَن نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ} (٣٦) سورة الزخرف

"যে ব্যক্তি পরম দয়াময় আল্লাহর স্মরণে উদাসীন হয়, তিনি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করেন, অতঃপর সে হয় তার সহচর।" *(যুখরুফ ঃ ৩৬)*

আর তিনি শয়তানী পদাঙ্ক অনুসরণ করতে নিষেধ ক'রে বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ} (٢١) سورة النـــور

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়।" *(নূর ঃ ২১)*

যদি বল, মসজিদের ইমামরা মসজিদের ভিতরে প্রেম করছে।

কত পর্দানশীন হেরেম ও বোরকার ভিতরে প্রেম করছে।

কত আলেম ও হাজী ঘরের বেটা-বেটিরা প্রেমের বাঁশি বাজাচ্ছে।

তাহলে আমি বলি, তুমি যাদের কথা বললে, তারা দ্বীনের প্রতীক ঠিকই। কিন্তু তুমি নিশ্চিত হও যে, তারা প্রকৃত দ্বীনদার নয়।

কেউ নামায পড়লে বা পেশায় ইমামতি করলেই তাকে দ্বীনদার মনে করার কারণ নেই। কেউ বোরকা পরলেই তাকে 'পর্দাবিবি' ধারণা করা সঠিক নয়।

ওই যে বলা হয় না, 'ওরা মুসলিম; কিন্তু প্রাক্টিসিং মুসলিম নয়।'

২। সুন্দর লাগা

নিশ্চয় 'ভালো লাগা' থেকেই 'ভালোবাসা' সৃষ্টি হয়। আর ভালোকে কে না ভালোবাসে? সুন্দরকে কে না পছন্দ করে?

এই ভালো লাগা সৃষ্টি হয় দুটির মাধ্যমে; দর্শন ও শ্রবণের মাধ্যমে। দুটির মধ্যে একটিতে কোন কিছুকে সুন্দর লাগলে তার প্রতি মনের আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। এমনকি প্রকৃত সুন্দর না হলেও মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তাকে সুন্দর লাগে। অতঃপর কোন বাধা না থাকলে সে তখন প্রেমের পাত্র বা পাত্রীরূপে পরিগণিত হয়। তার প্রতি বাসনা জাগে, তাকে বারবার দেখতে ইচ্ছা হয়; যদিও সে আচমকা সুন্দরী হয়। অর্থাৎ, প্রকৃত সুন্দরী না হয়,

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ... فصادف قلباً خالياً فتمكنا

অর্থাৎ, প্রেম জানার পূর্বে তার প্রেম আমার কাছে এল। অতঃপর শূন্য অন্তর পেয়ে স্থান ক'রে নিল।

প্রচন্ড ক্ষুধার সময় সর্বপ্রথম যে খাবার খাওয়া হয়, তা বেশ ভালোই লাগে। তীব্র পিপাসার প্রথম পানে যে পানি পান করা হয়, সেটাই সুপেয় মিষ্টি পানি লাগে। এটাই স্বাভাবিক।

তখন কেউ তাকে প্রেমিকার জন্য অসুন্দরী বললে, উত্তরে সে বলে, 'আমার চোখ দুটি নিয়ে দেখ, ওকে বিশ্বসুন্দরী লাগবে!' এটাই প্রেমের প্রকৃতি।

ফারসী কবি শেখ সা'দী বলেছেন, যাদের পেট পূর্ণ তাদেরকে যবের রুটি ভাল লাগবে না। আমার প্রিয়তমা আমার চোখে বড় সুন্দরী; যদিও তোমার চোখে সে কুৎসিত। বেহেশ্তী হুরীকে জিজ্ঞাসা কর যে, 'আ'রাফ কী?' বলবে, 'তা একটি দোযখ।' কিন্তু কোন দোযখীকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলবে, 'আ'রাফ একটি বেহেশ্ত।'

যাকে ভালো লেগে যায়, তার ব্যাপারে কোন বিরূপ মন্তব্য সহ্য করা যায় না। কোন ত্রুটিকে ত্রুটি মনে হয় না। যেহেতু সে তখন প্রিয়তম। সে তখন ভালো লাগা মনের মানুষ। আরবী কবি বলেছেন,

وعينُ الرِّضَا عن كل عيب كليلةٌ ... ولكنّ عينَ السُخط تُبدِي المساويا

অর্থাৎ, সন্তোষের দৃষ্টি প্রত্যেক ত্রুটি অনুভব করতে দুর্বলতার শিকার হয়, কিন্তু অসন্তোষের দৃষ্টি প্রকাশ করে বহু ত্রুটি।

এমন প্রেমিক-প্রেমিকার তখন এমন অবস্থা হয় যে, তাদের চোখ থাকতেও অন্ধ হয়ে যায়। যেহেতু প্রেম তাদের তৃতীয় নেত্র জ্ঞানচক্ষুকে অন্ধ ক'রে দেয়। আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} (٤٦) سورة الحـج

"বস্তুতঃ চক্ষু তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।" *(হাজ্জ ঃ ৪৬)*

যেমন এই শ্রেণীর মনের অন্ধ ছিল লূত নবী ﷺ সম্প্রদায়। তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} (الحجر: ٧٢)

"(হে নবী!) তোমার আয়ুর শপথ! অবশ্যই ওরা নিজেদের মত্ততায় (অন্ধ) বিমূঢ় ছিল।" *(হিজ্র ঃ ৭২)*

আর সত্যপক্ষে প্রেমিকা যদি রূপসী হয়, তাহলে তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। গুণ না থাকলেও রূপই যার কাম্য, সে পড়ে অনুরূপ রূপসীর প্রেমে।

'কামরূপ এক্সপ্রেসে মন ছুটে চলে ঐ,
দেয়া আছে শিগন্যাল থামিবে না কখনই।
গার্ডসাব আছে কালা কিংবা সে জানে না,
কিংবা সে ছোট ভাবে তাইতো সে মানে না।
হাঁকি কত, 'বাবু বাবু! মন আছে মন মন',
রুখে না তবুও গাড়ি চলে যায় ঝন্‌ঝন্‌।
অক্ষম মন ফিরে আসিবে না কোনদিন,
হানিলেও পদাঘাত নাচিবে সে তাতাধিন।
আপন ভাবিয়া কেহ দেয় যদি খুশদিল,
যাকে দেবে তার থেকে ছিঁড়ে আনা মুশকিল।'

৩। মুগ্ধ হওয়া

হাদীসে এসেছে, মহানবী ﷺ বলেছেন,

«تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».

"মহিলার চারটি জিনিস দেখে বিবাহ করা হয়; তার সম্পদ, উচ্চ বংশ, রূপ ও দ্বীন দেখে। তুমি দ্বীনদার মহিলা পেতে সফল হও, তোমার হাত ধূলিধূসরিত হোক।" *(বুখারী ৫০৯০, মুসলিম ৩৭০৮নং)*

বলা বাহুল্য, রূপ, গুণ, বংশ, ধন বা দ্বীন দেখেই মানুষের মনে মুগ্ধতা আসে এবং তারই নিকষে মানুষ মানুষকে ভালোবাসে, নিজের জীবন-সঙ্গী বানাতে চায় এবং নিজের জামাই বা বউ নির্বাচন করতে চায়।

অনেকে আছে, যারা রূপ দেখে পাগল হয়। তবে অন্য অনেকে আছে, যারা মনের নয়নে দেখে গুণও পেতে চায়। তারা বলে,

'যে হৃদে প্রেম নাহি নহে সে হৃদয়,
রয়েছে তাহাতে জল কাদা কতিপয়।
যে ফুলে সৌরভ নাহি কিসের সে ফুল,
কদাচ তাহার প্রেমে মজে না বুলবুল।
যে ফুলের রূপ-গুণ কোনটির নাই,
বুলবুল তারে ভালবাসে কিরে ভাই।'

মনে মনে মিল তো লেগে গেল খিল। কোনও চরিত্রে মুগ্ধ হলে মানুষ মানুষকে ভালোবাসে। পছন্দের ব্যপারে দুটি মন এক হয়ে গেলে ভালাবাসা সৃষ্টি হয় গুণমুগ্ধ মনে।

'দু'টি পাখির একটি নীড়,
একটি নদীর দু'টি তীর।
দু'টি মনের একটি আশা,
তার নাম ভালোবাসা।'

সবাইকে দেখলেই সবারই সাথে ভালোবাসা হয় না। দেখার সাথে অতিরিক্ত কোন গুণ লাগে।

কেউ তার ব্যবহারে মুগ্ধ করল, হয়ে গেল সে তার মনের মানুষ। অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে মন দিয়ে বসল গুণগ্রাহী প্রেমিক।

'আঁখি তো অনেকে হেরে, বল কারে মনে ধরে?
তবে তারে মনে ধরে, যে হয় মনোরঞ্জন।'

সে এলাকার কেউ নয়। পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে এসেছে। ফজরের নামায পড়ে ছাত্রী-আবাসের পাশের রাস্তা দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল। মোহনীয় কণ্ঠে কুরআন তেলাঅত কর্ণকে মুগ্ধ করল। আর অমনি তার প্রতি প্রেমিকের মনে ভালোবাসা স্থান ক'রে নিল।

ছেলেটি মাদ্রাসার জানালায় বসে গজল গাইছিল। পাশের রাস্তা দিয়ে মেয়েটি পার হয়ে যাচ্ছিল। গজলের সুর তাকে মুগ্ধ করলে ছেলেটিকে সে মন দিয়ে ফেলল।

'এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশি শুনেছি,
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি।'

কারো সফলতা বা খ্যাতি দেখে বা শুনে মুগ্ধ হয়ে তাকে মন দিয়ে ফেলে অনেকে।

উচ্চ বংশের সুদর্শন যুবক যুবতীকে মুগ্ধ করে। উচ্চ বংশের যুবতী যুবককে আকৃষ্ট করতে পারে। খ্যাতিমান যুবক যুবতীর মন চুরি করতে পারে, সফল কবি-সাহিত্যিক, খেলোয়ার, শিল্পী, প্রভৃতিকে কেউ ভালোবাসতে পারে। কেউ তাদের

গুণমুগ্ধ ও ভক্ত হতে পারে। কিন্তু অনেকে জীবন-সঙ্গীরূপে পাওয়ার মতো ক'রে ভালোবেসে ফেলে। অথচ সে ভালোবাসার খবর তাদের কাছে পৌঁছে না। চেষ্টা করেও পৌঁছাতে পারে না। তা সত্ত্বেও অজানা ভাবেই তাকে ভালোবাসে এবং মরণের পরেও তাকে এত ভালোবাসে যে, সে অন্যকে জীবন-সঙ্গীরূপে বরণ করতেও পারে না! সে জানে, সে তাকে পাবে না, পাওয়া সম্ভব নয়, তবুও সে তাকে ভালোবাসে। পাগল মন তাকেই পেতে চায়, যদিও সে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

কেউ মুগ্ধ হয় আকর্ষণে। তাকে আকর্ষণ করা হয়েছে, তাই সে আকৃষ্ট হয়েছে। তার কাছে প্রেমভিক্ষা চাওয়া হয়েছে, তাই তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে ভালোবেসে ফেলেছে।

'আঁখি মেলি যারে ভালো লাগে
তাহারেই ভালো বলে জানি।
সব প্রেম প্রেম নয় ছিল না তো সে সংশয়
যে আমারে কাছে টানে তারে কাছে টানি।।'

৪। উপকার লাভ

কেউ কোন উপকার বা অনুগ্রহ করলে মানুষ তার প্রতি দুর্বল হয়ে যায়। 'প্রতি দানই প্রতিদান চায়'---এই রীতির ভিত্তিতে প্রতিদান দিতে পারলেও কেমন যেন মনটা দাতার দাসে পরিণত হয়ে যায়। সুতরাং প্রেমের পিপাসা থাকলে সেটা ভালোবাসায় পরিণত হতে দেরি লাগে না।

বিপদ থেকে উদ্ধার করলে, বিপদের সময় পাশে এসে দাঁড়ালে অথবা কোন উপকার করলে অবশ্যই তাকে ভালো লোক বলতে হয়। আর সেই সাথে যদি দ্বীনদারি, আমানতদারি বা সচ্চরিত্রতা লক্ষ্য করা যায়, তাহলে সে অবশ্যই বাঞ্ছনীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়। এ মর্মে মূসা নবী ﷺ-এর বিবাহ-কাহিনী কারো অজানা নয়।

"যখন মূসা মাদ্য়্যান অভিমুখে যাত্রা করল, তখন বলল, 'আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন।' যখন সে মাদ্য়্যানের কূপের নিকট পৌঁছল, তখন দেখল একদল লোক তাদের পশুগুলিকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পশ্চাতে দু'জন রমণী তাদের পশুগুলিকে আগলে আছে। মূসা বলল, 'তোমাদের কী ব্যাপার?' ওরা বলল, 'রাখালেরা ওদের পশুগুলিকে নিয়ে সরে না গেলে আমরা আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করাতে পারি না। আর আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ মানুষ।' মূসা তখন ওদের পশুগুলিকে পানি পান করাল (এবং তারা ঘরে ফিরে গেল)। তারপর সে ছায়ার নীচে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে কল্যাণ অবতীর্ণ করবে, নিশ্চয় আমি তার মুখাপেক্ষী।' তখন রমণী দু'জনের একজন লজ্জা-জড়িত পদক্ষেপে তার

নিকট এল এবং বলল, 'আপনি যে আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করিয়েছেন তার পারিশ্রমিক দেওয়ার জন্য আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন।' অতঃপর মূসা তার নিকট এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে সে বলল, 'ভয় করো না। তুমি যালেম সম্প্রদায়ের কবল হতে বেঁচে গেছ।' ওদের একজন বলল, 'হে আব্বা! আপনি এঁকে মজুর নিযুক্ত করুন, কারণ আপনার মজুর হিসাবে নিশ্চয় সে (ব্যক্তি) উত্তম হবে, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।' সে মূসাকে বলল, 'আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার মজুরি খাটবে; অতঃপর যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তবে সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। ইন শাআল্লাহ (আল্লাহর ইচ্ছায়) তুমি আমাকে সদাচারী পাবে।' মূসা বলল, 'আপনার ও আমার মধ্যে এ চুক্তিই রইল। এ দু'টি মেয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ তার সাক্ষী।" *(ক্বাস্বাস্ব ঃ ২২-২৮)*

৫। অবৈধ দৃষ্টিপাত

প্রেমের সূত্রপাত হয় দৃষ্টি থেকে। চোখের চাহনি হৃদয়ের মধ্যে এমন আঘাত সৃষ্টি করে, যেমন তীর করে শিকারের মধ্যে। তাতে যদি শিকার হত না হয়, তাহলে ক্ষত ও আহত অবশ্যই হয়। দুষ্ট দৃষ্টি হল অঙ্গারের ন্যায়, তা যদি কোন শুষ্ক খড়ের গাদায় পড়ে, তাহলে তার ফলে সমস্ত খড় না পুড়লেও কিছুটা পুড়ে অবশ্যই নষ্ট হয়ে যায়।

চক্ষু এমন এক অঙ্গ, যার দ্বারা বিপত্তির সূচনা হয়। চোখাচোখি থেকে শুরু হয়, কিন্তু শেষ হয় গলাগলিতে। এই ছোট্ট অঙ্গার টুকরা থেকেই সূত্রপাত হয় সর্বগ্রাসী বড় অগ্নিকান্ডের। আরবী কবি বলেছেন,

كل الحوادث مبدأها من النظر ... ومعظم النار من مستصغر الشرر

كم نظرة فتكت في قلب صاحبها ... فتك السهام بلا قوس ولا وتر

والمرء ما دام ذا عين يقلبها ... في أعين الغيد موقوف على الخطر

يسر مقلته ما ضر مهجته ... لا مرحباً بسرور عاد بالضرر

অর্থাৎ,সমস্ত (যৌন) দুর্ঘটনার সূত্রপাত দৃষ্টি থেকেই হয়। অধিকাংশ অগ্নিকান্ড ঘটে ছোট্ট অঙ্গার থেকেই।

কত দৃষ্টি তার কর্তার হৃদয়কে ধ্বংস করেছে, ধনুক ও তারহীন তীরের মতো।

চোখ-ওয়ালা মানুষ যতক্ষণ কামিনীদের চোখে চোখ রেখে বারবার দৃষ্টিপাত করে, ততক্ষণ সে বিপদের উপর দন্ডায়মান থাকে।

যে জিনিস তার আত্মার জন্য ক্ষতিকর, তাই দিয়ে নিজের চক্ষুকে খোশ করে। অথচ সেই খুশীকে কোন স্বাগতম নয়, যার পরিণাম হল ক্ষতি।

দৃষ্টির মাধ্যমে যে বিপত্তি সৃষ্টি হয়, তার বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা ক'রে অন্য এক কবি বলেছেন,

نظرة فابتسامة فسلام ... فكلام فموعد فلقاء

অর্থাৎ, প্রথমে দৃষ্টি, তারপর মুচকি হাসি, তারপর সালাম। তারপর বাক্যালাপ, তারপর ওয়াদা, তারপর মিলন (ব্যভিচার)।

কাম-নজর ইবলীসের তীররাশির একটি তীর। নজর হল ব্যভিচারের পোস্ট-অফিস।

চোরা চাহনিতে মন চুরি করে। মনে বাসনা সৃষ্টি করে, প্রেম সঞ্চার করে। চোখ ও দৃষ্টির কথাই কবি বলেছেন,

"আঁখি ও তো আঁখি নহে, বাঁকা ছুরি গো
কে জানে সে কার মন করে চুরি গো!"

প্রেম জগতে চক্ষু কথা ব'লে এমন বিষয় বুঝিয়ে থাকে, যা জিহ্বা প্রকাশ করতে অক্ষম। চোখের কোণেই আছে যাদুর রেখা।

"নয়না এখানে যাদু জানে সখা এক আঁখি ইশারায়
লক্ষ যুগের মহা-তপস্যা কোথায় উবিয়া যায়!"

'নজরবাণ' মেরে অনেকে অনেককে ঘায়েল ক'রে থাকে। চোরা চাহনিতে অনেকেই বুঝিয়ে থাকে গোপন প্রণয়ের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত।

"--গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি; ছল করে দেখা অনুখন,
--চপল মেয়ের ভালোবাসা তার কাঁকন চুড়ির কন্‌কন্‌।"

দৃষ্টিতে ব্যভিচার হয়। সুতরাং এ দৃষ্টি বড় সাংঘাতিক বিপত্তিময়। যার জন্যই আল্লাহপাক বলেন,

{قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}

"মু'মিন পুরুষদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে (নজর ঝুঁকিয়ে চলে) এবং তাদের যৌনাঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। ওরা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। আর মু'মিন নারীদেরকে বল, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও লজ্জাস্থান সংরক্ষা করে---।" *(নূরঃ ৩০-৩১)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "(কোন রমণীর উপর তোমার দৃষ্টি পড়লে তার প্রতি) বারবার দৃক্‌পাত করো না। বরং নজর সত্বর ফিরিয়ে নিও।" *(সহীহ তিরমিযী ২২২৮, ২২২৯নং)* যেহেতু "চক্ষুও ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার হল (কাম)দৃষ্টি।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮৬নং)*

শরীয়তের এ বিধান অমান্য করার ফলেই প্রারম্ভিক বিপত্তি শুরু হয়। এমন

পরিবেশ, যেখানে প্রসাধিকারা প্রসাধনের প্রতিযোগিতা করে। পরন্তু তারা পর্দা করে না। পর্দায় চেহারা গোপন করে না। ফলে বোরকার সাথেও চোখাচোখি ও দেখাদেখিতে আকর্ষণ-প্রবাহ সৃষ্টি হয়। আর আকর্ষণীয় এ সুন্দর বসুন্ধরা।

'ফুলে-ফুলে সেথা ভুলের বেদনা, নয়নে-অধরে শাপ,
চন্দনে সেথা কামনার জ্বালা, চাঁদে চুম্বন-তাপ!
সেথা কামিনীর নয়নে কাজল, শ্রোণীতে চন্দহার,
চরণে লাক্ষা, ঠোঁটে তাম্বুল, দেখে মরে আছে মার!
প্রহরী সেখানে চোখা চোখ নিয়ে সুন্দর শয়তান,
বুকে-বুকে সেথা বাঁকা ফুল-ধনু, চোখে চোখে ফুল-বাণ।'

এ যেন দেখাদেখির প্রতিযোগিতা, দেখানোর প্রতিযোগিতা। সৌন্দর্যের প্রদর্শনী মেলা। আর যৌবনের প্রারম্ভে যুবকের বরং কিশোরের মনের যেন সকরুণ আবেদন, 'দাদা তোর পায়ে পড়ি রে, মেলা থেকে বউ এনে দে।'

বলা বাহুল্য, ছোট্ট অঙ্গার-টুকরাকে যে নিয়ন্ত্রণ না করবে, তার ঘরে সে দর্শন করবে বিশাল অগ্নিকান্ড।

৬। হাসির ঝিলিক

সাক্ষাতে মুচকি হাসি একটি সম্মোহনী সুচরিত্র। যাদের মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ ও হাসি বিনিময় বৈধ আছে, তাদের মাঝে মুচকি হাসির ঝিলিক মনকে হৃদয়ের কারাগারে বন্দী ক'রে ফেলে।

পক্ষান্তরে সাক্ষাতে গোমড়া-মুখ হয়ে থাকাতে অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। তাই স্বভাবতঃ হাসমুখ না হলেও ভাইয়ের সাক্ষাতে মৃদু হাস্য করা সচ্চরিত্র মানুষের লক্ষণ। আর সেটা একটা পুণ্যের কাজ ও সাদকা।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيئاً وَلَوْ أَنْ تَلقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِق)).

"তুমি পুণ্যের কোন কাজকে তুচ্ছ মনে করো না। যদিও তুমি তোমার (মুসলিম) ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করতে পার।" (অর্থাৎ হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও পুণ্যের কাজ)। *(মুসলিম ৬৮৫৭নং)*

সুচরিত্রবান যেন প্রত্যেক মানুষের ক্যামেরার সামনে থাকে এবং মুচকি হাসি প্রদর্শন করে, ফলে সকলের কাছে তার ছবি সুন্দর লাগে।

অবৈধ প্রেম জগতে এ কথা অবিদিত নয় যে, মুচকি হাসি বিদ্যুত অপেক্ষা খরচে কম, কিন্তু চমকে অনেক বেশী। সুচরিত্রবান সেই চমক বৈধ সম্প্রীতি স্থাপনে ব্যবহার করে। এই জন্যই লোকে বলে, 'হেসেছ কি ফেঁসেছ।'

আরো বলা হয়, 'যার মুখে আছে হাসি, তার আছে প্রেমের ফাঁসি, যার মুখে

নেইকো হাসি, সেই তো হয় সর্বনাশী।'

যেমন কথায়-কথায় ফিক্‌ফিক, হাঃ-হাঃ, হোঃ-হোঃ, হিঃহিঃ ক'রে বেশি হাস্য করা সচ্চরিত্রতার লক্ষণ নয়। প্রগলভ বা ঢিটে মানুষ সুচরিত্রের অধিকারী হতে পারে না। তাছাড়া মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لَا تُكْثِرُوا الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ)).

"তোমরা বেশী বেশী হেসো না। কারণ, বেশী হাসার ফলে হৃদয় মারা যায়।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ ৪১৯৩, সহীহুল জামে' ৭৪৩৫নং)*

আর দুশ্চরিত্রের লক্ষণ হল হাসির মাঝে ফাঁসি দিয়ে অবৈধ প্রণয় সৃষ্টি করা। প্রথম সাক্ষাতের ঐ হাসি প্রশাসনের অথবা আত্মহত্যার ফাঁসি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

৭। মিষ্টি কথা

যার চরিত্র সুন্দর, তার কথা কেন সুন্দর হবে না?

অবশ্যই। চরিত্রবানের কথায় খোঁটা থাকবে না, খোঁচা থাকবে না, অহংকার থাকবে না, উদ্ভট ভঙ্গি থাকবে না। তার ভাষা কর্কশ হবে না, অশ্লীল হবে না, অসভ্য হবে না। বরং তার কথা হবে শ্রুতিমধুর। আর সে হবে মিষ্টভাষী। তার বিনিময়ে সে মহাপুরস্কার লাভ করবে। আব্দুল্লাহ বিন আম্র رضي الله عنه হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ বললেন,

((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا)).

"জান্নাতের মধ্যে এমন একটি কক্ষ আছে, যার বাহিরের অংশ ভিতর থেকে এবং ভিতরের অংশ বাহির থেকে দেখা যাবে।"

তা শুনে আবু মালেক আশআরী رضي الله عنه বললেন, 'সে কক্ষ কার জন্য হবে, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন,

((لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَبَاتَ لِلَّهِ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ)).

"যে ব্যক্তি নরম কথা বলে, অন্নদান করে ও লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামাযে রত হয়; তার জন্য।" *(আহমাদ ৬৬১৫, ত্বাবারানী ৩৩৮৮, হাকেম ২৭০, ১২০০, শুআবুল ঈমান বাইহাক্বী ৩০৯০, সহীহ তারগীব ৬১৭নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

((لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ)).

"যে ব্যক্তি সুন্দর কথা বলে, অন্নদান করে, বরাবর রোযা রাখে ও লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামাযে রত হয়; তার জন্য।" *(তিরমিযী ১৯৮৪, ২৫২৭নং)*

কথা সুন্দর বলতে পারলে সুন্দরীর সুন্দরতায় বৃদ্ধি লাভ হয়। তাই বেগানা পুরুষের সাথে কথা বলতে হলে সেই সৌন্দর্য চুরি যাওয়ার আশঙ্কায় তাকে মহান

আল্লাহর নির্দেশ মনে রেখে কথা বলতে হবে। তিনি মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

{إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} (٣٢)

"যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা সদালাপ কর। (স্বাভাবিকভাবে কথা বল।) *(আহ্যাবঃ ৩২)*

কিন্তু যারা ভালো ভাষা প্রয়োগ ক'রে অবৈধ ভালোবাসা সৃষ্টি করে, তারা নিশ্চয় চরিত্রবান নয়।

৮। উপঢৌকন বিনিময়

আপোসে উপহার-উপঢৌকন বিনিময় করা সুচরিত্রের একটি সুন্দর আচরণ। যেহেতু তার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়।

'স্মৃতি দিয়ে বাঁধা থাকে প্রীতি,
প্রীতি দিয়ে বাঁধা থাকে মন,
উপহারে বাঁধা থাকে প্রীতি,
তাই দেওয়া প্রয়োজন।'

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

((تَهَادُوا تَحَابُّوا.)).

"তোমরা উপহার বিনিময় কর, পারস্পরিক সম্প্রীতি লাভ করবে।" *(বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ৫৯৪, আবূ য়্যা'লা ৬১৪৮, সহীহুল জামে' ৩০০৪নং)*

এই ছিদ্রপথ দিয়ে প্রবেশ করতে গিয়ে অনেকে অবৈধ প্রণয়-জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কোনও যুবক যদি কোনও যুবতীর সাথে অথবা তার বিপরীত উপহার বা উপঢৌকন বিনিময় করে, তাহলে কি তাতে প্রেমের বীজ রোপণ করার কথা ভুল হবে? কক্ষনো না। আর লাল গোলাপ উপহার দেওয়া তো আধুনিক যুগের প্রথম প্রেম নিবেদনের বিশেষ প্রতীক।

'প্রণয় আনতে বিজন প্রান্তে
ধূধূময় সে মাঠে,
ময়ূর নৃত্যে করুণ চিত্তে
পুষ্প আনিলে গাঁটে।
হৃদয় ফুড়িয়া বাঁধন ছিঁড়িয়া
চাহে প্রতিদান দিতে,
কিন্তু কি দিব কি দান দানিব
লাগিবে তোমার হিতে?

নাহি কিছু তত দেওয়ার মতো
আছে শুধু মুখে ভাষা,
প্রকাশিব আজি সংকোচ ত্যাজি
হৃদয়ের ভালবাসা।
পাথরের 'পরে বিনা শিকড়ে
উঠিয়াছি লতাগাছ,
কি গান গাহিয়া লতাইয়া লতাইয়া
দেখাইব কোন্ নাচ?
ধরিব যে পিছু পাই নাই কিছু
আকাশে তুলিব শির,
করেছে সাক্ষাৎ প্রচণ্ড আঘাত
শিলাবৃষ্টির তীর।
আমার বলা হলো তুমি এবে বলো
আহা সখী কী চাও?
নাহি কিছু তবে নিঃস্ব হে যবে
ভালোবাসা নিয়ে যাও।'

৯। প্রশংসা

অনেক অসচেতন পিতা-মাতা আছে, যারা অনেক যুবকের কাছে নিজেদের মেয়ের প্রশংসা ক'রে থাকে। অনেক যুবতী নিজ পিতা-মাতার কাছে কোন যুবকের ভূয়সী প্রশংসা শোনে। আর সেখানেই সেই প্রশংসা বাণী থেকেই তাদের মনে প্রেমের দানা বাঁধতে শুরু করে।

অনেক এমন ঈর্ষাহীন ভাই আছে, যারা নিজ বন্ধুদের কাছে বোনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়। অনেক ঈর্ষাহীন স্বামী আছে, যারা নিজ স্ত্রীর প্রশংসায় বন্ধুদের মন আকর্ষণ করে। আর তার ফলে মনের অজান্তে প্রেমের পাখি বাসা বেঁধে বসে।

অনেক বোন তার নিজ ভাইয়ের কাছে সখীর প্রশংসনীয় ও আকর্ষণীয় গল্প শুনিয়ে থাকে। অনেক হতভাগী স্ত্রী আছে, যারা নিজ স্বামীর কাছে পরস্ত্রীর রূপ ও গুণচর্চা ক'রে থাকে এবং তার ফলে তাদের মনের সংগোপনে এক প্রকার প্রবাহ সৃষ্টি ক'রে থাকে, যা পরবর্তীতে প্রেম রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

এই জন্য হাদীসে এসেছে,

((لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا)).

"কোন মহিলা যেন কোন মহিলাকে (নগ্ন) আলিঙ্গন করে অতঃপর সে তার স্বামীর নিকট তা বর্ণনা না করে। (যাতে তা শুনে তার স্বামী) যেন ঐ মহিলাকে

(মনে) প্রত্যক্ষ দর্শন ক'রে থাকে।" *(বুখারী ৫২৪০-৫২৪১নং)*

আর সরাসরি একে অন্যের প্রশংসার মানেই হল যবাই। যেহেতু মুখোমুখী প্রশংসায় সৃষ্টি করে অহংকার, সৃষ্টি করে যুবক-যুবতীর মনে অজানা প্রেম-প্রবাহ।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِيَّاكُمْ وَالتَّمَادُحَ فَإِنَّهُ الذَّبْحُ)).

"মুখোমুখি প্রশংসা করা ও নেওয়া হতে দূরে থাক, কারণ তা যবাই।" *(আহমাদ ১৬৮৩৭, ইবনে মাজাহ ৩৭৪৩, ত্বাবারানী ১৬১৭২, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১০৩০৭, সহীহুল জামে ২৬৭৪নং)*

বলা বাহুল্য, যদি কোন যুবতী কোন যুবকের মুখে নিজ প্রশংসা শোনে, তাহলে কি তা প্রেম না হয়ে অন্য কিছু হয়? 'তুমি খুব সুন্দরী, তুমি যেন ডানাকাটা পরী, তুমি যেন পূর্ণিমার চাঁদ, তুমি যেন প্রস্ফুটিত গোলাপ' ইত্যাদি শুনে গর্বিতা হয়ে মন সঁপে দিতে কি দেরি লাগে? আরবী কবি বলেছেন,

خَدعوها بقولهم حَسْناءُ ... والغواني يغرَّهُنَّ الثناءُ

অর্থাৎ, ওকে ওরা 'সুন্দরী' বলে ধোঁকায় ফেলেছে। আর প্রশংসা সুন্দরীদেরকে ধোঁকায় ফেলে।

প্রশংসায় মন কার না গলে? প্রশংসার ফাঁদে কার মন না শিকার ফাঁসার মতো ফাঁসে? অতি চালাক অথবা আল্লাহ-ভীরু না হলে অতি সহজেই পা পিছলে যায় এই প্রশংসার তেলে।

১০। সালাম

সালাম-বিনিময় প্রীতি সৃষ্টির অন্যতম কারণ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لاَ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ)).

"তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর যতক্ষণ না তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা গড়ে উঠবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজ বলে দেব না, যা করলে তোমরা একে অপরকে ভালবাসতে লাগবে? (তা হচ্ছে) তোমরা আপোসের মধ্যে সালাম প্রচার কর।" *(মুসলিম ২০৩নং)*

ভালোবাসার এই ছিদ্রপথ দিয়ে অবৈধ ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে থাকে। কোন যুবক কোন যুবতীকে অথবা কোন যুবতী কোন যুবককে সরাসরি সালাম দিলে অথবা কারো মাধ্যমে সালাম দিয়ে পাঠালে তাতে এক প্রকার আকর্ষণ সৃষ্টি হয় তাদের

মনের গহীন কোণে। যে আকর্ষণ সময়ের তালে অবৈধ প্রেম রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

এই জন্যই উলামাগণ এ মর্মে মানুষকে সতর্ক ক'রে বলেন, ফিতনার ভয় থাকলে বেগানা নারী-পুরুষের মাঝে সালাম বিনিময় বৈধ নয়। আর মুসাফাহা তো নয়ই। ফিতনাই হল অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা।

১১। ভালোবাসার গান ও কবিতা

দুঃখে যে পড়েনি, সে সুখের সন্ধান দিতে পারে না। প্রেমে যে পড়েনি সে প্রেমের কবিতা লিখতে পারে না। এটা একটি বাস্তব কথা।

নিশ্চয় প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমের কবিতা ও গান শুনতে ভালোবাসবে। আর অপ্রেমিক হলে প্রেমের গান ও কবিতা তাকে প্রেমিক বানিয়ে ছাড়বে।

এমনিতে গান মানুষের মনকে বিমোহিত করে। তার উপর আবার প্রেম ও রোমান্সের গান। গান শোনা অভ্যাসে পরিণত হলে মনের মাঝে মত্ততা আনয়ন করবে। মন চাইবে কাউকে ভালোবাসতে এবং তাকে ঐ সকল মধুময় কথা বলতে, যা ঐ গানে শুনে থাকে।

আবার তার সাথে শয়তান যোগ দিলে এবং প্রেমের আগুনে বাতাস দিলে আর কি কেউ নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে?

গান শুনে কল্পনার জগতে ভেসে যাবে। মনে মনে ভালাবোসার মানুষের সাথে গানের তালে ও ছন্দে বাক-বিনিময় করবে। আর তখন তার অজানা ভালোবাসা চোখের ঘুম কেড়ে নেব। মনের সুখ লুটে নেবে। অস্থিরতার বিড়ম্বনায় অস্বাভাবিক আচরণ করবে। মনের চাঞ্চল্যে অন্য জগতে বসবাস শুরু করবে।

কাউকে পেতে চাইবে কাছে। যাকে সে সুখ-দুঃখের কথা বলবে। যে তার মনের হিজিবিজি শুনবে। প্রেম-সাগরে মনের তরী ভাসিয়ে দেবে। সাগরের তরঙ্গমালা তাকে আঘাতের পর আঘাত করবে। সে ভাববে, তরঙ্গমালা জয় ক'রে প্রেমের তরী সাফল্যের কূলে ভিড়াবে। কিন্তু উত্তাল সমুদ্রের ক্ষিপ্ত ঢেউ তাকে অতল গভীরে তলিয়ে দেবে।

আরবীতে একটি প্রবাদ আছে, 'আল-গিনা, রুক্বয়াতুয যিনা।' অর্থাৎ, গান ব্যভিচারের মন্ত্র। বলা বাহুল্য, প্রেমের গান যুবককে লম্পট বানাতে পারে, যুবতীকে বেশ্যা বানাতে পারে। যৌনানুভূতি উদ্রেককর গান মানুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত করাতে পারে।

পক্ষান্তরে পুরুষের তুলনায় নারী হল দুর্বল। মনের দিক থেকে দুর্বল। প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ায় দুর্বল। অতি সহজে নারীর মন মোহনীয় শব্দ, ছন্দ ও সুরে এবং তার প্রভাবশীল অর্থে প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে।

মহিলার মন যেন মাটির মহল। গান যেন বান আনে সেই মাটির মহলে। মুহূর্তে

প্লাবিত হয়ে সহজে গলে ধ্বংসকবলিত হয় সেই মহল।

মেয়ে মানুষের মন যেন শিশমহল, কাঁচ দিয়ে তৈরি। আর গান যেন বাণ। গান যেন পাথর হয়ে বর্ষণ হয় সেই শিশমহলে। ফলে তা ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়।

বিদায়ী হজ্জের সফরে আনজাশাহ নামক একটি দাস মহিলাদের উট পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল। পথে চলার সময় সে সুরেলা কণ্ঠে গান গাইছিল। তা শুনে মহানবী ﷺ তার উদ্দেশ্যে বললেন,

((يَا أَنْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيرِ)).

"হে আনজাশাহ! কাঁচের বোতলগুলো নিয়ে ধীরে চালাও।" *(বুখারী ৬১৪৯, মুসলিম ৬১৮০নং)*

মহিলাদের দুর্বল মনে সুরেলা কণ্ঠের গানে কোন ফিতনা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে, তাই তিনি তাকে সতর্ক করলেন।

বলা বাহুল্য, তা ছিল ঈমান ও তাক্বওয়ার কাফেলা। সুতরাং কাফেলার মহিলা যদি দুর্বল ঈমানের অথবা ঈমানহীনাদের হয়, তাহলে তাদের মনে কী ঘটতে পারে, তা অনুমেয়।

আসলেই ভালোবাসার গান শয়তানের মন্ত্র, যার দ্বারা সে প্রেম-পাগলাদেরকে সম্মোহিত করে। গান তার এক শ্রেণীর ফাঁদ, যার দ্বারা সে ব্যভিচারের নায়ক-নায়িকা শিকার করে। যেহেতু এই শ্রেণীর গান সুপ্ত যৌন-বাসনাকে জাগরিত করে, উত্তেজনা বৃদ্ধি করে, লজ্জা বিলীন করে এবং আত্মমর্যাদা ধ্বংস করে। আর তার ফলেই সংঘটিত হয় ব্যভিচার। এ ব্যাপারে গান হল মদের স্থলাভিষিক্ত। মদ যেমন মাতালকে নেশায় মত্ত ক'রে বহু অঘটন ঘটায়, যৌন-উন্মাদনামূলক গানও তা ঘটাতে পারে।

কবুতর প্রেমের ডাক দিলে কবুতরী ছুটে আসে। ষাঁড় ডাক দিলে গাই ছুটে আসে, ঘোড়া ডাক দিলে ঘোড়ী সাড়া দেয়। অভিসারীর ডাকে অভিসারিকা এসে উপস্থিত হয়। প্রত্যেকের বিশেষ জাগরণী গান আছে, প্রেম-মিলনের আহবায়ক শব্দ আছে। প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন-মন্ত্র হল গান। মনে প্রেম সৃষ্টিকারী যাদু হল গান।

১২। প্রচার মাধ্যম

প্রচার মাধ্যম বর্তমান যুগে অনেক। কিছুর মাধ্যমে শোনা যায়, কিছুর মাধ্যমে শোনা ও দেখা যায়। কিছুর মাধ্যমে দেখা ও পড়া যায়।

বহু গল্প ও উপন্যাসের বই-পুস্তক বা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রেম-ভালোবাসা তথা অশ্লীল কাহিনী পরিবেশিত হয়। আর তা পড়ে প্রেমহীন মনেও প্রেম সঞ্চিত হয়। বৃদ্ধি পায় প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমের লীলা।

সব চাইতে বেশি বিপজ্জনক প্রচার মাধ্যম হল সেই সকল স্যাটালাইট চ্যানেল ও দূরদর্শন কেন্দ্র, যাতে কেবল প্রেম ও যৌন অশ্লীলতাই প্রদর্শিত হয়। এর মাধ্যমে ঘরে বসে প্রেম শেখা যায়, প্রেম বৃদ্ধি করা যায়। আর নাটক, যাত্রা, সিনেমা, থিয়েটার তো আছেই। ইন্টারনেট তো আরো কামাল করেছে এই প্রেম-জগতে।

এই সকল চ্যানেলের উদ্দেশ্য হল ঃ-

দ্বীন-ধর্ম নিপাত যাক, নাস্তিকতা বৃদ্ধি পাক।

নারী-স্বাধীনতা তথা জরায়ু-স্বাধীনতার জয়জয়কার।

সচ্চরিত্রতা ধ্বংস হোক, অশ্লীলতার তুফান আসুক।

সামাজিক বা ধর্মীয় বাধা লংঘন ক'রে যেভাবে হোক জীবনটাকে উপভোগ কর।

প্রেম-ভালোবাসা ও তার পথে অতিরঞ্জিতভাবে ধন-মান-প্রাণের বিসর্জন।

আর এই সকল ভোগ-বিলাসের সামগ্রী অতি সহজলব্ধ ক'রে ভরে দেওয়া হচ্ছে প্রত্যেকের ঘরে ঘরে। উঠতে-বসতে-খেতে-শুতে জনসাধারণ তাই দর্শন করছে। তাহলে সে দর্শনের কি কোন প্রভাব পড়বে না? অবশ্যই।

'কাক যদি কারো পথের হয় রাহবার,
চালাইবে সেই পথে যে পথে ভাগাড়।'

অধিকাংশ চ্যানেলে প্রদর্শিত হয় প্রেম-কাহিনী। অতিরঞ্জিত প্রেমের অভিনয়, প্রেম নিবেদন ও প্রেমিক-প্রেমিকার সুখ-দুঃখের জীবন।

প্রতিবেশীর প্রতিবেশিনীর মেয়ের সাথে প্রেম।

বন্ধুর বউ বা বোনের সাথে প্রেম।

শালী বা শাশুড়ীর সাথে প্রেম!

ভাবী বা ভাইয়ের বউয়ের সাথে প্রেম!

প্রাইভেট সেক্রেটারীর সাথে ম্যানেজারের প্রেম।

চাকরের সাথে মালিকের বউ বা বেটির প্রেম।

দাসীর সাথে মালিক বা মালিক-পুত্রের প্রেম।

ধনীর সাথে গরীবের প্রেম।

ধনীকন্যার সাথে রিক্সা-ওয়ালার প্রেম

সহপাঠিনী বা সহকর্মিনীর সাথে প্রেম।

মুসলিমের সাথে অমুসলিমের প্রেম।

ছেলের সাথে ছেলে অথবা মেয়ের সাথে মেয়ের প্রেম।

শিক্ষকের সাথে ছাত্রীর প্রেম।

ধর্মগুরুর সাথে শিষ্যের প্রেম।

আরো কত রকমের, কত রঙের ও ঢঙের প্রেম। প্রেমের উত্থান-পতন, হাসি-কান্না, কুরবানী, অশ্রু, আশা-হতাশা, মিলনান্ত সফলতা অথবা বিয়োগান্ত

অসফলতা। এ সব দেখে শূন্য হৃদয়েও চাহিদা আসে, পিপাসাহীন হৃদয়েও পিপাসা আসে, জুড়ির খোঁজে অপেক্ষায় থাকে। আর সেই মুহূর্তেই যে যার খপ্পরে পড়ে, সে তার শিকারে পরিণত হয়; যদিও কেউ কারো উপযুক্ত না হয়।

প্রচার মাধ্যমের---বিশেষ ক'রে---এই সকল চ্যানেলের প্রচুর ক্ষমতা আছে। স্বক্ষমতায় মানুষের মনের পরিবর্তন ঘটাতে পারে, নতুন চিন্তা-চেতনার আবির্ভাব ঘটাতে পারে, মানুষকে ঠিক অথবা ভুল পথে সুন্দরভাবে চালনা করতে পারে, জাতির জীবনে উন্নতি-অবনতির পথে প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে, জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে ফেলতেও পারে এই মিডিয়া, জাতির চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতার বিনাশ সাধন করতে পারে এই প্রচার-মাধ্যম।

মানুষ যখন এই প্রচার-মাধ্যমের সম্মুখে দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করে, তখন কি প্রভাবান্বিত হবে না কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী? সঙ্গীহীন জীবনে কি সঙ্গীর চাহিদা সৃষ্টি হবে না। রোমান্সহীন জীবনে কি রোমান্টিক সাথীর খোঁজ আসবে না?

তখন প্রত্যেক তরুণই ধারণা করবে, জীবনে বাঁচতে হলে একজন এমন (অভিনেত্রীর মতো) সঙ্গিনীর আশু প্রয়োজন। প্রত্যেক তরুণী ধারণা করবে, জীবনে সুখ পেতে হলে তার এমনই (অভিনেতার মতো) রোমান্টিক তরুণের অবশ্য প্রয়োজন। সাদা-মাঠা গতানুগতিক বিয়ের মাধ্যমে তেমন সঙ্গী বা সঙ্গিনী লাভ করা যায় না।

ফলে পরিবেশ নোংরা হয়। ঘরে ঘরে প্রেমের কীর্তি-ওয়ালা যুবক বা যুবতী অথবা উভয়ই বসবাস করে। আর প্রত্যেক ঘরে থাকার ফলে কেউ আর কাউকে খারাপ মনে করে না। কলঙ্ক তখন আর কলঙ্ক থাকে না।

ঘরের ভিতরেও অবৈধ প্রেমের দৃশ্য দেখা যায়। ঘরের লোকেদের কেউ কিছু বলে না। ঘরের বাইরে, ফসল-ক্ষেতে, পুকুরের পাড়ে, পার্কে, বাগানে, বনে, নদীর তীরে, সমুদ্রের সৈকতে ভালোবাসার যুগল আমভাবে নজরে পড়ে। কেউ কাউকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখেও কিছু বলে না, ঘৃণা করে না, বাধা দেয় না। যেহেতু মিডিয়া ও তাগূতী আইনে তাদেরকে আশ্বাস দেওয়া ও অনুপ্রাণিত করা হয়। তার উপর অন্যান্য দিবসের মতো বিশ্ব জুড়ে বিশ্বভালোবাসা দিবস পালন করা হয়। ফলে অবৈধ ও অসভ্য প্রেমও বৈধ সভ্যতা ও সংস্কৃতিরূপে বিশ্বজন মানসে স্বীকৃতিলাভ করে। কেউ প্রেম না করলে তাকে বিরল প্রাণী ধারণা করা হয়। কারো প্রেমিক বা প্রেমিকা, বয়-ফ্রেন্ড বা গার্ল-ফ্রেন্ড না থাকলে তাকে অস্বাভাবিক মানুষ বলে মনে করা হয়। প্রেমহীন জীবনের মানুষও নিজেকে হেয় মনে করে এবং হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে এক প্রকার মানসিক রোগীতে পরিণত হয়।

সুতরাং যে আগুনের উৎস ঘরের ভিতর থেকেই, সে আগুন নির্বাপিত হবে কীভাবে?

প্রিয় মুসলিম যুবক ও যুবতী! প্রেমের উপন্যাস পড়ে অথবা ফিল্ম্ দেখে ধারণা করেছ তুমিও ঐ নায়ক বা নায়িকার মতো তোমাদের প্রেমে সফল হবে? অমূলক ধারণা। কল্পনা ও বাস্তব এক নয়। স্বপ্ন ও জাগরণ এক নয়। উপন্যাসে লেখক এবং ফিল্মে ডাইরেক্টর কায়দা ক'রে হিরো-হিরোইনকে শত বাধার মাঝে সফল ক'রে নেয়। কিন্তু তোমাদেরকে সফল করবে কে?

১৩। প্রেম বৈধকারী শরয়ী বিধান

প্রাচীন ও অধুনা কালের অনেক আলেমের ফতোয়া অনুযায়ী জানা যায়, পবিত্র প্রেম বৈধ। এই ফতোয়া গ্রহণ ক'রে অনেক চরিত্রবান ধর্মভীরু মানুষও প্রেমে পতিত হয়ে থাকে। যদিও তারা তাদের প্রেমে পবিত্রতার সীমারেখার ভিতরে অবস্থান করতে সক্ষম হয় না।

এ ব্যাপারে একটি হাদীসের অনুসরণ করলে পবিত্র প্রেমের প্রেমিক-প্রেমিকারা বিপদে পড়ে না এবং স্রোতস্বিনীর কিনারায় চলতে চলতে পদস্খলন ঘটে স্রোতে ভেসে যায় না।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ ، وَإنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبَهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثيرٌ مِنَ النَّاس، فَمَن اتَّقَى الشُّبُهَاتِ ، اسْتَبْرَأَ لِدِينهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، ألاَ وَإنَّ لكُلِّ مَلِكٍ حِمىً ، ألاَ وَإنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ ، ألاَ وَإنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَت صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، ألاَ وَهِيَ القَلْبُ)).

"অবশ্যই হালাল বিবৃত ও স্পষ্ট এবং হারাম বিবৃত ও স্পষ্ট, আর উভয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দিহান বস্তু; যা অনেক লোকেই জানে না। অতএব যে ব্যক্তি এই সন্দিহান বস্তুসমূহ হতে দূরে থাকবে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জতকে বাঁচিয়ে নেবে এবং যে ব্যক্তি সন্দিহানে পতিত হবে (সন্দিগ্ধ বস্তু ভক্ষণ করবে), সে হারামে পতিত হবে। (এর উদাহরণ সেই) রাখালের মত, যে নিষিদ্ধ চারণভূমির আশেপাশে পশু চরায়, তার পক্ষে নিষিদ্ধ সীমানায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শোন! প্রত্যেক বাদশাহরই সংরক্ষিত চারণভূমি থাকে। আর শোন! আল্লাহর সংরক্ষিত চারণভূমি হল তাঁর হারামকৃত বস্তুসমূহ। শোন! দেহের মধ্যে একটি মাংসপিন্ড রয়েছে; যখন তা সুস্থ থাকে, তখন গোটা দেহটাই সুস্থ হয়ে থাকে। আর

যখন তা খারাপ হয়ে যায়, তখন গোটা দেহটাই খারাপ হয়ে যায়। শোন! তা হল হৃৎপিণ্ড (অন্তর)।" *(বুখারী ৫২, ২০৫১, মুসলিম ৪১৭৮-নং)*

বলা বাহুল্য, জ্ঞানীরা সন্দিহান থেকে দূরে থাকে, দূরে থাকে সেই পথে চলা হতে, যাতে পদস্খলন ঘটার আশঙ্কা থাকে। আর অজ্ঞানীরা বৈধতার ফতোয়া নিয়ে বেপরোয়া হয়ে পথ চলে। পরিশেষে পদস্খলন ঘটলে অবৈধতার নিষিদ্ধ ভূমিতে বিচরণ শুরু করে। তার পরিণাম হয় অশুভ, শৈথিল্যের পরিণাম।

সমাজের নানা বই পুস্তকে হাদীসের নামে বহু দুর্বল ও জাল হাদীস প্রচলিত হয়েছে। তা যে আমলযোগ্য নয়, তা না জেনেই অনেকে তা পড়ে আমল শুরু করে দেয়; যেমন হয়েছে বহু বিদআতের প্রচলনের ক্ষেত্রে।

প্রেম বৈধকারীরা একটি হাদীস উল্লেখ ক'রে থাকে, "যে ব্যক্তি প্রেমে পড়ে পবিত্র থেকে তা গোপন করল এবং ধৈর্যধারণ ক'রে মৃত্যুবরণ করল, সে শহীদ হয়ে গেল।"

প্রথমতঃ এ হাদীস সহীহ নয়, বরং এটি মনগড়া জাল হাদীস। *(সিঃ যয়ীফাহ ৪০৯নং, আরও দ্রঃ আল-জাওয়াবুল কাফী ৫৫৯, ৫৬২পৃঃ)*

এ কথা 'লায়লা-মজনু ও শিরী-ফরহাদ' জগতের বহু মানুষের নিকটেই প্রচলিত থাকলেও এবং অনেকে তা 'হাদীস' বলে জানলেও, আসলে তা কিন্তু প্রেমবাজদের দ্বীনের নবীর নামে মিথ্যা রচনা।

এ হাদীস রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হতে পারে না। এ বাণী তাঁর মুখনিঃসৃত হতে পারে না। কারণ শহীদী মর্যাদা হল মহান আল্লাহর নিকট এক উচ্চ মর্যাদা, যা সিদ্দীকগণের পাশাপাশি মর্যাদা। যে মর্যাদা লাভের জন্য আছে বিভিন্ন অবস্থা ও আমল, যা সেই মর্যাদা লাভের শর্তস্বরূপ।

মহান আল্লাহর নিকটে প্রকৃত শহীদ হলেন তিনি, যিনি মহান আল্লাহর কালেমা সুউচ্চ করার জন্য জিহাদের ময়দানে নিহত হন।

এ ছাড়া কিছু নিহত ব্যক্তি শহীদী মর্যাদা লাভ ক'রে থাকে, যেমন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

« الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَصَاحِبُ الْحَرِيقِ شَهِيدٌ وَالَّذِى يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ ».

"আল্লাহর পথে (জিহাদে) নিহত হওয়া ছাড়া আরো সাত ব্যক্তি শহীদ হয়; প্লেগ রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, ডুবে গিয়ে মৃত ব্যক্তি শহীদ, প্লুরিসি রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পেটের রোগে মৃত ব্যক্তি শহীদ, পুড়ে গিয়ে মৃত ব্যক্তি শহীদ, চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি শহীদ এবং সে মহিলাও শহীদ যে সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা যায়।"

(আহমাদ ২৩৭৫৩, আবু দাউদ ৩১১৩, নাসাঈ ১৮৪৬, হাকেম ১৩০০, ত্বাবারানী ১৭৫৫, সহীহ আবু দাউদ ২৬৬৮নং)

"-----ক্ষয় রোগের ফলে মরণ শহীদের মরণ।" *(মাজমাউয যাওয়াইদ ২/৩১৭, ৫/ ৩০১)*

অন্য এক হাদীসে এসেছে,

«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُـوَ شَـهِيدٌ وَمَـنْ قُتِـلَ دُونَ أَهْلِـهِ أَوْ دُونَ دَمِـهِ أَوْ دُونَ دِينِـهِ فَهُـوَ شَهِيدٌ».

"যে ব্যক্তি নিজের মাল রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যে নিজের পরিবার রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ, যে তার নিজের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সেও শহীদ এবং যে নিজের দ্বীন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয় সে শহীদ।" *(আবু দাউদ ৪৭৭৪, তিরমিযী ১৪২১, নাসাঈ ৪০৯৫নং)*

সহীহ হাদীসে প্রেমরোগে মৃত রোগীকে শহীদ বলা হয়নি। আর কীভাবে সেই প্রেমরোগে মৃত ব্যক্তি শহীদী মর্যাদা পেতে পারে, যে প্রেম হল মহব্বতের শির্ক, যে প্রেমের ফলে হৃদয় আল্লাহর ভালোবাসা ও যিক্র থেকে শূন্য হয় এবং তাঁকে ছেড়ে একজন সৃষ্টির কাছে হৃদয়াত্মা ও ভালোবাসা নিবেদন করা হয়?

কীভাবে মহানবী ﷺ এমন ব্যাপক কথা বলতে পারেন, অথচ প্রেমরোগীর অনেকেই কিশোরের প্রেমে পড়ে নিজেকে ধ্বংস করে, কেউ অসতীর প্রেমে পড়ে নিজেকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়? তারাও কি শহীদী মর্যাদা লাভ করবে? এটা হতেই পারে না।

সুতরাং উচিত নয় কোন জ্ঞানী যুবক-যুবতীর, এই শ্রেণীর অবিবেচক মুফতীদের ফতোয়া শুনে অথবা মনগড়া বর্ণিত হাদীস পড়ে নিজেকে বৈধ প্রেমের প্রেমিক বানিয়ে পরিশেষে অবৈধ প্রেম বা পরিণামের দিকে আপসে গড়িয়ে পড়া। *(বিস্তারিত দ্রঃ যাদুল মাআদ ৪/৩৫২-৩৫৬)*

১৪। প্রেমে প্রেরণাদায়ক কথারাজি

অবশ্যই প্রত্যেক কর্মের পিছনে কোন না কোন কার্যকারণ বা হেতু থাকে, থাকে সে কর্মে উদ্বুদ্ধকারী কোন না কোন অমোঘ বাণী। প্রেম ও ভালোবাসা কর্মে প্রেরণাদায়ক অনেক কথাই শোনা ও পড়া হয়। যাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু প্রেমিক প্রেম-দীঘিতে প্রেমের পদ্ম তুলতে নামে। তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

** 'প্রেম আছে বলে পৃথিবী এত সুন্দর!'

অবশ্যাই পবিত্র প্রেম আছে বলে পৃথিবী এত সুন্দর! উক্ত কথার উত্তর কোন অপবিত্র বা অবৈধ প্রেম নয়।

** 'প্রেম বড় আনন্দের জিনিস।'

অবশ্যই পবিত্র প্রেম বড় আনন্দের জিনিস। দাম্পত্য ও সংসারে প্রেম না থাকলে আনন্দ আসবে কোত্থেকে?

** 'প্রেম চিরসুখ আনয়ন করে।'

কবি বলেছেন,

'সাবাস বলি পিরীত-নেশা হেতু তুমি সকল সুখের,
যতই ভুগি রোগে শোকে, বদ্যি তুমি সকল দুখের।'

অন্য এক কবি বলেছেন,

'প্রেম-খাতাতে একবার যে
লিখিয়া দিয়াছে নামটি তার,
নাই প্রয়োজন স্বর্গে তাহার
নরক গিয়াছে দূরের পার!!'

এ কথায় ধোঁকা খাওয়া উচিত নয়। কারণ বিশ্বকবী বলেছেন,

'প্রেমের আনন্দ থাকে শুধু স্বল্পক্ষণ,
প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন।'

** 'প্রেমের মড়া জলে ডোবে না।'

বহু প্রেমবাজ ধৃষ্টরা প্রেমকাজে আল্লাহর মনোনীত নবীদেরকেও শামিল ক'রে নিজেদের দল ভারী ক'রে ফেলেছে! আল্লাহর কুরআনকেও মিথ্যা বানিয়ে তারা গেয়েছে,

'প্রেমের মড়া জলে ডোবে না-
প্রেম করেছে ইউসুফ নবী,
তার প্রেমে জোলেখা বিবি গো---!'

এ বলে তারা তাদের কাজ যে খারাপ নয়, তা প্রমাণ করার মানসে সীমাহীন ধৃষ্টতা প্রকাশ করেছে।

যেমন ঈসা নবী عليه السلام-এর সাধ্বী মাতা মারয়্যামকেও তুলনা করা হয়েছে বারাঙ্গনার সাথে! কবি বলেন,

'অহল্যা যদি মুক্তি লভে মা, মেরী হতে পারে দেবী,
তোমরাও কেন হবে না পূজ্যা বিমল সত্য সেবি?!'

পাপী বানানো হয়েছে নির্বিচারে সকলকে। এ জন্য বলা হয়েছে,

'এ পাপ-মুলুকে পাপ করেনিক কে আছে পুরুষ নারী,
আমরা তো ছার; পাপে পঙ্কিল পাপীদের কান্ডারী!
---আদম হইতে শুরু করে এই নজরুল তক্ সবে,
কম-বেশী করে পাপের ছুরীতে পুণ্যে করেছে জবেহ!'

অথচ এ কথা অন্যান্য ধর্মের দেবতাদের ক্ষেত্রে সত্য হলেও সত্যের কান্ডারী

নবীগণের ক্ষেত্রে একেবারে মিথ্যা। সুতরাং কোন কিছু নিয়ে মন্তব্য করার পূর্বে বিবেচনা করে দেখা জরুরী যে, যাকে চাবুক লাগাচ্ছি, আদৌ সে চাবুক খাওয়ার যোগ্য কি না?

শুধু নবীই নয়, বরং আল্লাহর ফিরিশ্তাদেরকেও ছাড়া হয়নি এ ব্যাপারে! কবি বলেছেন,

'--দু'দিনে আতশী (?) ফেরেশ্তা প্রাণ ভিজিল মাটির রসে,
শফরী চোখের চটুল চাতুরী বুকে দাগ কেটে বসে।
ঘাঘরী ঝলকি' গাগরী ছলকি' নাগরী 'জোহরা' যায়-
স্বর্গের দূত মজিল সে রূপে, বিকাইল রাঙা পায়!
অধর আনার রসে ডুবে গেল দোজখের মার ভীতি,
মাটির সোরাহী মস্তানা হল আঙ্গুরি খুনে তিতি!'
কোথা ভেসে গেল সংযম বাঁধ, বারণের বেড়া টুটে,
প্রাণ ভরে পিয়ে মাটির মদিরা ওষ্ঠ পুষ্প পুটে!!'

এ ধরনের বহু মজার গল্প শুনিয়ে ঐ শ্রেণীর তথাকথিত মানবতাবাদী নৈতিকতার শত্রুরা নিজেদের পাপকে সুশোভিত ক'রে বহু মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে থাকে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}

"যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সেই বিষয়ে তুমি অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় -ওদের প্রত্যেকটিকে (কাল কিয়ামতে) কৈফিয়ত দিতে হবে।" *(সূরা ইসরা ৩৬ আয়াত)*

একদা এ মর্মে কোন এক দর্সে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলছিলাম 'প্রেমের মড়া জলে ডোবে না'---এ কথা ভুল কথা।

তখন চট্ ক'রে একজন বললেন, 'স্যার! আমি দেখেছি, টাইটনিক ফিল্মের প্রেমিক-প্রেমিকা জলে ডুবে মরেছে। অতএব নিশ্চিত ওটা ভুল কথা!'

অবশ্য ওদের উদ্দেশ্য ভিন্ন হতে পারে। আর তা হল প্রেমের মরণ বৃথা নয়, সে মরণও সফল মরণ, সে মরণ শহীদী মরণ।

কিন্তু 'শহীদ' হল আল্লাহর নিকট হতে প্রাপ্ত এক বিরাট 'মর্যাদা।' সে মর্যাদা তাঁর সন্তুষ্টির পথে নিজের জানকে কুরবানী দিলে---তবেই লাভ হয়। নিজের কামনা-বাসনা ও মনের খেয়াল-খুশীর তাবেদারী ক'রে একজন সুন্দরী লাভের পথে জীবন দিলে সে মর্যাদা অবশ্যই পাওয়া যায় না।

** 'প্রেম-পিরীতই জীবনের সবকিছু।'

কবি বলেছেন,

'পিরীতি নগরে বসতি করিব পিরীতে বাঁধিব ঘর,
পিরীতই আপন পিরীতই স্বজন তা ভিন সকলই পর।'

এ কথা কোন মুসলিম বলতে পারে না। কারণ তার আপনজন ও আত্মীয় থাকে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা বৈধ নয়। মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কেউ বা অন্য কিছু তার আপন হতে পারে না।

** 'পিরীতের নৌকা পাহাড়ে চলে।'

প্রেমের আলো নিয়ে যারা পথ চলে, ভয়ের অন্ধকার তাদের পথ থেকে আপনা-আপনিই সরে যায়।

** 'ভালোবাসা অন্যায় হলে আইনতঃ নিষিদ্ধ নয় কেন?'

** 'স্কুলের সিলেবাসে প্রেমের রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া হয় কেন?'

** 'বিশ্বভালোবাসা দিবস নামে আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হয় কেন?'

মুসলিম হয়ে এমন প্রশ্ন তোলা বড় আজব। তাগূতী আইনে কিছু বৈধ করা হলে তা মুসলিম মান্য করবে কেন? মুসলিম দেখবে, ইসলামী আইনে তা বৈধ কি না? ইসলামী আইনই হল তার জীবন-সংবিধান।

** 'প্রেমের সংসার আজীবন সুখের হয়। ভালোবাসা ক'রে বেছে নেওয়ার সংসার মধুর হয় এবং আজীবন স্থায়ী হয়।'

আরবী কবিও বলেছেন,

إذا أنت لم تعشق ولم تدرِ ما الهوى   فمالك في طيب الحياة نصيبُ

অর্থাৎ, যদি তুমি প্রেম না কর এবং প্রেম কী জিনিস, তা না বোঝ, তাহলে সুখী জীবনে তোমার কোন অংশ নেই।

আমাদের দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ দম্পতির সংসার গতানুগতিকভাবে সম্বন্ধ ক'রে বিয়ের মাধ্যমে সংসার পাতে এবং কোন রকম প্রেমকর্ম চালিয়ে বিয়ের আগে একে অপরকে পরীক্ষা ক'রে নেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে না। কই তাদের সকলের সংসার তো অসুখী বা তিক্ত নয়। বরং অধিকাংশ প্রেমের সংসারই তাসের ঘর হয়।

** 'প্রেম ছাড়া জীবন বৃথা। যাদের হৃদয়ে প্রেম নেই তাদের হৃদয় হল মরুময়, করুণাহীন।'

আরবী কবি বলেছেন,

إذا أنت لم تعشق ولم تدرِ ما الهوى   فكن حجراً من جامد الصخر جلمدا

অর্থাৎ, যদি তুমি প্রেম না কর এবং প্রেম কী জিনিস, তা না বোঝ, তাহলে তুমি কঠিন শক্ত পাষাণ হও।

আর এক কবি বলেছেন,

إذا أنت لم تعشق ولم تدرِ ما الهوى   فأنت وعَيْرٌ في الفلاة سواءُ

অর্থাৎ, যদি তুমি প্রেম না কর এবং প্রেম কী জিনিস, তা না বোঝ, তাহলে তুমি ও মরুভূমির গাধা সমান।

অবশ্যই কবিদের কথা সত্য। যাদের হৃদয়ে করুণা ও ভালোবাসা নেই, তারা পাষাণ-হৃদয় কঠোর। তার মানে অপবিত্র ও নোংরা প্রেম নয়। যাদের মনে পবিত্র প্রেমও নেই, যারা নিজেদের স্ত্রীর সাথে চুটিয়ে প্রেম করতে পারে না, তাদের মন অবশ্যই মরুময় প্রেমহীন। সুতরাং উক্ত কথার অর্থ এই নয় যে, বিয়ের আগে অবৈধ প্রণয়ে জড়াতে হবে এবং নিষিদ্ধ প্রেমের লুকোচুরি খেলতে হবে।

ভালোবাসাহীন হৃদয় অবশ্যই মরুময়। যে হৃদয়ে পিতামাতার প্রতি ভালোবাসা নেই, স্বামী বা স্ত্রী-সন্তানের প্রতি ভালোবাসা নেই, মিসকীন-দুর্বলদের প্রতি ভালোবাসা নেই, সচ্চরিত্রতার প্রতি ভালোবাসা নেই, মান-সম্মান ও সামাজিক মর্যাদার প্রতি ভালোবাসা নেই, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, সততা ও সতীত্বের প্রতি ভালোবাসা নেই, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি ভালোবাসা নেই, সে হৃদয় নিশ্চয় কন্টকময়।

বরং সকল ভালোবাসা ও মায়া-মমতার উর্ধ্বে হল ইল্মের প্রতি ভালোবাসা। সবচেয়ে বড় অনুরাগ হল শিক্ষার প্রতি অনুরাগ। পড়া ও লেখা এমন এক নেশা, যাতে এমন স্বাদ ও সুখ আছে, যে স্বাদ ও সুখ মদ্যপায়ী তার মদ্যপানে এবং প্রেমিক তার প্রেম-লীলায় পায় না। ইমাম শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) অথবা তাজ সুবকী সেই স্বাদ ও অনুরাগ তথা তা নিয়ে আনন্দের কথা কবিতায় প্রকাশ ক'রে বলেছেন,

سهري لتنقيح العلوم ألذُّ لي   من وصْلِ غانيةٍ وطيب عناقِ

وصرير أقلامي على صفحاتها   أحلى من الدوكاء والعشاق

অর্থাৎ, সুন্দরীর মিলন ও আলিঙ্গন অপেক্ষা ইল্ম পরিশুদ্ধ করার জন্য আমার জাগরণ বেশি সুস্বাদু।

ইলমের খাতার পাতায় আমার কলমের শব্দ মাতাল ও প্রেমিকের (নেশা) অপেক্ষা বেশি মধুময়।

বরং সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা, সবার চাইতে মর্যাদাসম্পন্ন ভালোবাসা, সবার চাইতে উপকারী ভালোবাসা, সবার চাইতে সুন্দর ভালোবাসা, সবার চাইতে পরিপূর্ণ ভালোবাসা, সবার চাইতে সাফল্যময় ভালোবাসা হল মহান প্রতিপালকের ভালোবাসা। সকল পবিত্র ভালোবাসা এই ভালোবাসারই শাখা-প্রশাখা।

১৫। দাওয়াত ও হিদায়াত দান

অনেক দ্বীনের খাদেম, দ্বীনী ভাই-বোন দাওয়াতের ময়দানে কাজ করেন। অতঃপর অনেকে একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এটা স্বাভাবিক। মহান আল্লাহ নারী-পুরুষের মাঝে প্রকৃতিগত আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। তার উপর

অতিরিক্ত সদ্গুণ থাকলে মন স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়। কথায় বলে, 'একে তো নাচিয়ে-বুড়ি, তার উপরে ঢোলের তুড়ি।'

'চেনে তাহা প্রেম, জানে শুধু প্রাণ,
কোথা হতে আসে এত অকারণে
প্রাণে প্রাণে বেদনার টান।'

পর্দা থাকলে কী হবে? পাশাপাশি ওঠা-বসা, কথা বলা, চিঠির আদান-প্রদান ইত্যাদির নৈকট্য এমন পরিবেশ তৈরি করে যে, তাতে আসে ভালোবাসার মিষ্টি আবেশ। আর দাওয়াতী ময়দানে অতিরিক্ত কোন প্রতিভা বা বৈশিষ্ট্য থাকলে তো বলতেই হবে না। 'একে গিরি গোবর্ধন, তাহে সুশোভিত বন, তাহে আর চাঁদনিয়া রাতি।'

সুতরাং শুরু হয় ইয়ে, আর ইয়ে থেকে বিয়ে। তারপর অনেক প্রেমিকই এমন ইতিহাস গড়ে নিজের সাফাই গেয়ে গর্ব ক'রে বলে, 'একজন অমুসলিমকে মুসলিম বানালাম।' 'একজনকে সহীহ আকীদায় ফিরিয়ে আনলাম।'

কিন্তু জানি না, তা আল্লাহর জন্য এবং একটি মানুষকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার জন্য, নাকি নিজের প্রেম-কামনা চরিতার্থ করার জন্য?

এইভাবে অনেক প্রেমিক গরীব-কন্যাকে জীবন-সঙ্গিনী বানিয়ে বলে, 'একজন গরীবকে উদ্ধার করলাম।'

কিন্তু জানি না, তা সত্যই উদ্ধারের জন্য, নাকি নিজের ভালোবাসাকে অনির্বাণ করার জন্য এবং প্রেমে ফেঁসে গিয়ে নিজেকে উদ্ধার না করতে পারার জন্য?

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)).

"যাবতীয় কার্য নিয়ত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষের জন্য তাই প্রাপ্য হবে, যার সে নিয়ত করবে। অতএব যে ব্যক্তির হিজরত (স্বদেশত্যাগ) আল্লাহর (সন্তোষ লাভের) উদ্দেশ্যে ও তাঁর রসূলের জন্য হবে; তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব সম্পদ অর্জন কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই হবে, তার হিজরত যে সংকল্প নিয়ে করবে, তারই জন্য হবে।" *(বুখারী ১নং, মুসলিম ১৯০৭নং)*

১৬। বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ

স্বামী উচ্চ শিক্ষিত। তবে চাকরি না পেয়ে চাষবাস করে। তিন-তিনটি মেয়ে। তাদেরকে পড়াবার জন্য প্রাইভেট টিউটর রেখেছে। একদিন মাঠ থেকে ফিরে এসে

দেখে মেয়ে তিনটি কান্না করছে। 'কী রে? মা কোথায় গেল?' 'জানি না।' 'আজ মাস্টার আসেনি?' 'না।'

দেরি হতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, স্ত্রী ঐ টিউটরের সাথে চম্পট দিয়েছে। কিন্তু কেন ঐ মেয়ে প্রাইভেট মাস্টারের সাথে ৩ সন্তান রেখে পালিয়ে গেল?

হাই স্কুলের টিচার। স্কুল দূর হওয়ার জন্য সপ্তাহান্তে একবার বাড়ি আসেন। স্ত্রীও শিক্ষিতা। তাঁদের একটি সন্তানও আছে এইটে পড়ে।

বাড়িতে রাজমিস্ত্রির কাজ চলছিল। হেড মিস্ত্রি অন্য জাতির। তবুও মাস্টার মশায় বাড়ি ফিরে দেখলেন, তাঁর শিক্ষিতা ও মার্জিতা স্ত্রী ভিন জাতের ঐ মিস্ত্রির সঙ্গে পলায়ন করেছে!

কেন ঐ শিক্ষিতা মহিলা শিক্ষিত চাকরি-ওয়ালা স্বামী ছেড়ে একজন ভিন জাতের সামান্য একজন রাজমিস্ত্রীর সাথে চম্পট দিল?

শিক্ষিত সমাজে যদি এমন হয়, তাহলে অশিক্ষিত সমাজে কেমন হবে?

সোনাহার নামের এক মহিলা সাধারণ গরীব চাষী ঘরের বউ ছিল। কয়েক মাসের মধ্যে পাশের বাড়ির এক যুবকের সাথে ভালোবাসা ক'রে পালিয়ে গেল!

অনেক প্রবাসীর এমন ঘটনা শোনা যায়। দীর্ঘ সময় পর বাড়ি ফিরে দেখে, তার বউ এখন অন্যের বউ হয়ে ঘর-সংসার করছে!

কেন স্বামী থাকতে পর-পুরুষকে প্রেম নিবেদন ক'রে গাইছে,

'আমি ফোটা গোলাপ রে বন্ধু
গোটা বাগের মাঝে,
থেকে থেকে রূপ যে আমার
অপরূপা সাজে রে বন্ধু
অপরূপা সাজে।
বাগের মালী নাইরে বন্ধু
খালি আছে বাগ,
সৌরভ আমার গৌরব ভরে
বলে, আর করো না রাগ রে বন্ধু
আর করো না রাগ।
মন যে আমার স্বাধীন হল
সে দীন হতে আজ,
গোপন বন্ধু এস হে বস
কর মধুতে বিরাজ রে বন্ধু
কর মধুতে বিরাজ।'

ব্যাপার কী? এ সকল ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করলে একাধিক কারণ নজরে আসবে। কিন্তু যে কারণটি নজর কাড়বে, সেটি হল বিকল্প সুখ ও ভালোবাসার পথ অবলম্বন, অপেক্ষাকৃত বেশি সুখ ও ভালোবাসার বাসনা।

কারণ হয়তো তার স্বামী পছন্দ ছিল না।

স্বামীর কোন বড় ত্রুটি ছিল।

স্বামীর কোন শখ-আহলাদ ছিল না।

সাজগোজ পছন্দ করত না।

স্বামীর ব্যবহার হয়তো ভালো ছিল না।

স্বামীর ব্যবহারে মিষ্টতা ও ভালোবাসা ছিল না।

স্বামী গত বা হতযৌবন ছিল। স্বামীর যৌন-ক্ষমতা হয়তো স্তিমিত হয়ে এসে ছিল। ফলে যৌনক্ষুধা দূর করার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

এইভাবে স্বামী সঙ্গ দেয় না অথবা কাছে থাকে না। বিদেশে থাকে অথবা তালাক দিয়েছে অথবা মারা গেছে।

অনেক পুরুষ বউ থাকতে প্রেম করে, একাধিক বিবাহ করে। কেন বউ থাকতে বউ আনে ঘরে?

হয়তো স্ত্রীর ব্যবহারে মিষ্টতা ও ভালোবাসা ছিল না।

হয়তো যৌন-মিলনে যথার্থভাবে সাড়া দিত না।

হয়তো তার আচরণে রোমান্স্ ছিল না।

মোটের উপর কথা, হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার স্বাদ ফিরিয়ে পেতে মানুষ বিকল্প পথ বেছে নেয়। পরিণামের ভালো-মন্দ কিছু না বুঝেই এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রে ফেলে। কারণ জীবনের সুখ ও তৃপ্তিকে পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করতে চায়।

যেটা মানুষের প্রকৃতিগত চাহিদা, তা মেটাতেই হয়। হালালভাবে না হলে মানুষ হারামের পথে পা বাড়ায়। স্বাভাবিকভাবে না হলে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের মাঝে প্রকৃতির পিপাসা নিবারণ করতে চায়।

তুমি কর, তাই আমি করি। প্রতিশোধ নিতে অনেক সময় স্বামী পরকীয়া প্রেমে পড়ে, স্ত্রী পড়ে অন্য পুরুষের প্রেমে। যেমন গুরু, তেমন দক্ষিণা। টিট ফর টাট।

অনেক সময় মানুষ ভালোবাসার মুখ দেখতে পায় না। সকল সময় সে কষ্টে থাকে, দুঃখে থাকে। অতঃপর সে এই দহন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চায়। যেমন কেউ মরু-প্রান্তরে পিপাসায় এক আঁজলা পানি পেতে চায়।

কোনও কারণে মা-বাপ ভালোবাসে না।

মা-বাবার দিনরাত নানা ঝগড়া-ঝামেলা ভালো লাগে না।

ভাই-ভাবীর সংসারে কষ্ট পায়।

মামা-চাচার বাড়িতে মানুষ হতে গিয়ে অত্যাচারিতা হয়।

নির্দয় সৎ-বাপ বা সৎ-মায়ের সংসারে নিপীড়িতা হয়।

অথবা অন্য কোন আশ্রয়ে লাঞ্ছিতা হয়।

তখন সে একটা পথ খোঁজে। যে পথে সে ভালোবাসা পাবে। কেউ তার কদর করবে। কেউ তাকে হাত ধরে উদ্ধার করবে। এ কথা কোন যুবক জানতেই এবং কোন প্রকার সহানুভূতি প্রকাশ করতেই পরিণামের কথা না ভেবেই তাকে মন-প্রাণ সব দিয়ে ফেলে।

১৭। চিত্তবিনোদন

অনেকে প্রেম করে, প্রেম করা বা ভালোবাসার জন্য নয়, প্রেমে সফল হয়ে বিয়ে করার জন্য নয়, বরং চিত্তবিনোদন করার জন্য। এরা প্রেম করে বন্ধু বানিয়ে, এরা বলে প্রেম করা মানে বিয়ে করা নয়। সাময়িকভাবে আমোদ-প্রমোদ, ক্রিয়াকৌতুক ও আত্মবিনোদন করে। একটু-আধটু মজা ক'রে টাইম পাস করে!

একই বছরে তিন তিন আত্মীয়ের বিয়ে, অবশ্য তিন সময়ে। মা-বাপের আদুরী মেয়ে, সেই যাবে বিয়েতে। সঙ্গে যাবে চাচাতো বোন ও বেস্ট্ ফ্রেন্ড। যেখানেই গেল সেখানেই আদুরী একজন যুবকের সাথে জমিয়ে বন্ধুত্ব করল। চাচাতো বোন ছিল সাইড হিরোইন। সে অবাক হয়ে আদুরীকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই যেখানেই যাস, সেখানেই একটা ক'রে ছেলে যোগিয়ে নিয়ে প্রেম করিস। পরিশেষে কাকে তুই গ্রহণ করবি?'

আদুরী উত্তরে বলল, 'ও সব তুই বুঝবি না। টাইম-পাস। জীবনটাকে উপভোগ করছি। কিছু আনন্দ-ফুর্তি আর কি? ছোট ছোট বিড়াল ছানাগুলো নিয়ে খেলা করতে কত ভালো লাগে জানিস? তেমনি আমি ওদের সাথে খেলা করি, সাময়িক খেলা। বাঁদর নাচাই আদর করি। খুব ভালো লাগে। প্রেম করা মানে বিয়ে করা নয়!'

---তাহলে কথাও তো শুনিস, লোকে কত কথা বলে, তোকে খারাপ বলে।

---বলতে পারে। আমার কী? আর জানিস তো? 'ভালোবাসার মজা শিকারীর মতো। শিকার তাড়া না করলে শিকারে মজা আসে না।'

হ্যাঁ, এক শ্রেণীর যুবক-যুবতী এমনও আছে। তারা প্রেমের অভিনয় করে অথবা সত্যিসত্যি প্রেম ক'রে জীবনটাকে উপভোগ করে। শেষ বয়সে একটাকে চয়েস ক'রে কিছু দিনের জন্য সংসার করে। বিয়ে না ক'রেও সংসার হয়, বিয়ের পরেও প্রেম চলে। সমস্যা কী? তাদের কাছে প্রেম, সেই প্রেম নয়। তারা ধর্মের বাধা মানে না, সমাজের সমালোচনা বা অভিভাবকের শাসন কেয়ার করে না। তাহলে কারো চোখ-রাঙানি সইবে কেন? দেশের দয়াবান সরকার যে তাদের সাথে আছে।

কিন্তু মুসলিম তা করতে পারে না। মুসলিম জানে অবৈধ প্রেম করা বৈধ নয়। কাউকে ধোঁকা দেওয়া বৈধ নয়। অবৈধ কিছু নিয়ে চিত্তবিনোদন করা বৈধ নয়।

এমন প্রেম-খেলা বিড়াল বা বাঁদর-খেলা নয়, বরং সাপ-খেলা, জ্বলন্ত আগুন নিয়ে খেলা। আর তাতে টাইম-পাস করা নয়, বরং সময়ের অপচয় করা, সময় নষ্ট করা। আর এ খেলার পরিণাম অবশ্যই শুভ নয়।

১৮। অন্ধানুকরণ

যে অজ্ঞ বা দুর্বল হয়, সে অন্ধানুকরণ করে। নিজের বুদ্ধিতে না চলে পরের বুদ্ধি গ্রহণ করে। নিজের সে ক্ষমতা না থাকলেও পরের দেখাদেখি সাহস ক'রে প্রেম করে।

মেয়ে অনুকরণ করে মায়ের, গাই গুণে ঘি, মা গুণে ঝি। আটা গুণে রুটি, মা গুণে বেটি।

অথবা বোন বোনের অনুকরণ করে। ঝুড়ির একটা আপেলে পচন ধরলে পাশের আপেলগুলিও খারাপ হতে শুরু করে।

অথবা বন্ধু বন্ধুর অনুকরণ করে। এক বন্ধু প্রেম করলে, তার প্রেমিক থাকলে বন্ধুরই বা থাকবে না কেন?

অনেক যুবক অনুকরণ করে তার বাপের। 'যে মতো কোদাল হবে, সেই মতো চাপ, সেই মতো বেটা হবে, যেই মতো বাপ।'

অথবা ভাই ভাইয়ের অনুকরণ করে।

অন্য আত্মীয়কে নিজ প্রেমের পথিকৃৎ মনে করে। অথবা অন্যের প্রেমকীর্তিকে নিজের প্রেমের দলীল ধারণা করে। তাইতো শিক্ষা দিতে গেলে বলে, 'অমুক করেছে, তো আমি করলে দোষ কী? নিজের ঘর সামলাওগে! তুমি কি তোমার বেটির ব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে পারবে?' ইত্যাদি।

তারা অনুকরণ করে পরিবেশের। যে পরিবারের সবাই প্রেমিক-প্রেমিকা, সেখানে দু-একজন কি বাদ থাকবে? বাপ বেটাকে, ভাই ভাইকে, মা বেটিকে, বোন বোনকে প্রেমে শাবাশ দিচ্ছে। দেশের আইনে বাধা নেই, উৎসাহ আছে। প্রচার মাধ্যমগুলিতে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহ আছে। গোটা পরিবেশই প্রেম-ভালোবাসার স্নিগ্ধ সৌরভে মাতোয়ারা।

যুবক অনুকরণ করে ফিল্মের নায়কের, যুবতী অনুকরণ করে নায়িকার। অথবা কোন উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার। প্রেমের ক্ষেত্রে এক একজন নিজ নিজ পছন্দমতো এক এক ফিল্ম বা উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাকে মডেল বা আদর্শ বানিয়ে প্রেমকে আগিয়ে নিয়ে যায়। বিয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক একই স্টাইল থাকে। যেহেতু যে আনন্দ তারা কাল্পনিক জগতের ফিল্ম্ দেখে বা উপন্যাস পড়ে পেয়েছে, সেই আনন্দ বাস্তব জীবনে উপভোগ করতে চায়!

শুধু তাই নয়, বরং প্রেমে বাধা পড়লে সেই ডাইলগও ঝাড়ে, যা তারা শুনে থাকে বা পড়ে থাকে। 'পিয়ার কিয়া তো ডরনা কিয়া, দিল দিয়া হ্যায় জাঁ ভী দেঙ্গে, প্রেম করেছি বেশ করেছি করবই তো করবই তো। প্রেম করা অপরাধ নয়।'

আমি বলি, নিদ্রাহারা বন্ধু আমার! ধোকা খেয়ো না অতিরঞ্জিত উপন্যাস ও ফিল্মী-দুনিয়ার রোমান্টিক বিভিন্ন প্রেম-কাহিনী পড়ে ও শুনে। 'প্রেম অনির্বাণ' এ কথা সত্য হলেও তোমার প্রেম যে ঐরূপ বিরল ও রোমান্টিক হবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? তুমি তো পুরুষ। পুরুষের মত মনকে সবল কর এবং নিজেকে 'হিরো' করার চেষ্টা করো না। নচেৎ অচিরে 'জিরো' হয়ে নিচে নেমে যাবে।

পক্ষান্তরে যদি কোন সুন্দরী তোমাকে অযাচিতভাবে প্রেম নিবেদন করে, তবুও তুমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে এমন 'ইঁদুর-মারা কল'-এ পা দিয়ো না। নচেৎ প্রেমিক কবি হওয়ার বদলে নিজের প্রতিভাই হারিয়ে বসবে।

পাশ্চাত্য সভতার অন্ধ অনুকরণ ক'রে 'ইয়ে করে বিয়ে' অর্থাৎ পরিচয় থেকে প্রণয় এবং প্রণয় থেকে পরিণয় হওয়ার কথা ভাবছ? এমন বিবাহকে 'পছন্দ করে বিবাহ' নাম দিলেও আসলে তা হল ইউরোপীয় 'কোর্টশীপ' প্রথা। যা কোন মুসলিমের জন্য বৈধ ও শোভনীয় নয়। সূদের নাম পরিবর্তন করে 'লভ্যাংশ' বললে যেমন সূদ হালাল হয় না, ঠিক তেমনি বিয়ের আগে অবৈধ প্রণয়ে ফেঁসে, চোখ, হাত, জিভ, পা ও যৌনাঙ্গের ব্যভিচার করে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিয়ে করাকে 'লাভ-ম্যারেজ' বা 'পছন্দ করে বিয়ে' নাম দিলে তা হালাল হয়ে যায় না। ইসলাম পছন্দ ক'রে বিয়েকে বিধিবদ্ধ করেছে এবং বিয়ের আগে কনেকে একবার দেখে নিতে অনুমতি দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিয়ের আগে হৃদয়ের আদান-প্রদানের মাধ্যমে প্রেম সৃষ্টির জন্য বর-কনের হাতে ডোর ছেড়ে দেয়নি। যেমন উভয়ের মধ্যে কারো তার বিবাহে অসম্মতি থাকলে জোরপূর্বক বিবাহ-বন্ধনকে ইসলাম অনুমোদন ও স্বীকৃতিই দেয় না।

আসল কথা হল, আধুনিক যুগের পাশ্চাত্যের অভিশপ্ত হাওয়া অনেক মুসলিম যুবক-যুবতীর মাঝেও বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও সিনেমা-জগতের মাধ্যমে এসে পড়েছে। তাই পশ্চিমী কায়দায় তারা নিজেদের সংসার গড়ে তোলার পূর্বে এমন যৌনাচার ও ভালোবাসাকে একটা বৈধ ও সভ্য ফ্যাশন বলে বরণ ক'রে নিয়েছে। অথচ পাশ্চাত্য সমাজ, যেখানে 'লাভ-ম্যারেজ' ছাড়া অভিভাবকদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ উপায়ে এবং শরয়ী দূরদর্শিতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিবাহ মোটেই হয় না বললেই চলে। যৌন-স্বাধীনতার সে লাগাম-ছাড়া দেশে দাম্পত্য-জীবন যে কত তিক্ত ও জ্বালাময়, তা অনেক মানুষই জানে না।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় আনুষ্ঠানিক বিবাহ তুলনামূলকভাবে খুবই কম হয়। আর যেটুকু হয় সেটুকু বড় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও দেহ-মন দেওয়া-নেওয়ার পর হয়! বন্ধু-

বান্ধবীরূপে বাস করতে করতে ৩৫/৪০ বছর বয়সে পৌঁছে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কেউ হয়, কেউ হয় না। কেউ টেস্ট্ করতে করতেই জীবন অতিবাহিত করে ফেলে; পছন্দ আর হয়ে ওঠে না। আমেরিকার এ রকমই এক বরের বয়স ৯৪ এবং কনের বয়স ৯৩ বছর। এই দীর্ঘ প্রায় এক শতাব্দী কাল ধরে বন্ধুত্ব ও এক অপরকে বুঝে নেওয়ার পর তারা এই সেদিন বিবাহিত সংসার-জীবনে প্রবেশ করল! আর তারা এ কথাও প্রকাশ করল যে, তাদের বাসর (?!) রাত ছিল জীবনের সবচেয়ে লম্বা (?) ও মধুরতম রাত! *(আয-যিওয়াজ পত্রিকা, এপ্রিল-জুন ১৯৯৮, ২৫পৃঃ)*

স্বাধীনতাকামী বন্ধু আমার! এমন নৈতিকতা ও শালীনতা-বর্জিত স্বাধীনতাকে প্রগতি ভেবে বসো না। কারণ, এটাই হল তাদের দুর্গতিময় অধোঃগতি।

১৯। ছেলেমেয়ের প্রতি অতি বিশ্বাস

অনেক অভিভাবক আছে, যারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের প্রতি বেশি মাত্রায় বিশ্বাস রাখে। যার ফলে তারা ধারণা করে, তাদের ছেলেমেয়েরা কোন নোংরা কাজ করতে পারে না। অবৈধ কোন প্রেম-প্রণয়ে জড়াতে পারে না। তারা ধারণা করে, কথা বললেই কেউ প্রেমে জড়িয়ে যায় না। এক সাথে ওঠা-বসা করলেই প্রেম হয়ে যায় না।

পর্দার বিধান না মানার একটা কুফল অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠা। কিন্তু অনেকে পর্দা মানে মাথায় কাপড় দেওয়া বোঝে এবং চেহারা দেখানো জায়েযের ফতোয়া নিয়ে বেগানার সাথে ওঠা-বসা করে। অভিভাবকরা তা করতে সুযোগ দেয়। সুতরাং গায়ে-মাথায় কাপড় রেখে তারা বেগানার সাথে যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলে। বোরকার ভিতরেও তাদের চরিত্রহীনতার চরকা নিজ গতিতে ঘুরতে থাকে। সেই সাথে অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে পরিপূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখে। তারা ভাবে, আমাদের ছেলেমেয়েরা ঐ শ্রেণীর কোন নোংরা কাজে জড়াতে পারে না। সুধারণা রেখে নবী ﷺ-এর হাদীসকেও বুড়ো আঙ্গুল দেখায় এবং শয়তানের প্রলোভন ও প্ররোচনার ব্যাপারে তাদেরকে নিরাপদ ধারণা করে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَلا لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، إلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ)).

"যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করে, তখনই শয়তান তাদের তৃতীয় সাথী (কোটনা) হয়।" *(সহীহ তিরমিযী ৯৩৪নং, নাসাঈর কুবরা ৯২১৯, বাইহাক্বী ১৩৯০৪, হাকেম ৩৮৭, ৩৯০, ত্বাবারানী ৫৬১নং)*

((لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ)). قُلْنَا وَمِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ؛ ((وَمِنِّي وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ)).

"তোমরা এমন মহিলাদের নিকট গমন করো না, যাদের স্বামী বর্তমানে উপস্থিত নেই। কারণ শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের রক্ত-শিরায় প্রবাহিত হয়।" আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আর আপনার?' তিনি বললেন, "আমারও। তবে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করেছেন, তাই আমি নিরাপদ থাকি।" *(আহমাদ ১৪৩২৪, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ১৭৭৯, সহীহ তিরমিযী ৯৩৫নং)*

একদা মহানবী ﷺ বললেন,

((إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ !)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ : أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ ؟ قَالَ : ((الحَمْوُ المَوْتُ !)) .

"তোমরা (বেগানা) নারীদের নিকট (একাকী) যাওয়া থেকে বিরত থাক।" (এ কথা শুনে) জনৈক আনসারী নিবেদন করল, 'স্বামীর আত্মীয় সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?' তিনি বললেন, "স্বামীর আত্মীয় তো মৃত্যুসম (বিপজ্জনক)।" *(বুখারী ৫২৩২, মুসলিম ২১৭২, তিরমিযী ১১৭১ নং)*

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্ম-কাহিনী। ফলে ছেলেকে তার ভাবীর সাথে একাকী ছেড়ে দেয়। মেয়েকে তার দোলা-ভাইয়ের সাথে একাকিনী ছেড়ে দেয়। দোলা-ভাইয়ের খিদমতে তার বাড়ি পাঠায়। চাচাতো-মামাতো-খালাতো-ফুফাতো ভাই এবং পাড়া বা গ্রাম সম্পর্কের ভাই-বোনদেরকে আপোসে মেলামিশা করতে অবাধ সুযোগ দেয়।

মেয়েকে সহপাঠীর সাথে, প্রাইভেট টিউটরের সাথে, তার বয়-ফ্রেন্ডের সাথে (?), ছেলের অথবা জামাইয়ের বন্ধুর সাথে, দোকানদারের সাথে, ক্যামেরাম্যানের সাথে, ভাগ্নের সাথে, ভাইপোর সাথে, রাজমিস্ত্রীর সাথে, বা বাড়ির কোন কাজের ছেলের সাথে একান্তে ছেড়ে দেয়।

ইমাম সাহেব বা তালেবে ইল্‌মের খাবার পেশ করতে তরুণী মেয়েকে পাঠায়। কোন আত্মীয়র খিদমত করতে মেয়েকে নিযুক্ত করে। কেননা, তাদের নিজেদের ছেলেমেয়েদের প্রতি ভরসা আছে, বিশ্বাস আছে। তারা এমন কোন কাজ করতে পারে না, যাতে তাদের বা তাদের বংশের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। আর এর নিশ্চয়তা তারা 'লওহে মাহফূয' থেকে পেয়ে থাকে! সুতরাং ধিক্ শত ধিক্ এমন অভিভাবকদের প্রতি।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهلِهِ وَمَسؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالخَادِمُ رَاعٍ فِي مال سيِّدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)).

“প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল। সুতরাং প্রত্যেকে অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। অতএব সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীগৃহের দায়িত্বশীলা। কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতা বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে। দাস তার প্রভুর সম্পদের দায়িত্বশীল। সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।” *(বুখারী ৮৯৩, ২৪০৯, ৫১৮৮ প্রভৃতি, মুসলিম ৪৮২৮নং)*

((إِنَّ اللّٰهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، حَفِظَ ذٰلِكَ أَمْ ضَيَّعَ، حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ)).

“আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক রক্ষককে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে এবং প্রত্যেক তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবককে তার তত্ত্বাবধান ও অভিভাবকত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। যথার্থই কি তারা তাদের কর্তব্য পালন করেছে, অথবা অবহেলা হেতু তা বিনষ্ট করেছে?” *(নাসাঈ ৯১৭৪, ইবনে হিব্বান ৪৪৯২, সঃ জামে’ ১৭৭৪নং)*

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তারা হাদীস বিশ্বাস করার চাইতে বেশি বিশ্বাস করে তাদের ছেলেমেয়েদেরকে।

অবশ্য কেউ সব কিছু জেনেশুনে ইচ্ছাকৃত ঘটিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ছেড়ে দিলে এ সকল ধর্ম-কাহিনী তাদের কোন কাজে লাগবে না। কারণ, তাদের মন বলে, ‘ঘটে তো ঘটে যাক, পটে তো পটে যাক। আর পণ-যৌতুকের যুগে বিনা পয়সায় বিয়েটা লাগে তো লেগে যাক।’

কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, ‘ঘটে গেল, পটে গেল, কিন্তু বিয়ের নটে বুড়িয়ে গেল।’

২০। পছন্দ ক’রে বিয়ে

নিজে পছন্দ ক’রে বিয়ে করা অর্থাৎ, প্রেম-ভালোবাসা ক’রে বিয়ে করার এ কোর্টশিপ প্রথা ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের, যারা হৃদয়ের আদান-প্রদান করার মাধ্যমে একে অপরের টেস্ট্ পরীক্ষা নিয়ে বিয়ে পরীক্ষায় পাশ করতে চায়।

ইসলামের রীতি এটা নয় যে, মেয়ে নিজে বর খুঁজবে। অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া সে নিজের ইচ্ছামতো বিয়ে করবে।

‘মেয়েমানুষ,
হৃদয়তাপের ভাপে ভরা ফানুস।
জীবন একটা কঠিন সাধন, নেই সে ওদের জ্ঞান।’

একজন অনভিজ্ঞ কিশোরীর পক্ষে পুরুষ চিনতে পারা সহজ ব্যাপার নয়। পর্দার ভিতরে থেকে নারী পুরুষ নির্বাচন করবে, সেটাও বড় কঠিন কাজ।

এই জন্য পাত্রের সন্ধান আনবে অভিভাবক। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, মেয়ের কোন মতামতের প্রয়োজন নেই। কোন বিয়েতে মেয়ের সম্মতি না থাকলে বিবাহ বাতিল, যেমন অভিভাবক সম্মত না হলে বিবাহ বাতিল। মেয়েরও পছন্দ-অপছন্দের গুরুত্ব আছে। তবে ঐভাবে ভালোবাসা ক'রে একে অপরকে বুঝে নেওয়ার অনুমতি নেই। কারণ এ হল নৈতিক অবক্ষয়ের একটা বড় ছিদ্রপথ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ওরা সূদের নাম দিয়েছে 'ইনটারেস্ট', বেশ্যার নাম দিয়েছে, 'যৌনকর্মী', মদের নাম দিয়েছে 'রূহের খোরাক', জরায়ু-স্বাধীনতার নাম দিয়েছে 'নারী-স্বাধীনতা', তেমনি অবৈধ ভালোবাসা ক'রে বিয়ে করার নাম দিয়েছে 'পছন্দ ক'রে বিয়ে'!!! এ যেন বিষের ডিব্বার গায়ে লেবেলে 'মধু' লিখে অপরাধকে গোপন করার প্রয়াস।

আর বিজাতির সেই চটকদার নামে ধোঁকা খেয়ে মুসলিমরাও মধুর নামে বিষ সানন্দে গলধঃকরণ ক'রে চলেছে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِى جُحْرِ ضَبٍّ لاَتَّبَعْتُمُوهُمْ ». قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ « فَمَنْ ».

"অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে বিঘত-বিঘত এবং হাত-হাত (সম) পরিমাণ। এমনকি তারা যদি গো-সাপের (সান্ডা)র গর্তে প্রবেশ করে, তাহলে তোমরাও তাদের পিছনে পিছনে যাবে। (এবং তাদের কেউ যদি রাস্তার উপর প্রকাশ্যে সঙ্গম করে, তাহলে তোমরাও তা করবে!)" সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ইয়াহুদ ও নাসারার অনুকরণ করার কথা বলছেন?' তিনি বললেন, "তবে আবার কার?" *(বুখারী ৩৪৫৬, ৭৩২০, মুসলিম ৬৯৫২, হাকেম, আহমাদ, সহীহুল জামে' ৫০৬৭ নং)*

আর সাহাবী হুযাইফাহ বিন আল-ইয়ামানও সঠিকই বলেছেন, 'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূববর্তী জাতির পথরাজির অনুসরণ করবে জুতার পরিমাপের মত (পুরাপুরি খাপে-খাপে), তোমরা পথ ভুল করবে না এবং তারাও তোমাদেরকে (সঙ্গে করতে) ভুল করবে না। এমনকি তারা যদি শুষ্ক অথবা নরম পায়খানা খায় তাহলে তোমরাও তা (তাদের অনুসরণে 'নিউ ফ্যাশন' মনে করে) খাবে!' *(আল-বিদাউ অন্নাহয়্যু আনহা, ইবনে অযযাহ ৭১পৃঃ, তানবীহ উলিল আবসার ১৭২ পৃঃ)*

২১। বাগ্‌দান বা ইনগেজমেন্ট

এটিও একটি বিজাতীয় প্রথা। এতে নানা অনুষ্ঠান-সহ কনের আঙ্গুলে আংটি পরানো হয় এবং সেই আংটিকে শুভাশুভ অনেক কিছু মনে করা হয়। আর তার পর হতেই কনে বরের জন্য 'ইনগেজ' হয়ে যায়। আর মনে করা হয়, এর পর হতে তারা আপোসে অবাধে দেখা-সাক্ষাৎ, যাওয়া-আসা, কথোপকথন, নির্জনতা অবলম্বন ইত্যাদি করতে পারবে। হৃদয়ের আদান-প্রদান করতে পারবে। ভালোবাসার মত-বিনিময় করতে পারবে। একে অপরকে বুঝে নিতে পারবে। আর বিয়ে তো হবেই, এই কথা মনে রেখে ইয়েও করতে পারবে!

বহু দীর্ঘ সময় না হলেও বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত উভয়কে ভালোবাসা করার সুযোগ দেওয়া হয়। উভয়ের পরিবার তাদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে। অবশ্য কেউই পরীক্ষার আগে রেজাল্টের আশা করে না।

অথচ ইসলামী শরীয়তে আক্‌দ (বিয়ে পড়ানো)এর আগে পর্যন্ত এই শ্রেণীর কোন কাজ করা বৈধ নয়। অবশ্য বিয়ের আগে বর কনেকে এক নজর দেখে নিতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য-ঘেষা বিজাতীর অন্ধানুকরণকারী উচ্চ পর্যায়ের লোকেরা যেমন 'বার্থ-ডে পার্টি' করতে অযথা অর্থব্যয় ক'রে থাকে, তেমনি অর্থের অপব্যয় ঘটায় এই ইনগেজমেন্ট অনুষ্ঠানে। হয়তো তারা ধারণা করে এ সবের কোন হিসাব লাগবে না তাদেরকে। তাদেরকে মহানবী ﷺ-এর এই সতর্কবাণী কোন প্রকার সতর্ক করতে পারে না। তিনি বলেছেন,

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلا بِالنَّصَارَى)).

"সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদেরকে ছেড়ে অন্য কারো সাদৃশ্য অবলম্বন করে। তোমরা ইহুদীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না, আর খ্রিস্টানদেরও সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।" *(তিরমিযী ২৬৯৫নং, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২১৯৪নং)*

« مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ».

"যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই দলভুক্ত।" *(আবূ দাউদ ৪০৩১, ত্বাবারানীর আউসাত্ব হুযাইফাহ কর্তৃক, সহীহুল জামে' ৬১৪৯নং)*

২২। বিবাহে দেরি

অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার একটি কারণ বিবাহে দেরি করা। পড়াশোনা শেষ হোক, চাকরি হোক, নিজের পায়ে দাঁড়াক ইত্যাদি ওজর দিয়ে বিয়েতে দেরি করে অনেক অভিভাবক এবং অনুরূপ অনেক ছেলেমেয়ে। মেয়ের চাকরি হলে তার বেতন স্বামী ভোগ করবে, তাই তার বেতনের লোভে তার বিয়ে দিতে দেরি

করে অভিভাবক। ওদিকে ছেলের মনে নারীর নেশা এবং মেয়ের মনে পুরুষের নেশা ধরে বসে। পরন্তু সে কথার খেয়াল না রেখে বিবাহে দেরি ক'রে তাদের বয়স অনেক বেশি ক'রে ফেলে। আর তার ফলে ফল হয় বিপরীত। মনের ভিতরে অনুসন্ধান ও নেশা থাকলে ঘুরপথে সামনে যাকে পায়, তাকেই অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ ক'রে নেয় এবং সেই হয়ে যায় গোপন ভালোবাসার পাত্র বা পাত্রী। যার সাথে চিত্তবিনোদন করা হয় এবং বিয়ের ওয়াদা ক'রে ইয়েও করা যায়। আর সে ওয়াদা কখনো পূরণ হয়, কখনো হয় না। মাঝখান থেকে নীতি-নৈতিকতা বিনাশপ্রাপ্ত হয়, বরং তাই হয়, যা সাধারণতঃ অবৈধ প্রেমের মিসকীনদের হয়ে থাকে।

এ ক্ষেত্রে অভিভাবকরাই মূলতঃ দায়ী, সে কথা অনুমেয়।

২৩। অবসর ও কর্মহীনতা

মানসিক ও দৈহিকভাবে কর্মহীনতা অবৈধ প্রেম সৃষ্টির হওয়ার অন্যতম কারণ। সুতরাং যারা পড়াশোনা বা কোন জ্ঞান-গবেষণা দ্বারা নিজেদের মস্তিষ্ককে এবং পরিশ্রমের কোন কাজ দ্বারা নিজেদের দেহকে মশগুল রাখতে পারে না, অন্য কথায় কোন কাজে নিজেদের সময়কে কাজে লাগাতে পারে না, তারাই অধিকাংশ এমন অবৈধ প্রেম-পিরীতে জড়িয়ে পড়ে।

পোড়ো বাড়িতে শয়তান জ্বিন বাসা বাঁধে। আগাছা ও ভাঙ্গা ইট-পাথরের সাথে সাপ-বিছুর নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়। যে মস্তিষ্ক শূন্য ও কর্মহীন থাকে, তাতে তো অনুরূপ কিছু বাসা বাঁধবেই।

ইবনে আকীল বলেছেন, 'সবচেয়ে বড় অকর্মণ্য ছাড়া কারো প্রেম-পাগলামি আসে না। খুব কমই প্রেমে পড়ে সে ব্যক্তি, যে কোন শিল্প বা ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সুতরাং শরয়ী ইল্‌ম বা অন্য কোন জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে ব্যস্ত ব্যক্তি কীভাবে প্রেমে পড়তে পারে?'

ইবনে আব্দিল বার্র বলেছেন, কোন এক বিদ্বান ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'প্রেম কী?' উত্তরে তিনি বললেন, 'শূন্য হৃদয়ের ব্যস্ততা।'

আফলাতুন বলেছেন, 'ভালোবাসা হল শূন্য হৃদয়ের আন্দোলন।'

আরাস্তু বলেছেন, 'প্রেম হল সাময়িক মূর্খতা। যা সেই ব্যক্তির শূন্য হৃদয়ে বাসা বাঁধে, যার ব্যবসা বা শিল্পাদির কোন ব্যস্ততা নেই।'

ইবনুল ক্বাইয়েম বলেছেন, 'ব্যক্তি-প্রেমে পড়ে সেই হৃদয়, যে হৃদয় আল্লাহর ভালোবাসা থেকে শূন্য থাকে, তাঁর প্রতি বৈমুখ থাকে, অন্য কিছুকে তাঁর বিকল্প বানিয়ে রাখে। সুতরাং হৃদয় যখন আল্লাহর ভালোবাসা ও তাঁর সাক্ষাতের আগ্রহে পরিপূর্ণ থাকে, তখন সেখানে ব্যক্তি-প্রেম স্থান করতে পারে না।' *(যাদুল মাআদ ৪/২৪৬)*

তিনি আরো বলেছেন, 'বান্দার জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর বিষয়মূহের মধ্যে কিছু হল, তার কর্মহীনতা ও অবসর। যেহেতু মানুষের মন বেকার বসে থাকে না। সুতরাং তাকে উপকারী কিছু দিয়ে ব্যস্ত না করতে পারলে অবশ্যই অপকারী কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।' *(ত্বারীকুল হিজরাতাইন ৪৮৮পৃঃ, আরো দ্রঃ আল-ইশ্ক, মুহাম্মাদ আল-হামাদ ১৪পৃঃ)*

সুতরাং ব্রেনটাকে শূন্য রাখলে তাতে নানা কুচিন্তা আসবে, শয়তান নানা কুমন্ত্রণা দেবে, নানা পাপচিন্তায় মন আচ্ছন্ন হবে। আর তার পরে প্রেম বা পাপ ঘটে যাওয়া খুব স্বাভাবিক।

আরবী কবি আবুল আতাহিয়াহ মুজাশে' নামক এক ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলেছেন,

علمت يا مجاشع بن مسعده

إن الشباب والفراغ والجدة

مفسدة للمرء أي مفسدة

অর্থাৎ, জানো হে মাসআদার বেটা মুজাশে'! নিশ্চয় যৌবন, অবসর ও ধনবত্তা মানুষের জন্য এক প্রকার বিপত্তি।

সুতরাং যে যুবক-যুবতীর ধন আছে, যৌবন আছে এবং অবসর সময় আছে, সে যুবক-যুবতীর বিপত্তি অবশ্যম্ভাবী। প্রেমের বাঁশি বাজাবার জন্য এ তিনটি বিষয় খুবই উপযুক্ত রসদ।

অবশ্য বৈধ উপায়ে অবসর বিনোদন করতে দোষ নেই। যাতে ভালো কাজ ও ইবাদতের জন্য দেহ-মন স্ফূর্তি ও শক্তি ফিরে পায়।

পক্ষান্তরে খারাপ কিছু দেখে বা ক'রে অবসর বিনোদন করলে বাত ভালো করতে গিয়ে বেদনা হয়ে বসে থাকবে।

জ্ঞাতব্য যে, ইসলামী অভিধানে অবসর বা অবকাশ বলে কোন শব্দ নেই। যেহেতু মুসলিম হয় কোন দ্বীনের কাজে থাকে, না হয় কোন দুনিয়ার কাজে। আর বসে থাকলেও মহান আল্লাহর যিকরে ব্যস্ত থাকে। তিনি বলেছেন,

{فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ} (٨) سورة الشرح

"অতএব যখনই অবসর পাও, তখনই (আল্লাহর ইবাদতে) সচেষ্ট হও। আর তোমার প্রতিপালকের প্রতিই মনোনিবেশ কর। *(আলাম নাশ্রাহ ঃ ৭-৮)*

২৪। একাকিত্ব ও নির্জনতা

কাজ থাকলেও একাকিত্ব অবলম্বন করা উচিত নয়। কারণ অবসরের মতো একাকিত্বও মানুষের মনে নানা কুমন্ত্রণা দেয়। বিশেষ ক'রে খারাপ কিছু নিয়ে

একাকিত্ব অবলম্বন করলে শয়তান তার সাথী হয়। তাতে প্রেম ঘটতে পারে, প্রেমের গল্প একাকী ফিল্মে দেখলে বা উপন্যাসে পড়লে আগুনের উপর ঘিয়ের কাজ করতে পারে।

বিশেষ ক'রে কিশোরী বা তরুণীর একাকিনী সফর, বাড়ির মধ্যে একাকিনী অথবা বাড়ির বাইরে কোথাও একাকিনী বসবাস মোটেই শুভ নয়।

আমাদের শরীয়ত আমাদেরকে বলে,

((لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)).

“কোন পুরুষ যেন কোন বেগানা নারীর সঙ্গে তার সাথে এগানা পুরুষ ছাড়া অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন না করে। আর মাহরাম ব্যতিরেকে কোন নারী যেন সফর না করে।”

এক ব্যক্তি আবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার স্ত্রী হজ্জ পালন করতে বের হয়েছে। আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি।' তিনি বললেন, “যাও, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর।” *(বুখারী ৫২৩৩, মুসলিম ১৩৪১নং)*

২৫। স্বার্থপরতা

অনেক সময় স্বার্থপরতা মানুষকে প্রেম করতে উদ্বুদ্ধ করে। অবশ্য সে ক্ষেত্রে প্রতারণা ও প্রেমের অভিনয় চলে এবং স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে প্রেমও ফুরিয়ে যায়। কিন্তু তাতে প্রতারিত হয় এক পক্ষ।

ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা শুরু হয়। রূপ-যৌবনের আকর্ষণ দেখে ভালো লেগে গেলে তাকে কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে। দ্রাক্ষা-বুকে লুকিয়ে থাকা শিরীন-শারাব পেয়ালায় এনে পান করতে চায়। সুতরাং কামনার জ্বালা ও যৌনক্ষুধা নিবারণের প্রবল ইচ্ছা প্রেমের অভিনয় করতে বাধ্য করে। সাময়িক উত্তেজনা প্রেমিকার মিলন-বাসনায় মনকে অস্থির ক'রে তোলে।

প্রেমের জিনিস যত দূরে থাকে, প্রেম তত বেড়ে চলে। মিলনের সময় যত কাছে হয়, ধৈর্যের বাঁধ তত বেশী হারাতে চলে। আর মিলন ঘটে গেলে প্রেমের দশ ভাগের নয় ভাগ নেশা কেটে যায়।

তাই কেবল যারা দেহ (রূপ-সৌন্দর্য) পছন্দ করে, তাদের যে কোন একটা দেহ হলেই চলে। কিন্তু যারা মন পছন্দ করে, তাদের সেই মন না হলে চলে না, যা তারা পছন্দ করে।

ভালোবাসার জন্য ভালোবাসা নয়, ভালো ক'রে ভালোবাসার জন্যই ভালবাসা। অবশ্য ভালোবাসার একটি আকর্ষণ হল রূপ-সৌন্দর্য, কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়।

অনেক মানুষ আশ্রয়হীন অবস্থায় ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার প্রয়োজন হয় একটি আশ্রয়ের। একটি আশ্রয়স্থলের অনুসন্ধান তাকে প্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু

কাউকে আশ্রয় দিলেই সে আপনার হয় না। স্বার্থের এ মায়া-মমতা স্বার্থ ফুরালে বিলীন হয়ে যায়।

আশ্রিতের প্রতি দয়া প্রদর্শন করলে ভালোবাসা হয় না। দয়া দাক্ষিণ্য আনতে পারে, কিন্তু প্রীতি আনতে পারে না। দয়া দেখিয়ে ভালোবাসার অধিকার লাভ করা যায় না।

ধন-সম্পদের লোভ ও তা আত্মসাৎ করার কদর্য ইচ্ছা মানুষকে ভালোবাসায় অনুপ্রাণিত করতে পারে। যদিও প্রেমের অধিকার প্রেমিকার ওপর ফলানো চলে, তার ধনের ওপর নয়।

আর নারী তাকে ভালোবাসে, যার যৌবনের সাথে ধন আছে। টাকা না থাকলে নারী ভালোবাসতে চায় না। এক আরবী কবি বলেছেন,

فَإِنْ تَسْأَلُوني بالنِّساءِ فإنّني ... بصيرٌ بأَدْوَاءِ النِّساءِ طَبِيْبُ

إذا شابَ رأسُ المرء أو قلَّ ماله ... فليس له من ودّهُنّ نَصيْبُ

يُرِدْنَ ثراء المالِ حيثُ عَلِمْنَهُ ... وشرخُ الشّباب عندهنَّ عَجِيْبُ

অর্থাৎ, তোমরা যদি নারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, তাহলে আমি তাদের ব্যাপারে বিচক্ষণ, তাদের ব্যাধিসমূহের কবিরাজ আমি।

পুরুষের মাথার যখন চুল পেকে যায় অথবা তার ধন কমে যায়, তখন তাদের ভালোবাসায় তার কোন অংশ থাকে না।

তারা বিপুল অর্থের কথা জানলেই তা পেতে ইচ্ছা করে। আর যৌবনের প্রারম্ভ তাদের নিকট মুগ্ধকর।

যারা স্বার্থপরতার ভালোবাসা করে, তারা তার প্রতিদানের কিছু পাওয়ার আশা করে। কিন্তু তারা জানে না যে, হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয় পাওয়া যায়। হৃদয় না দিয়ে হৃদয় পাওয়ার আশা করা মহাভুল।

তারা জানে না যে, ভালোবাসায় দু'টি মন নয়, হরমোনের মিল।

তাদের জেনে রাখা উচিত যে, 'প্রেমে যার প্রাণ টানে না, ছলনা তার প্রেম কামনা।'

২৬। পর্দাহীনতা

অবৈধ দৃষ্টিপাত ও দর্শন যেমন প্রেম সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ, তেমনি অবৈধ প্রদর্শনও তার অন্যতম কারণ।

কিশোরী ও তরুণী যদি প্রসাধিকা হয়ে নিজেকে প্রদর্শন করে, তার দেহের গোপন সৌন্দর্য যদি যুবকের চক্ষুগোচর করে, যৌবনের চাঞ্চল্য যদি যুবকের সম্মুখে প্রকাশ করে, অসভ্য পোশাক পরে যদি নিজের দিকে যুবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহলে তো সে তার ইভটিজিং ও প্রেমের শিকার হবেই।

এই ফিতনা থেকে বাঁচার জন্যই শরীয়তে পর্দার বিধান এসেছে। মহিলাদেরকে বেপর্দা হতে নিষেধ করা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((المرأة عورة وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها)).

"মেয়ে মানুষ (সবটাই) লজ্জাস্থান (গোপনীয়)। আর সে যখন নিজ বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে সুশোভন করে তোলে। সে নিজ বাড়ির অন্দর মহলে অবস্থান ক'রে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী থাকে।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব ২৮৯০, সহীহ তারগীব ৩৪৪নং)*

ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, "মহিলারা গোপন জিনিস। কোন অসুবিধা ছাড়াই মহিলা যখন নিজ বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। অতঃপর তাকে বলে, 'তুমি যার পাশ বেয়েই অতিক্রম করবে, তাকেই মুগ্ধ করবে।' মহিলা যখন তার পোশাক পরিধান করে, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করছ?' সে বলে, 'আমি কোন রোগীকে দেখা করতে যাব, কোন মরা-ঘর যাব অথবা মসজিদে গিয়ে নামায পড়ব।' অথচ মহিলা তার ঘরে থেকে নিজ রবের ইবাদত করার মতো ইবাদত আর অন্য কোথাও করতে পারে না।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৩৪৮-নং)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (٣٣) سورة الأحزاب

"তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর এবং (প্রাক-ইসলামী) জাহেলী যুগের (মেয়েদের) মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন ক'রে বেড়িয়ো না।" *(আহযাব ঃ ৩৩)*

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} (٥٩) سورة الأحزاب

"হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদের রমণীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (মুখমন্ডলের) উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে; ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *(আহযাব ঃ ৫৯)*

ইসলামের এ বিধান অমান্য করার ফলে অবৈধ প্রেম-ভালোবাসা, ব্যভিচার ও ধর্ষণ দিনের দিন বেড়েই চলেছে, যেমন জাহেলী যুগে ছিল। বরং আধুনিক যুগের বেপর্দা নারী, তার অশালীন, কুরুচিকর ও যৌনানুভূতি উদ্রেককর বিভিন্ন পোশাক, আচরণ, নাচ ইত্যাদি প্রাচীন জাহেলী যুগকেও হার মানিয়েছে। সভ্যতার নামে অসভ্য লেবাস-পোশাকের প্রচলন বেড়েই চলেছে। অথচ নগ্নতাই যদি সভ্যতা

হয়, তাহলে পশুরাই মানুষের চাইতে বেশি সভ্য। সভ্যতার এই প্রগতি দ্রুতগতিতে মানুষকে সেই আদিম সভ্যতা ও পাশবিকতার দিকে ধাবিত করছে।

২৭। অবাধ মেলামিশা

বেপর্দা হলে প্রেমে ফাঁসতে পারে, তার মানে এই নয় যে, পর্দানশীনরা প্রেমে ফাঁসবে না। বরং তারাও ঘোমটার ভিতরে খেমটার নাচ দেখাতে পারে। বিশেষ ক'রে পর্দা থাকলেও যুবকদের সাথে অবাধ মেলামিশা ও ওঠা-বসা করলে। অথবা বাইরে পর্দা ও ঘরে পর্দা না করলে অথবা কেবল পরিচিত লোককে দেখে পর্দা করলে প্রেমের যাদু-কাঠি নাড়ার সুযোগ থেকেই যায়।

বোরকা পরেও পর্দার সাথে মেয়ে যদি ঘনঘন মার্কেট করতে যায়, পার্কে বেড়াতে যায়, বিয়ে ইত্যাদি পার্টিতে যায়, হাসপাতালে যায়, মেলা-খেলায় যায়, স্কুল-কলেজে বা অফিসে যায় এবং পুরুষদের সাথে ঘেষাঘেষি দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাহলে অবশ্যই তা ফিতনা তথা প্রেমে পড়া ও ফেলার একটা বড় কারণ।

অভিভাবকরা খেয়াল করে না। জেনে অথবা না জেনে অবহেলা ক'রে অথবা মেয়ের প্রতি অতিশয় বিশ্বাস রেখে দোকানদারের সাথে অবাধে কথা বলতে ও প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে ছেড়ে দেয়। হয়তো-বা জিনিস সস্তাও পায়। কিন্তু কিসের বিনিময়ে? সে খোঁজ নেয় না।

মাদ্রাসা বা স্কুল-কলেজে শিক্ষক ও সহপাঠীদের সাথে অবাধ মেলামিশায় কোন বাধা দেয় না।

অফিসে সহকর্মীদের সাথে পাশাপাশি বসে কাজ করতে তাদের আত্মসম্মানে বাধে না।

ডাক্তারের সাথে নার্স হয়ে অবাধে (অনেক সময় নিরালায় এক রুমে) সহাবস্থান করাকে তারা বিপজ্জনক ধারণা করে না।

বাড়ির কাজের লোকের সাথে অবাধে মিশতে দিতে তাদের নৈতিকতায় বাধে না।

দ্বীনী ও দাওয়াতী ভাইদের সাথে অবাধে মিশতে দিতে তাদের দ্বীনদারিতে কোন বাধা থাকে না।

টিউটরের সাথে নিরালায় বসে পড়াশোনা ও খোশগল্প করতে দিতে তাদের সামাজিকতায় কোন সমস্য থাকে না।

অনেক সময় মা-বাপের জামাই রূপে কাউকে পছন্দ হলে তার সাথে মিশতে মেয়েকে সুযোগ দেওয়া হয়। তারা ভাবে, 'ঘটে তো ঘটে যাক, পটে তো পটে যাক। আর পণ-যৌতুকের যুগে বিনখরচায় বিয়েটা লাগে তো লেগে যাক!'

এই জন্য কোন কাজ পড়লে অথবা না পড়লে টিউটরের সাথে মেয়েকে একা ছেড়ে দিয়ে মা বলে, 'আমি একটু পাশের ফ্ল্যাট থেকে আসি।'

তার মানে 'মাস্টার চলে গেলে আমার খোঁজ করিস না'? নাকি 'আমি চলে যাচ্ছি, ফ্ল্যাট খালি, তোরা যা পারিস করিস'?

অনেক সময় বেগানা আত্মীয়ের সাথে একাকিনী মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে একইভাবে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে যায় মা-বাবা! উদ্দেশ্য স্পষ্ট।

অনেক সময় পছন্দের ছেলের সাথে স্বেচ্ছায় মেয়েকে একাকিনী কোথাও পাঠানো হয় ঘটিয়ে দেওয়ার জন্য।

কেউ তাদেরকে বিপদের কথা জানালে ওজর দেয়, 'ও কুরআনের মাস্টার। ও ভালো ছেলে। নোংরা ধারণা করতে হয় না।'

তারা সততার সার্টিফিকেট দিয়ে মেয়েকে খারাপ করে। তারা কি জিজ্ঞাসিত হবে না? তারা কি জাহান্নামের ভয় অথবা বিশ্বাস রাখে না?

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ)).

"তিন শ্রেণীর লোকের জন্য আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা জান্নাত হারাম ক'রে দিয়েছেন। অব্যাহতভাবে মদ পানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্যজন এবং এমন বেহায়া, যে তার পরিবারের অশ্লীলতাকে মেনে নেয়।" *(আহমাদ ৫৩৭২, ৬১১৩নং)*

২৮। অসৎ সংসর্গ

নিঃসন্দেহে সংসর্গের প্রভাব পড়ে মানুষের উপরে। বিশেষ ক'রে দুর্বল ব্যক্তিত্ব হলে চুম্বকের কাছে সে লোহার মতো হয়ে যায়। সুতরাং ভালো হলে সাথীকে ভালো করতে সফল হয় এবং খারাপ হলে সঙ্গীকে খারাপ করতে কৃতার্থ হয়।

নিঃসন্দেহে বন্ধু প্রেমিক হলে, সে তার মতো বন্ধুকেও প্রেম করতে উৎসাহিত করবে। নিজের প্রেমিকা দেখিয়ে ও নানা মজার গল্প শুনিয়ে তাকে প্রেমের ঘাটে জল খাইয়ে ছাড়বে।

অনুরূপ সখী কারো প্রেমিকা হলে সখীকে নিজের মতো প্রেম করতে উদ্বুদ্ধ করবে। প্রেমের আনন্দ ও ফযীলত বর্ণনা ক'রে সখীকেও কারো প্রেমিকা বানিয়ে ছাড়বে।

এ কথা সকলের জানা যে, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।' 'সৎ সঙ্গে যাই খাই গুয়ো পান, অসৎ সঙ্গে যাই কাটাই দু'টি কান।'

আর মহানবী ﷺ ভালো-মন্দ সঙ্গীর উদাহরণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন,

((إِنَّمَا مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ ، كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إمَّا أنْ يُحْذِيَكَ، وَإمَّا أنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإمَّا أنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً طَيِّبَةً ، وَنَافِخُ

الكِيرِ : إمَّا أنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإمَّا أنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً مُنْتِنَةً)).

"সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হল, কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) ও হাপরে ফুৎকারকারী (কামারের) ন্যায়। কস্তুরী বহনকারী (আতরওয়ালা) হয়তো তোমাকে কিছু দান করবে অথবা তার কাছ থেকে তুমি কিছু খরিদ করবে অথবা তার কাছ থেকে সুবাস লাভ করবে। আর হাপরে ফুৎকারকারী (কামার) হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে।" *(বুখারী ৫৫৩৪, মুসলিম ৬৮৬০নং)*

নিশ্চয়ই, 'সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে।' লোহা কি পানিতে ভাসে? কক্ষনো না, কিন্তু কাঠের সাথে দোস্তি ক'রে তার সংসর্গে থেকে তাকেও ভাসতে হয়। 'সঙ্গ দোষে কী না হয়? ছুঁচো ছুঁলে গন্ধ হয়।' শারাব খানায় বসলে বা আসা-যাওয়া করলে কি শারাবী হতে দেরি লাগে? যত বড়ই চরিত্রবান বা বংশমর্যাদাসম্পন্ন হোক, 'সাইড হিরো' থাকতে থাকতে 'মেইন হিরো' হওয়ার শখ অবশ্যই জাগবে।

এ জন্যই মুসলিম যুবক-যুবতীর উচিত, চরিত্র দেখে কারো সাহচর্য গ্রহণ করা। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ)).

"মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর হয়। অতএব তোমাদের প্রত্যেককে দেখা উচিত যে, সে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করছে।" *(আহমাদ ৮০২৮, আবূ দাঊদ ৪৮৩৫, তিরমিযী ২৩৭৮নং)*

প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেন,

« لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ ».

"মুমিন ছাড়া কারো সঙ্গী হয়ো না এবং পরহেযগার ব্যক্তি ছাড়া তোমার খাদ্য যেন অন্য কেউ না খেতে পায়।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ ৪৮৩৪, তিরমিযী ২৩৯৫নং, হাকেম)*

কিন্তু দ্বীনের বিধান না মেনে যারা যথেচ্ছাচারিতা করে, তাদের পরিণাম নিশ্চয় ভালো হয় না।

অনেকে অপরাধ চাপার জন্য 'প্রেম' বলে না, কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীর মাঝে গড়ে ওঠা সম্পর্ককে 'বন্ধুত্ব' বলে। তারা বলে, 'প্রেমে কাম থাকে, বন্ধুত্বে থাকে না।'

কিন্তু কত দিন? যুবক-যুবতীর মাঝে নিষ্কাম বন্ধুত্ব কি আদৌ সম্ভব?

২৯। পত্রযোগ

পত্রযোগ প্রেমযোগের একটি সুন্দর ব্যবস্থা। যদিও কাগজে লেখা চিঠিপত্র আদান-প্রদানের প্রচলন এখন একেবারে নেই বললেই চলে। এখন চলছে ইলেক্ট্রনিক ম্যাসেজের যোগাযোগ। পত্র সাথে সাথে পৌঁছে যায়, এতে সাথে সাথে

উত্তরও পাওয়া যায়। এতে এক প্রকার চ্যাট করা যায়, সরাসরি কথোপকথন করা যায়। সুতরাং ঠিকানা যোগাড় করে শুরু করলেই হল।

অবশ্য এখনও রয়ে গেছে কাগজের পত্রিকায় পত্রালির কলাম। যেখানে ছবি-সহ ঠিকানা ও চিঠিপত্র লেখার ব্যবস্থা থাকে। তাতেও শিকার ধরা অতি সহজ।

এ ছাড়া রয়েছে ফোন ব্যবস্থা। নম্বর জেনে অথবা না জেনে রং কানেকশনেই লেগে যায় কানেকশন। অনুমানে কত ছেলেমেয়ে এইভাবে অজানা প্রেমিক-প্রেমিকা যোগাড় ক'রে নিচ্ছে।

এক রাতে হঠাৎ রিং বেজে উঠল। আমি ভাবলাম এ অসময়ে কে ফোন করল। দেখলাম, অচেনা নম্বর। 'হ্যালো' বলতেই শোনা গেল মহিলা কণ্ঠ। 'আস-সালামু আলাইকুম। কেমন আছ? আমি তোমার সাথে কথা বলে একটু মন ফ্রি করতে চাই।' আমি বুঝে গেলাম। বললাম, 'বেটি আমি এখন ব্যস্ত আছি।' সাথে সাথে লাইন কেটে দিল।

এইভাবে কত চলছে। হন্যে হয়ে খুঁজছে নিজ সঙ্গী, ঠিক আশ্বিন-কার্তিকের ওদের মতো। সন্ধান লাভের পরে প্রথমে পরিচয়, পরিচয় থেকে প্রণয়, তারপরে পরিণয়।

মোবাইল-ম্যাসেজে প্রেম। ছবির বিনিময়। তার উপরে নেট ও তার ফেসবুক, টুইটার, জি-মেল, ইয়াহু-মেল, হট-মেল ইত্যাদি বাজার হট ক'রে রেখেছে। প্রেম-ভালোবাসার মুক্ত বাজার এখন। বিশ্বায়নের অকুণ্ঠ মহামিলন।

তাতে রয়েছে সরাসরি মনের মানুষকে দেখার ব্যবস্থা। তার মন দেখা না গেলেও পুরো দেহ দেখার ব্যবস্থা। অনেকে ভাবে, সে আর সে ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না। কিন্তু তারা জানে না যে, তাদের এই কীর্তির রেকর্ড নেটে থেকে যাচ্ছে। আর তার আসল কপি দেখতে পাবে রোজ কিয়ামতে।

এই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বহু দাওয়াতী ভাই-বোনেরাও। প্রথম দিকে ভালো চললেও কিছু দূর গিয়েও শুনছি, তাদেরও পা পিছলে যাচ্ছে। তাতে কেউ পড়ছে, কেউ মরছে। আসলে যৌবনের পথটাই বড় পিচ্ছিল্য।

৩০। অশ্লীল ছবি দর্শন

হ্যাঁ, সরাসরি অথবা ভিডিও বা স্টিল ছবি দর্শন করার ফলে মনে কামনা জাগে আর সেই সাথে জাগে একজন সঙ্গী পাওয়ার বাসনা। যুবকের মনে সুন্দরীদের ছবি দর্শনের তৃপ্তি নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট কারো সান্নিধ্য পাওয়ার তীব্র বাসনা মনকে উতলা ক'রে তোলে। সযত্নে তাদের ছবি রক্ষিত হয়, তাদের নানা যন্ত্রের মেমোরিতে, এ্যালবামে। অনেকের দেওয়ালেও স্থান পায় সুন্দরীদের নগ্ন ছবি।

অনুরূপ সুকন্যাও। তার কালেকশনেও থাকে বহু সুন্দর ও হ্যান্ড্সাম যুবকদের ছবি। যারা হয় তার নয়নমণি ও চক্ষু শীতলকারী। যাদেরকে দেখে প্রেমের বাঁশি বাজে তার তুফান-তোলা মনে।

এইভাবে পর্ণগ্রাফী দেখে নিজেকে উত্তেজিত ক'রে সঙ্গীর খোঁজটাকে আরো ক্ষিপ্র ক'রে তোলে। শয়তান তাকে আরো ক্ষিপ্ত ক'রে নোংরামিতে নামতে ত্বরান্বিত করে।

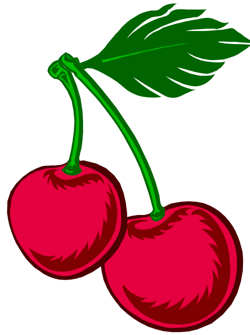
ইসলাম চক্ষু সংযত করার নির্দেশ দেয়। আর যা দেখা হারাম, তার ছবি দেখা হারাম। চক্ষু সংযমের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে যৌন-সংযমের। চক্ষু সংযত না করতে পারলে যৌনাঙ্গ সংযত করা কঠিন হয়। এই জন্য কুরআন বলেছে,

{ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} النور: ٣٠-٣١

"মু'মিন পুরুষদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌন অঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। ওরা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। মু'মিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে।" *(নূরঃ ৩০-৩১)*

যেহেতু যত রকমের যৌনকর্ম আছে, হস্তমৈথুন, পশুগমন, সমকাম, ব্যভিচার, এ সবের প্রাথমিক ভূমিকায় রয়েছে অবৈধ দৃষ্টিপাত। অশ্লীলতার দিকে যাওয়ার প্রথম ধাপ হল হারাম নজর।

কিছু সলফ বলেছেন, 'পাপ হল কুফরীর ডাকঘর, চুম্বন হল সঙ্গমের ডাকঘর, গান হল ব্যভিচারের ডাকঘর, দৃষ্টিপাত হল প্রেমের ডাকঘর, রোগ হল মরণের ডাকঘর।' *(দাউল হুব্বিল মুহার্রাম ও দাওয়াউহ, নিদা আবূ আহমাদ ৩৬পৃঃ)*



প্রেম ও খেয়ালী জগৎ

প্রেমিকা চোখের আড়াল হলে প্রেমিকের মনের নিভৃত কোণে গোপন প্রেমের তুফান সৃষ্টি হয়। জেগে ওঠে কত কল্পনা, কত বাসনা। সাক্ষাতের আশা মনকে অতিষ্ঠ ও অধীর ক'রে তোলে। রাতের অন্ধকারে যেন কাঁটার বিছানায় শয়ন ক'রে অনিদ্রায় কল্পনার জগতে বিচরণ করে। দেখা ছবি মানসপটে ভেসে উঠলে তাঁতালো পাত্রে পানি পড়ার মত মনটা 'ছ্যাঁক' ক'রে ওঠে। প্রেম-সমুদ্রের তরঙ্গমালা রিক্ত বক্ষকূলে প্রবল বেগে আঘাতের পর আঘাত দিতে থাকে। প্রণয়ের কচি-কিশলয় যেন মনের মাটি ছেড়ে কামনার মুক্ত আকাশে দোলা দেয়। শয়নে-স্বপনে-নিশি জাগরণে ভালোবাসার আবেগভরা কত কবিতা স্মৃতির মানসপটে জেগে ওঠে। গোপন প্রিয়ার উদ্দেশ্যে মন গেয়ে ওঠেঃ-

'বর্ষা-ঝরা এমনি প্রাতে আমার মত কি
ঝরবে তুমি একলা মনে, বনের কেতকী?
মনের মনে নিশীথ-রাতে
চুম দেবে কি কল্পনাতে?
স্বপ্ন দেখে উঠবে জেগে, ভাববে কত কি!
মেঘের সাথে কাঁদবে তুমি, আমার চাতকী!
--- বন্ধু, তুমি হাতের-কাছের সাথের সাথী নও,
দূরে যত রও এ-হিয়ার তত নিকট হও!
থাকবে তুমি ছায়ার সাথে
মায়ার মত চাঁদনী রাতে!
যত গোপন তত মধুর -নাইবা কথা কও!
শয়ন-সাথে রও না তুমি, নয়ন পাতে রও।
ওগো আমার আড়াল-থাকা, ওগো স্বপন-চোর!
তুমি আছ, আমি আছি এই তো খুশী মোর।
কোথায় আছ কেমনে রাণী,
কাজ কি খোঁজে, নাই বা জানি!
ভালোবাসি এই আনন্দে আপ্‌নি আছি ভোর।
চাই না জাগা, থাকুক্ চোখে এমনি ঘুমের ঘোর!
রাতে যখন একলা শোব চাইবে তোমায় বুক,
নিবিড়-ঘন হবে যখন একলা থাকার দুখ।
দুখের সুরায় মস্ত্ হয়ে
থাকবে এ প্রাণ তোমায় লয়ে,

কল্পনাতে আঁক্‌ব তোমার চাঁদ-চুয়ানো মুখ!
ঘুমে জাগায় জড়িয়ে রবে, সেই তো চরম সুখ!'

এইভাবে যত দিন যায়, গোপন প্রিয়ার প্রতি দর্শন-তৃষ্ণা তত বেড়ে ওঠে। সাক্ষাতের বাসনা তীব্র হয়। কিন্তু বাধা পড়ে সামাজিক ও ধর্মীয় নৈতিকতার সজাগ দৃষ্টি। বাধা হয়ে দাঁড়ায় অসম প্রেমের বৈষম্য। ফলে বেড়ে ওঠে বেদনা। আর 'রাত্রি যত গভীর হয়, প্রভাত তত এগিয়ে আসে। বেদনা যত নিবিড় হয়ে আসে, প্রেম তত কাছে আসে।' 'প্রেমে যত বাধা পড়ে, প্রেম তত বেড়ে চলে।'

প্রেমিক-প্রেমিকা তখন ছবি আঁকে, গান গায়, কবিতা লেখে, সাহিত্যিক মন মেতে ওঠে। আর শয়তান তাদের সাথ দেয়।

প্রেমের ক্ষেত্রে সফল ও জয়ী হয়ে কেউ কবি ও শিল্পী হতে পারে না, বড় জোর বিয়ে করতে পারে। তবে প্রেমের ব্যর্থতায় অনেকে কবি ও শিল্পী হয়েছে। অভাব যেমন চোর তৈরী করে, তেমনি প্রেম তৈরী করে কবি, কল্পনার কবি।

প্রেম ও কাব্য-কবিতা

প্রেম এমনই জিনিস যে, মনের গোপন কোণে তা ধীরে-ধীরে বেড়ে উঠতে থাকে। প্রেম যোগায় কল্পনা। ভালো-মন্দের কল্পনা। আশা ও আশঙ্কার, ভয় ও ভরসার কত শত সুদূর কল্পনা। আর কল্পনা আনে চিন্তাশক্তি ও সাহিত্যিক রচনা-শৈলী। প্রেম আনে জীবনের আন্দোলন, আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার। সান্নিধ্যের আশা এবং দূরত্বের হতাশা তথা বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কার সুখ ও দুঃখ মানুষের মনে কবিত্ব সৃষ্টি করে।

'নারীর বিরহে, নারীর মিলনে, নর পেল কবি-প্রাণ,
যত কথা তার হইল কবিতা, শব্দ হইল গান।'

মন তখন শুধু গেয়ে ওঠে ভালোবাসার গান, মিলনের গান, বিরহের গান।

'তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি,
আমার এ রূপ---সে তো তোমার ভালোবাসার ছবি!'
'ম্যাঁয় আশেক হুঁ, তূ মেরী আশেকী,
ম্যাঁয় শায়ের হুঁ, তূ মেরী শায়েরী।'

কবির বিষয়-বস্তু হয় আকাশ, মেঘ, পাহাড়, নদী, সমুদ্র, ফুল, ফুলবাগান ইত্যাদি রোমান্টিক স্থান ও বস্তু।

কোমল কামিনী আর রূপ মনোরম,
গুলবাগে কমলিনীর প্রেম দুর্দম।
নদী তটে স্মৃতি পটে আঁকিয়াছে ছবি,
জানো? সে পরশে আমি হইয়াছি কবি।

প্রেম যেমন দুই প্রকার; পবিত্র ও অপবিত্র। ঠিক কবিত্বও দুই প্রকার; বৈধ ও

অবৈধ। আকাশ-কুসুম অবাস্তব কল্পনা ক'রে আবোল-তাবোল বা অশ্লীল কথামালার কবিতার কবি সাধারণতঃ অপবিত্র প্রেমের প্রেমিকই হয়ে থাকে। আর এ শ্রেণীর কবির মন যখনই কবিতা লিখতে নির্জনে বসে, তখনই শয়তান তার সঙ্গী হয়ে কবির কল্পনায় সহযোগিতা করে। *(সহীহুল জামে' ৫৭০৬ নং)*

এ শ্রেণীর কবি প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ الْغَاوُونَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَى أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَايَفْعَلُونَ} (٢٢٦)

"বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে থাকে। তুমি কি দেখ না যে, ওরা প্রত্যেক উপত্যকায় (লক্ষ্যহীনভাবে সর্ববিষয়ে) কল্পনা-বিহার করে? এবং ওরা যা বলে, তা করে না।" *(সূরা শুআরা ২২৪-২২৬ আয়াত)*

এ শ্রেণীর কবি কখনো তাওহীদ ও ইসলামের প্রশংসা ও জয়গান গাইলেও শির্ক ও কুফরী তথা বিদআতের প্রশংসা এবং জয়গান গেয়ে থাকে। কখনো বীরত্বের কথা, কখনো নারী-প্রেমের কথা, কখনো সতীত্বের নিন্দা, আবার কখনো বেশ্যার প্রশংসা, এবং এইভাবে জীবনের প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়ে কবিতা রচনা ক'রে থাকে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিতায় যা বলে, মনে তা বিশ্বাস রাখে না। যতটা বলে, বাস্তব ততটা নয় বা মোটেই নয়। যা বলে, তা নিজে করে না।

প্রেমজালে আবদ্ধ কবি বন্ধু আমার! তোমার প্রেম যদি পবিত্র হয়, তাহলে সে কথা ভিন্ন। তোমার কবিতার শব্দ-ছন্দ যদি কল্পনা-প্রসূত অবাস্তব না হয়, অতিরঞ্জিত, অশ্লীল ও নৈতিকতা-বিরোধী না হয়, বরং বাস্তবধর্মী ও সত্যের আহ্বায়ক হয়, বাতিলকে খন্ডন করার জন্য হয়, তাহলে অবশ্যই তা প্রশংসনীয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ} (٢٢٧) سورة الشعراء

"তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা ঈমান এনে সৎকর্ম করে, আল্লাহকে খুব স্মরণ করে এবং অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে, তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়?" *(ঐ ২২৭ আয়াত)*

প্রেম-পাগল খেয়ালী কবি প্রেমিকার মিলন চেয়ে অবাস্তব নানা কল্পনা করে, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করে, নিজের ইচ্ছামতো প্রেমিকার কাছের কিছু হয়ে জন্ম নেওয়ার কথা অসম্ভব আশা ও কল্পনা করে।

'এবার মলে সুতো হব, তাঁতির ঘরে জন্ম নেব
পাছাপেড়ে শাড়ি হয়ে দুলব তোমার কোমরে।'

'এবার মলে মাটি হব, কুমোর ঘরে জন্ম নেব
জল আনিবার কলসি হয়ে চড়ব তোমার কোমরে।'
'হতেম যদি বকুল ফুল, পেতাম তোমার মাথার চুল।'
'জ্যোৎস্নার সাথে চন্দন দিয়ে মাখিয়ে দেব গায়ে,
রঙধনু হতে লাল রঙ এনে আলতা পরাব পায়ে।'

হা-হা! এই শ্রেণীর আরো কত কী খেয়ালী পোলাও। আবেগমথিত কাল্পনিক লেখা ও গাওয়া।

প্রেম ও যোগাযোগ-মাধ্যম ঃ

মনের বাসনা, কল্পনা ও সেই সাথে বাধার ফলে মনের চাঞ্চল্য আরো বৃদ্ধি পায়। মন চায় প্রেমের কথা প্রেমিকার কাছে সাক্ষাতে মুখ ফুটে অকপটে বলতে। সরাসরি সে সুযোগ না থাকলে কলম দ্বারা সে নিবেদন ও আবেগ পৌঁছে দেওয়া হয়।

'একলা রাতে শুয়ে থাকি
স্বপনে তোমারে দেখি
বালিশ ভিজে চোখের জলে
বিছান ভিজে ঘামেতে,
যারে যা চিঠি লেইখা দিলাম
সোনার বন্ধুর নামেতে---!!!'

মন তখন কলমের মুখে কাগজের সাথে ভালোবাসার কত কথা বলে। কত কথা ভাষায় প্রকাশ করতে না পেরে না-বলা থেকে যায়।

'কলমে নাই কালি হাতে নাই জোর,
পত্র লিখতে বসে আমার রাত্রি হল ভোর!
প্রীতির সাথে ইতি দিয়ে শেষ করলাম লেখা,
জানি না যে, তোমার সাথে কবে হবে দেখা!'

চিঠি পেয়ে বিরহ-বিধুর প্রেয়সী গায়,

বন্ধুর চিঠি এল রে পাইলাম হাতে,
প্রাণের বন্ধু লিখিয়াছে, 'পারিব না যেতে।'
আমি অভাগিনী প্রেম পাগলিনী
অবলা নারী আমি উপায় না জানি
কেমনে হইবে দেখা প্রিয় বন্ধুর সাথে।।
দুনিয়া আমার আঁধার যেন
রুদ্ধ দরজা কারাগার হেন
দিনেই আঁধার সে তো আবার পড়েছি মধ্য রাতে।।

এ আবার কী জ্বালা হল
লিখেছে, ‘পড়ামাত্র পুড়িয়ে ফেল’
কিন্তু বন্ধুর চিঠি প্রাণ যে আমার বসে ভাবি ছাতে।।

কখনো-বা প্রেমিক-প্রেমিকার কথা হয় মনে-মনে, গোপনে, কানে-কানে, ফোনে-ফোনে।

কখনো ফেসবুকে চ্যাট হয়, ইমোতে ভিডিও কল হয়, দেখাদেখি হয় পরস্পরের সর্বাঙ্গ!

কখনো-বা পরের ছবি দেখিয়ে অথবা ছবিকে নকল বানিয়ে আকৃষ্ট ও উত্তেজিত করা হয় প্রেমের আগুন।

হাতে লেখার কিছু থাকলেই প্রেম-দেওয়ানারা প্রেমের কথা লেখে। প্রেম জীবনের সুখ-দুঃখের কথা লেখে। অশ্লীল কথাও লিখে ফেলে। যেহেতু প্রেম তাদের লজ্জা-শরম কেড়ে নেয় আগে থেকেই।

দেওয়ালে প্রেমের কথা লেখে, প্রেমিকের নাম লেখে। পার্কের দেওয়ালে, গাছে বা পাথরে লেখে, মিনারে লেখে, এমনকি আরাফাতের পাহাড়ের উপরস্থ স্তম্ভেও লেখে। শয়তান জিনের বাসস্থানে বাথরুমে লেখে, পোড়ো বাড়ির দেওয়ালে লেখে।

পড়াশোনার বই-খাতাতে লেখে, পড়ার বেঞ্চ-টেবিলে লেখে। সমুদ্র-সৈকতে লেখে, নদী-তটে লেখে।

শুধু লেখে না, আঁকেও। প্রেম বা মিলনের ইঙ্গিতবাহী বহু কিছু আঁকে। অনেক সময় নিজের পিঠে, হাতে বা হাতের বাজুতে প্রেমের কোন সাংকেতিক শব্দ বা চিহ্ন উৎকীর্ণ করে!

নির্দিষ্ট প্রেমিকা না পেলে এরা জিনের মেয়েকে প্রেমিকা বানিয়ে কত শত কল্পনা করে। স্বপ্নের দেখা কোন অপরূপা রূপসীকে নিয়ে কল্পনার ছবি আঁকে।

‘আর করো না লুকোচুরি অরূপ এরূপ নিয়ে,
আমি আঁকব তোমার মহান ছবি প্রেমের তুলি দিয়ে।’

ওদের কানে বাজে প্রেয়সীর কথা, অলংকারের শব্দ অথবা তার পদধ্বনি। তাই তারা বলে,

‘শুনতে যে পাই আমি তোমার পায়ের নুপুর-ধ্বনি
তাই তো অনুক্ষণ,
তোমার পথের পানে চেয়ে চেয়ে থেকে
কাঁদে আমার মন।’



প্রেম বিষয়ে অভিজ্ঞদের কতিপয় উক্তি

অনেকে মনে করেন, ভালোবাসা এক প্রকার বৈয়াক্তিক দুর্বলতা।

কেউ মনে করেন, ভালোবাসা একটি মানসিক রোগ।

কেউ বলেন, 'ভালোবাসা মনোবিকার ও এক শ্রেণীর পাগলামি।'

ভালবাসা হচ্ছে প্রেমের সূর্যোদয়, আর বিবাহ হচ্ছে প্রেমের সূর্যাস্ত। আর প্রেমের দীর্ঘশ্বাস, জ্ঞানের শেষ নিঃশ্বাস।

ভালবাসা কেনা যায় না, ভাগ্যবানেরা এমনিই পায়।

ভালবাসা এমন জিনিস, যা কোন রাজা মূল্য দিয়ে কিনতে পারে না। আবার কোন ফকীর বিনামূল্যে অর্জন ক'রে থাকে।

ভালোবাসার পূর্ণ অর্থ হল ঃ

ভা = ভাল-মন্দ চিন্তা না ক'রে,

লো = লোকলজ্জা উপেক্ষা ক'রে,

বা = বাবা-মার মুখে চুন-কালি দিয়ে,

সা = সাগরে ঝাঁপ দেওয়া।

ভালোবাসার অর্থ এক এক জনের নিকট এক এক রকমের ঃ

গণিত শিক্ষক বলেন, 'যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নেই এবং কেবল গভীরতা আছে, তাকেই ভালোবাসা বলে।'

ডাক্তার বলেন, 'ভালোবাসা এমন এক রোগের নাম, যা ঘুম নষ্ট করে, ক্ষুধা হ্রাস করে ও দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করে।'

পুলিশ বলেন, 'ভালোবাসা এমন এক জেলখানা, যেখানে হৃদয়কে বন্দি রাখা যায়।'

কবি বলেন, 'ভালোবাসা মানে উদাস হয়ে কল্পলোকে বাস।'

রাজনীতিবিদ বলেন, 'ভালোবাসা মানে রাজকন্যার সাথে অর্ধেক রাজত্ব লাভ।'

ভিক্ষুক বলে, 'ভালোবাসা মানে নিজের মন ভিক্ষা দেওয়া, অপরের মন ভিক্ষা চাওয়া। সব কিছু ছেড়ে পথের ভিখারী হওয়া।'

কুলি বলে, 'ভালোবাসা মানে দুঃখের বোঝা বহন করা।'

মাঝি বলে, 'ভালোবাসা মানে মান-অভিমান ও আবেগের দাঁড় টানা।'

ব্যবসায়ী বলে, 'ভালোবাসা মানে হৃদয়ের বেচাকেনা।'

ব্যর্থ প্রেমিক বলে, 'ভালোবাসার কোন অর্থ নেই। ভালোবাসা মানে সুখ কামনায় ব্যর্থতা।'

ভালোবাসা হল গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকার সদৃশ। ভালোবাসার পথ বড় পিচ্ছিল, বড় সংকটময়।

প্রেম-জগৎ ব্যথা ও আশা দিয়ে ঘেরা, বাধা ও বিপত্তি দিয়ে মোড়া।

প্রেমের পথ মরু-কন্টকময়, তার সফর বড় বিপদসঙ্কুল, তার খাদ্য ও পানীয় বড় তিক্ত, তার বাহন বড় অচল, তার রোগ বড় দুরারোগ্য।

প্রেম জগতে শান্তি ও স্বস্তি নেই। তার কূলহীন সমুদ্র বড় উত্তাল। তার তরঙ্গমালা দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকাকে নিমজ্জিত ও ধ্বংস করে।

ভালোবাসা হল শূন্য হৃদয়কে ব্যস্ততায় পূর্ণ করার নাম।

আফলাতুন বলেছেন, 'ভালোবাসা হল শূন্য হৃদয়ের আন্দোলন।'

আরাস্তু বলেছেন, 'প্রেম হল সাময়িক মূর্খতা। যা সেই ব্যক্তির শূন্য হৃদয়ে বাসা বাঁধে, যার ব্যবসা বা শিল্পাদির কোন ব্যস্ততা নেই।

প্রেম হল কল্পনা ও অনুভূতির বিকার। প্রেম হল প্রেমিকাকে নিয়ে অতিরঞ্জিত অলীক খেয়াল।

জনৈক আরবী কবি বলেছেন,

سكْران سُكْرُ هوىً وسُكر مدامةٍ ❁ ومتى إفاقةُ مَنْ به سكران

দুই প্রকার উন্মত্ততা ঃ প্রবৃত্তির উন্মত্ততা ও মদের উন্মত্ততা। আর সে ব্যক্তির চৈতন্য কখন ফিরবে, যার আছে দুই প্রকার উন্মত্ততা।

অন্য একজন বলেছেন,

قَالُوا جُنِنْت بِمَنْ تَهْوَى فَقُلْت لَهُمْ ❁ الْعِشْقُ أَعْظَمُ مِمَّا بِالْمَجَانِينِ

الْعِشْقُ لَا يَسْتَفِيقُ الدَّهْرَ صَاحِبُهُ ❁ وَإِنَّمَا يُصْرَعُ الْمَجْنُونُ فِي الْحِينِ

লোকেরা (আমাকে বলল), 'আমি আমার প্রেমিকার প্রেমে পাগল হয়ে গেছি।' আমি তাদেরকে বললাম, 'পাগলদের পাগলামির চাইতেও বেশি বড় প্রেম।'

প্রেম-পাগল কোন কালেও চৈতন্যলাভ করে না। পক্ষান্তরে পাগল সাময়িকভাবে অচৈতন্য থাকে।

অনেকে বলেছেন,

الجنون فنون، والعشق من فنونه.

পাগলামির নানা কলা-কৌশল আছে। প্রেম তার একটি।

প্রেম বাদশাকে ফকীর করে এবং প্রভুকে করে দাস।

প্রেম শুধু বেদনা, বাসনা ও কামনা, অন্ধ বিশ্বাস ও দীর্ঘশ্বাস।



প্রেম সফল করার নানা অবৈধ পদ্ধতি

অনেক সময় এক তরফা ভালোবাসা হয়, যখন অপর তরফে প্রত্যাখ্যান থাকে অথবা কোন বাধা থাকে, ফলে সে ভালোবাসা সফলতা পায় না। আর তখন প্রথম পক্ষ নানা অবৈধ পথ ও উপায় অনুসন্ধান করে, যাতে সে ভালোবাসা সাফল্যে পৌঁছে বিবাহ গন্তব্যে গিয়ে স্বস্তি লাভ করে। ধারণা করে,

হয়তো-বা মনের মানুষটা পরে মনের হয়ে যাবে।

হয়তো-বা মনের মানুষটা পরে মেনে নেবে।

হয়তো-বা তার অভিভাবক পরে মেনে নেবে।

সুতরাং সেই মানসে মনের মানুষকে পাওয়ার জন্য নানা অবৈধ উপায় অবলম্বন ক'রে থাকে অনেক এক তরফা প্রেমে পড়া প্রেমিক।

জোরপূর্বক প্রেমভিক্ষা

মনের মানুষটির পিছনে গুন্ডা লাগিয়ে বা বল প্রয়োগ ক'রে তাকে বশে আনতে চায়। অনেক সময় তাকে বা তার কোন আপনজনকে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয়। তাকে অপহরণ ক'রে আটকে রেখে বিয়েতে সম্মত হতে বাধ্য করানো হয়!

কিন্তু জোর ক'রে কি প্রেম করা যায়? গায়ের জোরে কি ভালোবাসা সৃষ্টি করা যায়?

জলাশয়ের ধারে একটা পশুকে জোর ক'রে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু তাকে জোর ক'রে জল খাওয়ানো যায় না।

প্রতাপশালীর প্রতাপকে সবাই ভয় করতে পারে, কিন্তু তাকে কেউ শ্রদ্ধা করে না।

গায়ের জোরে সব হওয়া যায়, কিন্তু গুরু হওয়া যায় না।

জোর ক'রে দশ-বিষ জনকে নেতা বানানো যায়, কিন্তু নেতাজী বানানো যায় না।

'গায়ের জোরে সবকিছু কেড়ে নেওয়া যায়,
সোনা-দানা গয়না-পাতি ভালোবাসা নয়।'

সুতরাং চাপ দিয়ে বা শক্তি প্রয়োগ ক'রে প্রেমের সাফল্য আনয়ন করা নিশ্চয়ই অবৈধ প্রয়াস। এমন সাফল্য স্বীকৃত নয় ইসলামে। আর জেনে রাখা উচিত যে, স্বেচ্ছায় কেউ ভালো না বাসলে ভালোবাসা হয় না।

'আমারে যখন ভালো সে না বাসে,
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে।'

ব্লাকমেল করা

জোর যখন কাজ দেয় না, তখন তার ছবি প্রচার করার হুমকি দেয়। আপত্তিকর ছবি ইন্টারনেটে দিয়ে সারা বিশ্বকে দেখাবার ভয় দেখিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে।

বিশেষ ক'রে আধুনিক যুগে মানুষ সর্বদা যেন ক্যামেরার সামনে কালাতিপাত করে। কোথায় যে গোপন ক্যামেরা গোপনে তার ছবি তুলে রাখছে, সে কল্পনাও করতে পারে না। তাছাড়া যেখানে সে ভুল ক'রে ছবি তোলার অনুমতি দেয়, সেখানেও সে নিজের ক্ষতির পথ উন্মুক্ত করে। আর তখনও সে ধারণাই করতে পারে না যে, এ ছবি তার হুমকির কারণ হতে পারে।

আবার সে ছবি নকলও হতে পারে। এ যুগে অতি সহজ। যার সাথে জীবনে সাক্ষাৎই হয়নি, তার পাশে তোমাকে আপত্তিকর অবস্থায় প্রদর্শন করা যেতে পারে।

জেনে রাখো লায়লা ও মজনু! অনেক সময় সরল মনে অকপটে কথা বল তুমি, ধারণাই করতে পার না যে, সে তোমার কথা রেকর্ড করছে। ভিডিও কল করতে গিয়ে দেহ দেখিয়ে মনোরঞ্জন করতে গিয়ে শরীরের সমস্ত অঙ্গ দেখিয়ে থাকো, ভাবতেও পার না যে, সে তোমার সকল ছবি রেকর্ড করছে। যে ছবি দেখিয়ে তুমি যাকে বিশ্বাস করেছিলে, সে তোমাকে ব্লাকমেল করতে পারে।

সে রেকর্ড না করলেও যাদের মাধ্যমে তোমাদের গোপন কথা ও ছবি বিনিময় হচ্ছে, তাদের কাছে রেকর্ড হয়ে যায়। তারা ইচ্ছা করলে তোমাদের ফোন-সেক্স বা ভিডিও সেক্সের কথা শুনতে ও দেখতে পারে। কিন্তু তোমাদের ভয় হয় না। ভয় হয় না সেই মহা ক্যামেরাকে এবং তার 'স্টিং অপারেশন'কে, যার নিখুঁত ফুটেজ তোমাদেরকে শেষ বিচারের দিন দেখানো হবে।

{فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (٨) الزلزلة

"সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে, সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে, তাও সে দেখতে পাবে।" *(যিলযাল ঃ ৭-৮)*

আইনের সাহায্য

অনেক সময় আইনের সাহায্য নিয়ে মনের মানুষটাকে ফাঁসানো হয়। মিথ্যা অপবাদ দিয়ে অথবা অপরাধীর অপরাধ প্রমাণিত ক'রে তাকে জীবন-সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। যদিও মধু দেওয়া অপরাধ, তবুও তুমি মধু খেয়ে উড়ে যাবে, তা তো হয় না। কিন্তু অনিচ্ছার সে সংসারে কি কদু ছাড়া মধু জোটে? ঠেলার সংসার হ্রদে কি সুখের ভেলা সন্তরণ করে? কক্ষনো না।

প্রলোভন

মনের মানুষটি কিংবা তার অভিভাবক প্রেমের আহবানে সাড়া না দিলে প্রলোভন দেখানো হয়। টাকার প্রলোভন, গাড়ি ও বাড়ির প্রলোভন, চাকরি ও ভিসার প্রলোভন, পণ ও যৌতুকের প্রলোভন ইত্যাদি। আর তাতেই প্রলুব্ধ হয়ে মন দেয়, দেহ দেয় প্রেমিক বা প্রেমিকা। সম্মত হয় তাদের অভিভাবক ও আপনজনেরা। কিন্তু সে সংসারেও কি ভালোবাসা থাকে?

টাকা না থাকার ফলে ভালোবাসা চলে যায়। কিন্তু টাকা দিয়ে ভালোবাসা কিনতে পাওয়া যায় না। এ কথা সমাজের কে না জানে?

সবাই জানে, 'টাকা দিয়ে দামী খাবার কেনা যায়, কিন্তু খিদে কেনা যায় না। টাকা দিয়ে দামী বিছানা কেনা যায়, কিন্তু ঘুম কেনা যায় না। টাকা দিয়ে বই কেনা যায়, কিন্তু জ্ঞান কেনা যায় না। টাকা দিয়ে ওষুধ কেনা যায়, কিন্তু স্বাস্থ্য কেনা যায় না। টাকা দিয়ে একটা স্বামী অথবা স্ত্রী কেনা যায়, কিন্তু ভালোবাসা কেনা যায় না। টাকা দিয়ে সুখসামগ্রী কেনা যায়, কিন্তু সুখ কেনা যায় না।'

'ভয়ে প্রাণ যে করিবে দান প্রেম সে তো সঁপিবে না,
টাকা দিয়ে শুধু মাথা কেনা যায়, হৃদয় যায় না কেনা।'

কিন্তু তবুও মানুষ হৃদয় ও ভালোবাসা কিনতে চায়। এ প্রয়াস কি বৃথা নয়? এ প্রচেষ্টা কি পন্ড নয়?

প্ররোচনা

বিবাহিত ছেলে স্ত্রী নিয়ে সুন্দর ঘর-সংসার করছে অথবা বিবাহিতা মেয়ে স্বামী নিয়ে বেশ সুখে বসবাস করছে, কিন্তু কোন এক লোভ অথবা স্বার্থ বাদ সাধে তাদের সে সংসারে। ফলে লোভী বা স্বার্থপর মানুষ স্বামীকে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অথবা স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে এবং নতুন স্বপ্ন দেখিয়ে তাদের সুখের বাসা বিনষ্ট ক'রে ছাড়ে। অনেক সময় প্ররোচক সফল হয়। অধিকাংশ সময় বিফল হয়, কিন্তু একটি সুখের সংসারকে ধ্বংস ক'রে মরুভূমিতে পরিণত ক'রে ছাড়ে।

আমাদের মহানবী ﷺ বলেছেন,

« لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ».

"যে ব্যক্তি কারো স্ত্রী অথবা ক্রীতদাসকে তার (স্বামী বা প্রভুর বিরুদ্ধে) প্ররোচিত করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(আহমাদ ৯১৫৭, আবূ দাঊদ ২১৭৭, হাকেম ২৭৯৫, ইবনে হিব্বান ৫৫৬০নং)*

অবৈধ বিবাহ

প্রেমের সাফল্য হল বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। কিন্তু অনেক সময় সে বন্ধন শুদ্ধ হয় না। ভালোবাসার মানুষটিকে হয়তো পাওয়া যায়, কিন্তু সে পাওয়া তার জন্য 'হালাল' হয় না।

যেমন অপরের বিবাহিতা বউকে বিবাহ করা।

অথবা তালাক বা স্বামী-বিয়োগের পর ইদ্দতের ভিতরে বিবাহ করা।

অথবা জোরপূর্বক তালাকনামায় স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে জোরপূর্বক নেকাহনামায় স্বাক্ষর করিয়ে বিবাহ করা।

অথবা গর্ভবতীকে বিবাহ করা; যদিও ধারণা করে যে, সে গর্ভস্থ সন্তান তারই।

অথবা মেয়ের সঠিক অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করা।

অথবা সাক্ষী ছাড়া বিবাহ করা। হিন্দু প্রেমিক-প্রেমিকার অনুকরণে মাজার বা মসজিদের সামনে নিজে-নিজে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া!

অথবা অমুসলিমকে মুসলিম না বানিয়ে বিবাহ করা। অবশ্য এ ক্ষেত্রে প্রকৃত আহলে কিতাবের সতী মেয়ে হলে মুসলিম না বানিয়েও বিয়ে করা যায়। কিন্তু ছেলে যে কোন ধর্মের হলে তাকে মুসলিম না বানিয়ে কোন মুসলিম নারীর অভিভাবক তার সাথে বিবাহ দিতে পারে না।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর বিধান হল,

{وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (٢٢١)

"অংশীবাদী রমণী যে পর্যন্ত না (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস করে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। অংশীবাদী নারী তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তার থেকেও উত্তম। (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস না করা পর্যন্ত অংশীবাদী পুরুষের সাথে (তোমাদের কন্যার) বিবাহ দিয়ো না। অংশীবাদী পুরুষ তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসী ক্রীতদাস তার থেকেও উত্তম। কারণ, ওরা তোমাদের আগুনের দিকে আহবান করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় ইচ্ছায় বেহেশ্ত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।" *(বাক্বারাহ ঃ ২২১)*

{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٥) سورة المائدة

"আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস বৈধ করা হল, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের (যবেহকৃত) খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ ও তোমাদের (যবেহকৃত) খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য বৈধ এবং বিশ্বাসী সচ্চরিত্রা নারীগণ ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারীগণ (তোমাদের জন্য বৈধ করা হল); যদি তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদান ক'রে বিবাহ কর, প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা উপপত্নীরূপে গ্রহণ করার জন্য নয়। আর যে কেউ ঈমানকে অস্বীকার করবে, তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" *(মায়িদাহঃ ৫)*

অথবা ইসলাম ত্যাগ ক'রে মুরতাদ ও কাফের হয়ে অমুসলিমকে বিয়ে করা!

অথবা কোন মাহরাম বা এগানাকে ভালোবেসে বউ বা স্বামী বানানো। যেমন চাচা-ভাইঝি, মামা-ভাগ্নী, সৎ-মা ও ছেলের প্রেম এবং প্রেম থেকে বিয়ে!

এক শ্রেণীর সাময়িক মাহরাম আছে, তাদের সাথেও প্রেম ও বিবাহ ঘটে থাকে নোংরা সমাজে। যেমন স্ত্রী থাকতে তার বোন বা বোনঝি বা ভাইঝি বা খালা বা ফুফুর সাথে প্রেম ও বিবাহ। কোন সধবা মহিলাকে বিবাহ, যার স্বামী আছে এবং সে তালাকপ্রাপ্তা নয় বা বিধবাও নয়।

একই সময়ে চারটির বেশি বউ রাখা বৈধ নয় ইসলামে। কিন্তু রসের নাগরদের কথাই আলাদা। রস ফেলতেই প্রেমিকা মাছির অভাব থাকে না প্রেম জগতে। হলেই বা সে চারটি স্ত্রীর স্বামী, হলেই বা তা ইসলামী শরীয়তে অবৈধ ও হারাম। ধনবান ও রূপবান রসিক নাগরের সাথে প্রেমের সাফল্যই বড় সাফল্য!

এর চাইতে আজব প্রেম ও বিবাহ হল, পুরুষ হয়ে পুরুষকে, মহিলা হয়ে মহিলাকে, মানুষ হয়ে পশুকে ভালোবেসে বিয়ে করা। সুতরাং আল্লাহর পানাহ।

কোটনা

প্রেম সংঘটন করার জন্য অনেকে কোটনা, কুটনী বা দূতী ব্যবহার ক'রে থাকে। যার কাজ হল নায়কের কাছে নায়িকার কথা এবং নায়িকার কাছে নায়কের কথা বেঁধে-ছেঁদে বলে প্রেম ও মিলন সৃষ্টি করা। এ কাজে দূতী ঘটকের মতো পারিতোষিকও লাভ ক'রে থাকে। কিন্তু নিকৃষ্ট এ কাজ, নিকৃষ্ট এ অবৈধ প্রণয় ও মিলন সংসাধনের পেশা।

প্রেমের অভিনয়

প্রেমজালে আবদ্ধ করার জন্য মাকড়সার মতো জাল পাতে অনেকে।

প্রেমের নানা অভিনয় করে।

হুজুর প্রেমিককে কাছে পেতে এবং তার পরশ নিতে তার ঝাড়ফুঁক নেওয়ার জন্য নাটক করে।

ডাক্তার প্রেমিকের পরশ নেওয়ার প্রবল ইচ্ছায় রোগী সাজে।

নাটক পেতে কাউকে প্রেমিকার পিছনে লাগিয়ে দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে নিজেকে হিরো প্রমাণ করে। ব্যাস্! অমনি ভালো লাগা ও তারপর ভালোবাসা।

যুবকের মন আকৃষ্ট করতে যুবতী অভিনয় করে। অঙ্গরাগ ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে তাকে প্রেমজালে আবদ্ধ করে। অনেক সময় অসভ্য, অশালীন পোশাক পরিধান ক'রে অথবা দেহের পোশাক সরিয়ে যুবককে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে!

অবৈধ মিলন

প্রেম পাকা করার জন্য অনেকে শারীরিক মিলন ঘটায়। গর্ভবতী না করলে প্রেম পাকা হবে না অথবা মেয়ের অভিভাবক বিয়েতে সম্মতি দেবে না বা তাড়াতাড়ি করবে না ভেবে অনেক ধূর্ত প্রেমিক এই পদ্ধতি ব্যবহার ক'রে থাকে। এটা যে হারাম তা কারো অজানা নয়। তারপরেও এ পাপ ঢাকতে তাড়াহুড়া ক'রে বিবাহকর্ম সেরে ফেলা হয়। যদিও গর্ভাবস্থায় বিবাহ-বন্ধন শুদ্ধ নয়। ফলে হারাম প্রেমিক-প্রেমিকার সংসার আজীবন হারামই থেকে যায়।

মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া

মিথ্যা বলে নিজেকে আকর্ষণীয় ক'রে প্রদর্শন।

আমি অবিবাহিত অবিবাহিতা, (অথচ সে বিবাহিত বা বিবাহিতা।)

আমি চাকরি করি, (অথচ সে চাকরগিরি করে বা ঝি খাটে।)

আমার ব্যবসা আছে, (হয়তো-বা ভাঙ্গা লোহা বা কাঁচ বিক্রি করে।)

এ দোকান আমার, (অথচ সে ঐ দোকানের একজন কর্মচারী।)

এ গাড়ি আমার, (অথচ সে ঐ গাড়ির মালিকের হাউস-ড্রাইভার।)

অনেক সময় জালিয়াতির আশ্রয় নেয় প্রেমিক-প্রেমিকা। বিয়ে পাকা করার জন্য নাবালিকার বয়সকে সাবালিকার বয়স বানায়। জাল বার্থসার্টিফিকেট বানিয়ে অথবা বিয়ের কাগজ বানিয়ে লোককে দেখিয়ে প্রেমকে সফল ক'রে বুক ফুলিয়ে সংসার করে।

সঠিক ইসলাম-বিরোধী আইনের সাহায্য নিয়ে প্রেম অনির্বাণ করে। লজ্জার মাথা খেয়ে কেউ কিছু বললে ফোঁস ক'রে কামড় দিতে আসে। হাওয়ালা দেয় সমালোচকের কোন আত্মীয়র, যে তাদের মতোই কোন কান্ড ঘটিয়েছে। যেহেতু আজকাল প্রায় প্রতি ঘরেই প্রেমের বিয়ে, নচেৎ অনুরূপ কুকীর্তি আছে।

যোগ-যাদু বা তাবীয ক'রে প্রেম

পবিত্র প্রেম-ভিখারী যুবক বন্ধু! মহান সৃষ্টিকর্তার দরবার ছেড়ে প্রেমে সাফল্য লাভ করার জন্য কোন সৃষ্টির দরবারে গিয়ে আরো জঘন্য অপবিত্রতা শির্কে পড়ে

যেয়ো না। অর্থাৎ, মনের মানুষটিকে পাওয়ার জন্য কোন তাবীয-ব্যবসায়ীর কাছে শির্কী তাবীয নিতে খবরদার যেয়ো না। মনের মানুষের পরিধেয় পোশাক বা বস্ত্রাংশ, চুল, পায়ের মাটি ইত্যাদি নিয়ে যোগ-যাদু ক'রে তাকে বশীভূত করার উদ্দেশ্যে কোন যাদুকরের প্রতি পা বাড়ায়ো না।

বিশ্বাস করো না এমন তাবীয-ব্যবসায়ী মুশরিকদের ভুয়া প্রচারে, যারা বলে, 'স্বপ্নে পাওয়া তাবীয। প্রেমে সাফল্যদানকারী তাবীয। এক সপ্তাহের মধ্যে প্রেমিকাকে তার বিছানা-সহ তুলে এনে দেবে!'

হ্যাঁ, বশীকরণের জন্য অনেকে তাবীয বা যোগ-যাদুর আশ্রয় নেয়, যা ইসলামে শির্ক ও সবচেয়ে বড় পর্যায়ের পাপ। তারা তাবীযের মাধ্যমেই আকর্ষণ ও সম্মোহন সৃষ্টি করে, তারই অভিচার ক্রিয়ার মাধ্যমে বিকর্ষণ সৃষ্টি ক'রে ভালোবাসার সংসারে অগ্নিসংযোগ করে।

কিন্তু সত্যই কি তাবীয বা যাদু দ্বারা এই শ্রেণীর কাজ হয়ে থাকে?

হ্যাঁ, যাদু সত্য। যাদুর প্রভাবও সত্য। যা শয়তান দ্বারা ঘটানো যায় এবং তা কুফরী। কুরআনে তার সাক্ষ্য রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ} (١٠٢)

"সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানেরা যা আবৃত্তি করত, তারা তা অনুসরণ করত। অথচ সুলাইমান কুফরী (সত্যপ্রত্যাখ্যান) করেননি; বরং শয়তানেরাই কুফরী (অবিশ্বাস) করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত, যা বাবেল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশ্তাদয়ের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। 'আমরা (হারূত ও মারূত) পরীক্ষাস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কুফরী (সত্যপ্রত্যাখ্যান) করো না'---এ না বলে তারা (হারূত ও মারূত) কাউকেও শিক্ষা দিত না। তবু এ দুজন হতে তারা এমন বিষয় শিখত, যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া তারা কারো কোন ক্ষতিসাধন করতে পারত না। তারা যা শিক্ষা করত, তা তাদের ক্ষতিসাধন করত এবং কোন উপকারে আসত না। আর তারা নিশ্চিতভাবে জানত যে, যে কেউ তা (যাদুবিদ্যা) ক্রয় করে পরকালে তার কোন অংশ নেই। আর তারা যার পরিবর্তে আত্মবিক্রয় করেছে তা নিতান্তই জঘন্য, যদি তারা তা জানত!" *(বাক্বারাহঃ ১০২)*

কিন্তু 'কাহাকেও যাদু করিয়া বশ করা সত্য হইলেও প্রেম-যাদু মিথ্যা নহে। বরং ইহা আরো অতি ভয়ঙ্কর। কারণ যাদু কোন প্রকারে কাটানো যায়, কিন্তু প্রেম দূর করা যায় না। পাথরে নক্সা কাটার মতন মনে দাগ কাটা যায়।'

দর্গায় গিয়ে প্রার্থনা

কোন দর্গা বা মাযারে গিয়ে প্রেম অনির্বাণ রাখার আবেদন জানিয়ে মানত মেনে বা 'ধুল-ফুল' খেয়ে এসো না। এ রকম করলে তুমি সব চাইতে বেশী অপবিত্র ও নীচ হয়ে যাবে।

মাসূদ নামক এক যুবক কাপড়ের দোকানের কর্মচারী ছিল। কাপড় কিনতে এসে সাঈদার সঙ্গে তার পরিচয় ও প্রেম। অবশ্য তাদের ধারণা অনুযায়ী তাদের সে প্রেম ছিল পবিত্র। তবে সাঈদা সে প্রেমে নিশ্চিত ছিল না। সুতরাং একদিন দোকানে এসে আরজি জানালো, কচ্ছপ পীরকে রুটি খাওয়াতে হবে এবং সেখানকার দরবারের ফুল খেতে হবে, তাহলে তাদের প্রেম পাকা ও নিশ্চিত হয়ে যাবে।

মাসূদের পকেটে কোন টাকা ছিল না। সে একটা ওজর দেখিয়ে বলল, 'অন্য দিন যাবে। আজ সে ব্যস্ত। দোকানে অন্য কেউ নেই। মালিক মাল আনতে গেছে।'

কিন্তু সাঈদা নাছোড় বান্দী। সে আব্দার ক'রে বলল, 'এই! এখনই চলো না। রিক্সায় যাবো, আর আসব। আজ আমি সুযোগ পেয়েছি। নচেৎ বাড়ি থেকে বের হওয়া বড় মুশকিল। কাছিম-বাবা রুটি খেয়ে নিলে জানতে হবে আমাদের প্রেম পাকা।'

সাঈদার মিষ্টি কথা মাসূদ ফেলতে পারল না। দোকানের ক্যাস-বক্স থেকে ১০০টি টাকা নিয়ে দোকান বন্ধ ক'রে রিক্সায় চড়ল। পাশাপাশি বসে হৃদয়ের আদান-প্রদান করতে করতে উষ্ণ পুলকের সাথে গিয়ে পৌঁছল দরবারে। সেখানে রুটি কিনে সালাম-সেলামীর কাজ সেরে সাঈদা নিজের হাতে কাছিম-বাবাজির মুখের কাছে রুটি রেখে দিল। কিন্তু কী সর্বনাশ! বাবাজি তো রুটিতে মুখ দিলেন না।

মনে মনে সাঈদা ভয় পেয়ে গেল। সে ভাবল, তাহলে তাদের প্রেম হয়তো সফল হবে না। মাসূদের বিশ্বাস ততটা দৃঢ় ছিল না। সে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'সকাল থেকে অনেক খেয়েছে, তাই আর খাচ্ছে না।'

কিন্তু সাঈদা বলল, 'না। হতেই পারে না। হয় তোমার ভালোবাসায় কোন কপটতা আছে। না হয় তোমার রুটি কেনার টাকা হালাল নয়।'

মাসূদের মনে বিদ্যুত গতিতে উদয় হল, তাহলে দোকানের ক্যাস-বক্স থেকে টাকা নেওয়ার জন্যই কি বাবাজি রুটি খেলেন না? হতেও পারে। কারণ সেটা তো না বলে নেওয়া এক প্রকার চুরি। কিন্তু মান রক্ষার খাতিরে সে কথা সাঈদার কাছে সে বলতেও পারল না। সে জোর দিয়ে বলল, 'তোমার বিশ্বাস বড় অন্ধ। আমার ভালোবাসায় কোন কপটতা নেই। আর আমার টাকা হারাম হবে কেন?'

মাসূদ মনের ভিতরে কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তারও আশঙ্কা ছিল হয়তো তাদের ভালোবাসা সফলতা পাবে না। কারণ সাঈদার যোগ্য সে নয়। সুতরাং খাদিম বাবাদের পরামর্শ নিতে বাধ্য হল। একজন বলল, 'ঐ যে গোলাপ ফুল বিক্রি হচ্ছে। ওখানে তা কিনে কাঁচা ফুল চিবিয়ে খাও। তাহলে তোমাদের প্রেম পাকা হয়ে যাবে।'

ব্যাস! আর যায় কোথায়? সাথে সাথে তারা কাঁচা ফুল কিনে চিবিয়ে খেয়ে মনে মনে আকুল প্রার্থনা জানাল কাছিম বাবাজির কাছে, যাতে তাদের প্রেম বিয়ের পাল্কি চড়ে।

প্রেম-পাগল বন্ধু আমার! বিশ্বাস করো না এমন অলীক গুজবে। বিশ্বাস রেখো না এমন শিকী আড্ডাখানার নানা প্রতিশ্রুতিতে।

অমূলক শিকী ধারণা

একবার দিল্লীর জামে' মসজিদের মিনারে উঠেছিলাম। সেখান থেকে সারা দিল্লী শহর ও যমুনা নদীর দৃশ্য নজরে আসে। মিনারের সর্বশেষ উচ্চতায় উঠে দেখি সেখানের দেওয়ালে অসংখ্য ছেলে-মেয়ের নাম, নূর+নূরী। রিয়াযুল উলূমে এ নিয়ে আলোচনা করলে এক ছাত্র বলল, 'ওখানে প্রেমিক-প্রেমিকা যায় এবং তারা তাদের নাম লিপিবদ্ধ করে। এতে নাকি প্রেম পাকা হয়।'

একবার মদীনা ইউনিভার্সিটির ছুটি-সফরে আরাফাত ভ্রমণে গিয়েছিলাম। সেখানে অবস্থিত জাবালে আরাফাত সকল হাজীরাই দর্শন করে থাকেন। যদিও হজ্জের সময় সেই পাহাড়ের উপর চড়া জরুরী নয়। তবুও সেখানে কষ্ট স্বীকার ক'রে চড়ে এবং এক এক বিশ্বাস নিয়ে তার উপর অবস্থান করে। এক বিশ্বাসে লোকেরা এই পাহাড়কে 'জাবালে রহমত' ও বলে থাকে।

এই পাহাড়ের মধ্যস্থলে একটি চিহ্ন স্তম্ভ আছে। আমরা দেখার জন্য পাহাড়ে চড়লাম। মৌসমটা হজ্জের ছিল না। ফলে কোন ভিড়ও ছিল না। তবে ভ্রমণ কেন্দ্রে যেমন থাকে, তেমন ছিল। সুসজ্জিত উটের পিঠে সওয়ার হয়ে স্মৃতিছবি তোলার জন্য উট-ওয়ালারা ছিল।

আমরা উপরে উঠে দেখলাম, ঐ স্তম্ভের গায়ে লেখা রয়েছে শত শত যুক্ত-ওয়ালা নারী-পুরুষের নাম। কেন লেখা হয়েছে এ সকল নাম?

এখানে নিজের নামের সাথে যুক্ত ক'রে প্রেমিকার নাম লিখলে নাকি প্রেম পরিপক্ব হয়।

এখানে নিজের নামের সাথে যুক্ত ক'রে প্রেমিকার নাম লিখলে নাকি স্ত্রীকে হজ্জ করানোর তওফীক লাভ হয়। জানা নেই, আরো কত কী!

প্রেম সৃষ্টি করার জন্য অনুরূপ বহু অমূলক শিকী ধারণা আছে। যাতে বিশ্বাস রাখলে মানুষ মুশরিক হয়ে যাবে। মুসলিমের প্রেম যদিও পবিত্র হয়, তবুও তার সাফল্যের জন্য মুশরিক হতে পারে না।

প্রেমের পরিণতি

অবৈধ প্রেমের দ্বীনী ক্ষতিসমূহ

এ কথা বিদিত যে, ইসলাম এসেছে মানুষকে আল্লাহর ইবাদত শিখাতে, মানুষকে মানুষের মতো সুশৃঙ্খলার সাথে পৃথিবীর বুকে জীবন ধারণ করতে। সুতরাং সেই প্রেক্ষিতে মানুষের ঈমান, জান, মান, জ্ঞান ও ধনকে রক্ষা করার বিশেষ বিধান দিয়েছে। তাতে হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে সেই সকল কর্ম ও বস্তু, যা উক্ত পাঁচটি বিষয়ের কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করে।

ইসলামের শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ মানুষের কল্যাণের জন্য প্রেরিত হন।

{يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ}

"যিনি তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেন ও অসৎকাজে নিষেধ করেন, যিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে বৈধ করেন ও অপবিত্র বস্তুসমূহকে অবৈধ করেন। *(আ'রাফঃ ১৫৭)*

ব্যাপক বিধান দিয়ে তিনি বলেন,

((لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ)).

"কারো জন্য অপরের কোন প্রকার ক্ষতি করা বৈধ নয়। কোন দু'জনের জন্য প্রতিশোধমূলক পরস্পরকে ক্ষতিগ্রস্ত করাও বৈধ নয়।" *(আহমাদ ২৮৬৫, ইবনে মাজাহ ২৩৪০, ২৩৪১নং)*

কোন ব্যাপারেই কেউ কারো ক্ষতি করবে না এবং নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। এটাই হল ইসলামের সুন্দর বিধান।

এবার আমরা যদি অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার বিষয়টিকে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা ক'রে দেখি, তাহলে অবশ্যই দেখতে পাব যে, তা একটি নিছক ক্ষতিকর বিষয়। তা হল একটি অবাস্তব কল্পনা-জগৎ এবং অলীক স্বপ্নপুরী। তাতে রয়েছে সাময়িক কিছু আনন্দ, কিছু সুখ ও তৃপ্তি উপভোগ। কিন্তু তার ক্ষতির তুলনায় সে আনন্দ ও সুখ কিছুই নয়। পরন্তু তা পবিত্র ও বৈধ সুখ নয়।

প্রেমের বাগানে জোড়া ফোটা ফুল লায়লা ও মজনু! জানো লায়লা মানে কী? আর মজনু মানেই বা কী? মানে জানলে বুঝতে পারবে প্রেম-জগতের কিংবদন্তি এই দুই নায়ক-নায়িকার নাম সার্থক। প্রেম জগতে তাই আছে, যা তাদের নামের অর্থ হয়।

'লায়লা' আরবী শব্দ। তার মানে হল অন্ধকার রাত্রি অথবা মদ।

আর 'মজনু'ও আরবী শব্দ। এর আসল হল 'মাজনূন', আর তার অর্থ হল পাগল।

মিলিয়ে দেখে নাও তোমরা, তোমাদের জগৎ অন্ধকার কী না?

তোমাদের মধ্যে প্রেমের মাদকতা ও নেশা হয় কি না?

তোমাদের মধ্যে উন্মাদনা, উন্মত্ততা ও পাগলামি আছে কি না?

তোমরা হয়তো ভিতর থেকে নেশায় 'না' বলতে পার। কারণ মাতালকে 'মাতাল' বললে সে স্বীকারই করে না যে, সে মাতাল। কিন্তু প্রেম-দুনিয়ার বাইরের লোককে জিজ্ঞাসা কর, সঠিক খবর তারাই বলতে পারবে।

এবার এসো! আমরা অবৈধ প্রেমের ক্ষতিকর দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করি। যাতে উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করে এবং উদাস তরুণ-তরুণী সতর্ক হয়।

এক ঃ ভালোবাসার শির্ক

অনেক মুসলিম তরুণ-তরুণী ভালোবাসায় পড়ে, কিন্তু তাতেই তারা শির্কে পতিত হয়। যেহেতু যে ভালোবাসা মহান আল্লাহর প্রাপ্য, তার অনেকটা তারা তাদের ভালোবাসার মানুষটিকে দান ক'রে ফেলে। প্রেমের দেবীর পূজারী হয়ে যায় অনেক প্রেম-পাগল যুবক।

অথচ শির্ক বিশাল বড় অপরাধ।

শির্কের পাপ কিয়ামতে ক্ষমার্হ নয়।

শির্ককারীর জন্য জান্নাত হারাম এবং জাহান্নাম অনিবার্য।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ} (١٦٥) سورة البقرة

"কোন কোন লোক আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে (আল্লাহর) সমকক্ষ বলে মনে করে এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মত ভালবাসে, কিন্তু যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর ভালবাসায় দৃঢ়তর।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৬৫)*

আরবের অনেক প্রেমের কবি বলেছেন, 'আমাকে ইয়া আব্দাহা (প্রেমিকার দাস) বলে ডেকো, কারণ তা হল আমার সবচেয়ে বড় গর্বের নাম।'

আর এ হল স্পষ্ট শির্ক। এই কথাই অধিকাংশ প্রেমের দেওয়ানারা বলে থাকে। মুখে না বললেও তাদের আচরণ ও অবস্থা বলে সে দাসত্ব স্বীকারের কথা।

একজন লিখেছেন,

ما تعشقتُ غير حبّكِ ديناً   وسوى الله ما عبدتُ سواكِ

'আমি তোমার ভালোবাসা ছাড়া দ্বীন রূপে অন্য কিছুকে ভালোবাসিনি এবং তোমার ছাড়া কোন গায়রুল্লাহর আরাধনা করিনি!' *(পত্রিকা 'ত্বাবীবুক' সেপ্টেম্বর ১৯৯২)*

কেউ বলেছেন,

((الحبّ ديني ومذهبي)) .

'ভালোবাসা হল আমার দ্বীন, আমার ধর্ম।'

নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক।

কেউ বলেছেন, 'প্রিয়তমা! জন্মের পর থেকে তোমার নাম অপেক্ষা অধিক মিষ্টি অন্য কারো নাম আমি মুখে উচ্চারণ করিনি। যেদিন থেকে পৃথিবীর আলো দেখেছি, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তোমার চাইতে সুন্দর কিছু আমার চক্ষু দর্শন করেনি। তোমার নাম আমার নামে আমরণ মিলিত থাকবে। আমি তোমাকে চিরদিন ভালোবাসব। যে কোন পরিস্থিতিতে আমি আমরণ তোমাকেই ভালোবেসে যাব। তোমাকে আমি মন দিয়েছি, প্রয়োজনে আমি তোমার জন্য জীবন দেব। আমি যদি বেঁচে থাকি, তাহলে সে পৃথিবীর আলো-বাতাস তুমি। তার সৌন্দর্য ও সৌরভ তুমি। আমার যদি হৃদয় থাকে, তাহলে তার স্পন্দন তুমিই। আমার যদি চক্ষু থাকে, তাহলে তার দৃষ্টিশক্তি তুমিই। আমার কোন সুখ থাকলে সে সুখের উৎস তোমার ওষ্ঠাধরের মধুর হাসি।

প্রিয়তমা! তোমাকে ছাড়া আমার জীবন অকল্পনীয়। আশা করি, আমাকে ছাড়া তোমার জীবনও তাই। তুমি ছাড়া আমার এ জীবনের কোন স্বাদ নেই। তুমি নেই, তাই যেন আমার অক্সিজেন নেই। তুমি ছাড়া আমার জীবন মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। আমার জীবন-মরণ সমান হয়ে গেছে। কিন্তু কী করি বল? ভাগ্য যে আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ ফায়সালা করেছে----!!!!' *(পত্রিকা 'আল-জাযীরাহ' সংখ্যা ৯৬৮২)*

এই শ্রেণীর অনেক কথা বাংলা পত্রিকা, উপন্যাস বা কাব্যেও বিরল নয়। এমন প্রেমকথা পড়ে হাদীসে কুদসী স্মরণ আসে, যাতে মহান আল্লাহ বলেছেন,

"---আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালবাসতে লাগি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার ঐ কান হয়ে যাই, যার দ্বারা সে শোনে, তার ঐ চোখ হয়ে যাই, যার দ্বারা সে দেখে, তার ঐ হাত হয়ে যাই, যার দ্বারা সে ধরে এবং তার ঐ পা হয়ে যাই, যার দ্বারা সে চলে! আর সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তাহলে আমি তাকে দিই এবং সে যদি আমার আশ্রয় চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিই।" *(বুখারী ৬৫০২নং)*

"কোন কোন লোক আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে (আল্লাহর) সমকক্ষ বলে মনে করে এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালবাসে।"

এমন প্রেমিকার পূজারীরা কি সেই লোকেদের অন্তর্ভুক্ত নয়?

অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِـذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (١٦٣) سورة الأنعام

“বল, ‘নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার উপাসনা (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি। আর আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের মধ্যে আমিই প্রথম।” *(আনআমঃ ১৬২-১৬৩)*

কোথায় আল্লাহ-ওয়ালা, আর কোথায় প্রেম-বাউলা? নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক।

দুইঃ ঈমান হারিয়ে যায়

প্রেমে পড়ে প্রেমিক তার দ্বীন ও ঈমানের মত অমূল্য ধনও হারিয়ে বসে অনেক সময়। অবৈধ প্রণয়ের ঐ কুপ্রবৃত্তি মু'মিনের ঈমানকে দুর্বল করে ফেলে। সত্যই তো, যে হৃদয়ে অবৈধ নারী-প্রেম সমাসীন থাকে, সে হৃদয়ে পবিত্র আল্লাহর ভালোবাসা কেন বাসা বাঁধবে? তাই একটা বাস্তব কথা এই যে, সাধারণতঃ তারাই বেশী এই অবৈধ নারী-প্রেমে ফেঁসে থাকে, যাদের মনে ততটা অথবা মোটেই আল্লাহর ভালোবাসা নেই।

'অনির্বাণ প্রেম'-এর কোন কোন হতভাগা প্রেমিক বেদ্বীন নারীর প্রেমে পড়ে, প্রিয়ার প্রেম ও মনকে জয় করতে গিয়ে নিজের দ্বীন ত্যাগ করে মুর্তাদ্দ্ হয়ে বসে! যার ফলে দুনিয়াতে ইসলামী আইনে হত্যাযোগ্য অপরাধ এবং আখেরাতে চিরস্থায়ী দোযখ বাস করার মত পাপে লিপ্ত হয়ে যায়!

প্রেম দ্বীনদার যুবকের হৃদয়কেও ঈমানী চিন্তাধারা ও আল্লাহর যিক্র থেকে মশ্গুল করে রাখে। অনেক সময় নামাযগুলিতেও প্রেম ও প্রেমিকার কথা ভাবতে ভাবতে শয়তান তাকে এমন এমন কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তার নামায অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে এবং তার 'ওঠ্-বস্' করাই সার হয়। প্রেমিক যত তার প্রেমিকার (অবৈধভাবে) কাছে হওয়ার চেষ্টা করে, ঠিক তত সে আল্লাহ থেকে দূর হতে থাকে। আর এইভাবে আল্লাহর ভয় ও 'তাকওয়া' ধীরে-ধীরে হৃদয় থেকে বিলীন হয়ে যায়।

এই দিক দিয়ে 'প্রেম' শয়তানের এমন এক হাতিয়ার যে, তার দ্বারা সে সহজে নেক লোকদেরকে ঘায়েল করে থাকে। বিশেষ করে তার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম বেশী করে অথবা তা করার প্রশিক্ষণ নিতে থাকে (যেমন আলেম, মসজিদের ইমাম, তালেবে ইল্ম প্রভৃতি) তাকে সর্বাগ্রে পরাস্ত ও ক্ষান্ত করার জন্য সে এই মারণাস্ত্র প্রয়োগ ক'রে থাকে। আর এই নারী ও অর্থ-প্রেমের মাধ্যমে ইবলীস মুসলিম সমাজকে তার শ্রদ্ধেয় আলেম সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং আলেম-উলামাকে সমাজের চোখে খাটো ও ঘৃণ্য করতে কৃতার্থ ও পারঙ্গম হয়। সুতরাং

আল্লাহর নিকট আমাদের এই প্রার্থনা যে, তিনি যেন মুসলিম যুব-সমাজকে শয়তানের এমন চক্রান্ত ও কুট-কৌশলের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং এমন ইল্‌ম দান করেন, যার দ্বারা হৃদয়ে 'তাকওয়া' লাভ হয় ও শয়তান হয় লাঞ্ছিত-পরাভূত।

পক্ষান্তরে পূর্ণ মু'মিনের ঈমান কোন দিন ঈমানের মিষ্টতা ছেড়ে কুফরীর তিক্ততায় ফিরে যেতে পারে না। যে মহান আল্লাহকে ভালোবাসে, সে প্রেমের পুতুল অর্জনের আশায় সে ভালোবাসাকে অপবিত্র করতে পারে না। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

« ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ ».

"যার মধ্যে তিনটি বস্তু পাওয়া যাবে, সে ঐ তিন বস্তুর মাধ্যমে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করবে।

(১) আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ তার নিকট সর্বাধিক প্রিয়তম হবে,

(২) কোন ব্যক্তিকে সে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালো বাসবে এবং

(৩) সে (মুসলমান হওয়ার পর) পুনরায় কুফ্‌রীতে ফিরে যেতে এমন অপছন্দ করবে, যেমন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।" *(বুখারী ১৬, মুসলিম ১৭৪নং)*

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ} (١٦٥) سورة البقرة

"যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর ভালোবাসায় দৃঢ়তর।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৬৫)*

তিন ঃ স্রষ্টার যিক্‌র ছেড়ে সৃষ্টির যিক্‌র করা হয়

প্রেম দ্বীনদার যুবকের হৃদয়কেও ঈমানী চিন্তাধারা ও আল্লাহর যিক্‌র থেকে মশ্‌গুল ক'রে রাখে। একই হৃদয়ে সূর্য ও চন্দ্র একই সাথে আলো দেয় না। একই হৃদয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টির স্মরণ এক সাথে হতে পারে না। বরং বিশেষ যিক্‌র নামাযের সময়ও প্রেমের মাদকতা এনে নামাযীকে নামায থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

এমনিতে সেটা শয়তানের অভ্যাস। যা মনে পড়ে না, তা মনে করিয়ে দেয় শয়তান। তাহলে যা শয়নে-স্বপনে-নিশি জাগরণে সদা-সর্বদা মনে পড়ে, তার কথা নিয়ে শয়তান নামাযে কী করতে পারে?

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِذَا نُودِىَ بِالأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ الأَذَانَ فَإِذَا قُضِىَ

الأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا. لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِى كَمْ صَلَّى).

"নামাযের জন্য আযান দেওয়া হলে শয়তান পাদতে পাদতে এত দূরে পালায়, যেখানে আযান শোনা যায় না। আযান শেষ হলে আবার ফিরে আসে। ইকামত শুরু হলে পুনরায় পালায়। ইকামত শেষ হলে নামাযীর কাছে এসে তার মনে বিভিন্ন কুমন্ত্রণা আনয়ন করে বলে, 'এটা মনে কর, ওটা মনে কর।' এইভাবে নামাযীর যা মনে ছিল না, তা মনে করিয়ে দেয়। এর ফলে নামাযী শেষে কত রাকআত নামায পড়ল, তা জানতে পারে না।" *(আহমাদ ২/৩১৩, বুখারী ৬০৮, মুসলিম ১২৯৬নং, আবূ দাউদ, নাসাঈ, দারেমী)*

বলা বাহুল্য, অনেক সময় নামাযগুলিতে প্রেম ও প্রেমিকার কথা ভাবতে ভাবতে শয়তান নামাযীকে এমন এমন কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তার নামায অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে এবং তার 'ওঠ্-বস্' করাই সারকথা হয়।

এই হল প্রেমের নেশা। ঘুমের নেশা থাকলেও (নফল) নামায পড়া উচিত নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّومُ ، فإنَّ أحدكم إذا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ)).

"যখন নামায পড়া অবস্থায় তোমাদের কারো তন্দ্রা আসবে, তখন তাকে ঘুমিয়ে যাওয়া উচিত, যতক্ষণ না তার ঘুম চলে যাবে। কারণ, তোমাদের কেউ যদি তন্দ্রা অবস্থায় নামায পড়ে, তাহলে সে অনুভব করতে পারবে না যে, সম্ভবতঃ সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে প্রকৃতপক্ষে নিজেকে গালি দিচ্ছে।" *(বুখারী ২১২, মুসলিম ১৮৭১নং)*

শুরুতে মদের নেশা নিয়ে নামায পড়া নিষেধ ছিল। মহান আল্লাহর নির্দেশ ছিল,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ} (٤٣)

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কী বলছ, তা বুঝতে পার। *(নিসাঃ ৪৩)*

পরিশেষে মদকে হারাম ঘোষণা করা হল। যেহেতু মদের মাদকতা দ্বারা শয়তান মহান আল্লাহর যিক্রকারীকে তাঁর যিক্র থেকে এবং নামাযীকে তার নামায থেকে বিরত রাখে। তিনি নির্দেশ দিলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} (٩١) سورة المائدة

"হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামাযে বাধা দিতে চায়! অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে না? *(মায়িদাহঃ ৯০-৯১)*

আর প্রেমের মাদকতা মদের মাদকতা অপেক্ষা কম নয়। যেহেতু সেই মাদকতা দ্বারাও শয়তান মহান আল্লাহর যিক্র থেকে প্রেম-পাগলকে বিরত রাখে।

সে নামাযে দাঁড়ায় কেবলামুখে, কিন্তু বুকে থাকে লায়লার ধ্যান।

সে নামাযে দাঁড়ায় মসজিদে, কিন্তু তার দেহ সেখানে থাকলেও মন থাকে লায়লার হেরেমে।

সে মুখে হয়তো দুআ-সূরা পড়ে, কিন্তু মনে মনে করে লায়লার যিক্র।

ফলে নামাযে ভুল হয়, সন্দেহ হয়। প্রায় নামাযে সুহু সিজদা লাগে।

এক প্রেমিকের নাম ছিল হুদা। তাকে পাওয়ার জন্য নামাযে দুআ করত,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা অত্তুক্বা অলআফা-ফা অলগিনা।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট হুদা (হিদায়াত), পরহেযগারী, অশ্লীলতা হতে পবিত্রতা এবং সচ্ছলতা প্রার্থনা করছি। *(মুসলিম ৭০৭৯নং)*

এক আরবী প্রেমিকা তার প্রেমিককে উদ্দেশ্য করে লিখেছে,

حين أناجيك بليلي في شبه صلاة ...

حين لا يكون لي بدونك أمل في نجاة ..

حين يجمعنا هوى أصدق من الصلوات !

অর্থাৎ, যখন আমি নামাযের মতো রাতে তোমার সাথে মুনাজাত (ফিসফিসিয়ে কথোপকথন) করি।

যখন তুমি ছাড়া আমার জন্য পরিত্রাণের আশা থাকে না।

যখন আমাদেরকে প্রেম একত্রিত করে, যা নামাযসমূহ হতে সত্য। *(পত্রিকা 'আল-য়্যাক্বাযাহ', সংখ্যা ৪৯)*

ভেবে দেখো, তার প্রেমের ধ্যান, নামাযের ধ্যান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! মহান আল্লাহ কত বড় ধৈর্যশীল!!

কত মহান সে প্রেম, যে প্রেম মহান ইবাদতে বাধা সৃষ্টি করে। তাতে ঔদাস্য ও গাফলতি আনয়ন করে। মহান আল্লাহর স্মরণ ছেড়ে মজনু লায়লার স্মরণে প্রবৃত্ত হয়। আর মহান আল্লাহর ধ্যান ছেড়ে লায়লা মজনুর ধ্যানে বিভোর হয়!

চার ঃ বিজাতির অনুকরণ

প্রেমের পাগলরা মুসলিম হয়েও অনেক সময় অমুসলিমদের অন্ধানুকরণ করে।

তারা বিজাতির অনুকরণে প্রেম করে। লাল ফুল দিয়ে প্রেম নিবেদন করে। পার্ক, সমুদ্র-সৈকত প্রভৃতি জায়গায় নির্জনে প্রেমালাপ করে। বিশ্ব-ভালোবাসা দিবস পালন করে। লাল গোলাপ, লাল কেক ও লাল পোশাকের প্রতীক ব্যবহার করার মাধ্যমে সেদিন তারা উন্মুক্ত ও স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা ক'রে আনন্দ উপভোগ করে! লাজ-লজ্জা বিলিয়ে দিয়ে প্রকাশ্যে লোকারণ্যে প্রেমজুটিরা ঘুরে বেড়ায়! সেদিন তারা বিশেষভাবে প্রেমের প্রতিশ্রুতি নবায়ন করে। সেদিন তাদের ঈদের দিন। বরং তার চাইতেও বেশি আনন্দের দিন!

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ».

"যে ব্যক্তি যে জাতির অনুকরণ করবে, সেই ব্যক্তি সেই জাতির দলভুক্ত।" *(আবূ দাউদ ৪০৩৩, সঃ জামে' ৬১৪৯নং)*

পাঁচ ঃ অশ্লীলতার পাপে জড়ানো

প্রেমের লায়লা-মজনুদের মধ্যে অনেকেই পবিত্র প্রেম করার দাবী করে। কিন্তু আসলে তার এই প্রেমের মধ্যে শরীয়তের বিরোধিতা ক'রে নানা অপরাধ ও পাপে জড়িত হয়ে পড়ে। যেমন ঃ-

অবৈধ দৃষ্টিপাত।

অবৈধ কথাবার্তা ও প্রেমালাপ।

অবৈধ নির্জনতা অবলম্বন।

অবৈধ স্পর্শ। অথচ শরীয়ত বলে,

((لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ)).

"কোন ব্যক্তির মাথায় লৌহ সুচ দ্বারা খোঁচা যাওয়া ভালো, তবুও যে নারী তার জন্য অবৈধ তাকে স্পর্শ করা ভালো নয়।" *(ত্বাবারানী ১৬৮৮০- ১৬৮৮১, সিঃ সহীহাহ ২২৬ নং)*

পরিশেষে অবৈধ মিলন ও ব্যভিচার। তারপর গর্ভপাত। তারপর আরো কত কিছু শরীয়ত-বিরোধী কর্মকীর্তি! নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক।

এইভাবে বন্ধুত্ব বা প্রেম-ভালোবাসার নামে কত যুবক অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়ছে, কত যুবতী প্রেমের নোংরা নর্দমায় পড়ে নিজের লজ্জাশীলতা, পর্দা ও সতীত্ব হারাচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। সুতরাং আল্লাহর পানাহ।

ছয় ঃ পিতামাতার অবাধ্যাচরণ

প্রেম অনির্বাণ রাখতে গিয়ে তরুণ-তরুণীরা যেমন শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করছে, তেমনি অবাধ্য হচ্ছে আপন পিতামাতার। যে পিতা আগলে রেখে রেখে নিরাপদ পরিবেশে তাদের প্রতিপালন করে, যে মাতা বুকে ধরে রেখে কত স্নেহ-মায়া-মমতা দিয়ে তাদের লালন-পালন করে, সাবালক-সাবালিকা হয়ে সেই পিতামাতার অবাধ্যাচরণ করে।

তাদের কথা অমান্য করে।

তাদেরকে না জানিয়ে চোরের মতো লুকিয়ে বিয়ে করে।

অনেক সময় অবাঞ্ছিত মানুষ বাড়িতে ঢুকিয়ে পিতামাতার মনে কষ্ট দেয়।

পালিয়ে থেকে পিরীত নগরে বসবাস ক'রে তাদেরকে কষ্ট দেয়।

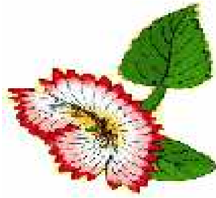
আরো কত কিসের মাধ্যমে প্রেমের লায়লা-মজনু ও সেলিম-আনারকলিরা মা-বাপের মনে আঘাত দেয়। ভালোবাসার মানুষটিকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে চির ভালোবাসার পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করে। আর তার ফলে মহান প্রতিপালককে তারা রাগান্বিত করে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((رِضَى الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي رِضَى الْوَالِدِ ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ)).

"পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে রয়েছে আল্লাহ তাবারাকা অতাআলার সন্তুষ্টি, আর তাদের অসন্তুষ্টিতে রয়েছে তাঁর অসন্তুষ্টি।" *(তিরমিযী ১৮৯৯, হাকেম ৭২৪৯, বাযযার ২৩৯৪, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫১৬নং)*

পিতামাতার বদ্দুআকে পরোয়া করে না, তাদের সন্তানরা তাদের সাথে একই আচরণ করবে, সে ভয় করে না। ভয় করে না সমাজকে, ভয় করে না ইসলামী আইনকে। যেহেতু তাগূতী আইন তাদের সহযোগিতা ও নিরাপত্তা দান করে। কিন্তু কোথায় যাবে সেই বিচারের দিন, যেদিন বিচারকদেরও বিচার হবে।



অবৈধ প্রেমের মানসিক ক্ষতিসমূহ

১। প্রেম মানুষকে অন্ধ ও বধির করে

অবৈধ প্রেম যখন প্রবল প্রতাপের সাথে মনের সিংহাসনে বসে রাজত্ব করে, তখন সে মানুষকে কানা-কালা ও বোবা বানিয়ে ফেলে। তখন সে যাকে ভালোবাসে, তার কোন ত্রুটি সে দেখতে পায় না।

'নদী যখন বর্ষার জলে পরিপূর্ণ হইয়া প্রবাহিত হয়, তখন সে কি লক্ষ্য করিতে পারে জলরাশি কিভাবে আসিয়া তাহার বক্ষ পূর্ণ করিয়া দিতেছে? নব-যৌবনের হৃদয় যখন কানায় কানায় ভালোবাসায় ভরিয়া ওঠে, তখন প্রেমাস্পদের কত ত্রুটি লক্ষ্যই হয় না।'

একদা বাদশা হারূন রশীদ আসমায়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রেমের স্বরূপ কী?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তা এমন জিনিস যে, প্রেমিকার গুণ বর্ণনায় হৃদয় আপ্লুত রাখে এবং তার ত্রুটি দর্শনে অন্ধ থাকে। সুতরাং প্রেমিকার পিঁয়াজের গন্ধও কস্তুরী লাগে।'

আরবী কবি বলেছেন,

عين الرضا عن كل عين كليلةٌ ... ولكن عين السخط تُبدي المساويا

অর্থাৎ, সন্তোষের দৃষ্টি প্রত্যেক ত্রুটি অনুভব করতে দুর্বলতার শিকার হয়, কিন্তু অসন্তোষের দৃষ্টি প্রকাশ করে বহু ত্রুটি।

هويتك إذ عيني عليها غشاوة ... فلما انجلت قطعت نفسي ألومها

অর্থাৎ, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, তাই আমার চোখে পর্দা পড়ে গেছে। অতঃপর তা যখন উন্মোচিত হল, তখন নিজের মনকে ভর্ৎসিত ক'রে ছিন্ন-বিচ্ছিন করলাম।

প্রেম যত বৃদ্ধি পায়, প্রেমিকের প্রতি ত্রুটির আশঙ্কা ততই বেড়ে চলে। এই শ্রেণীর ভালোবাসাতে প্রেমিক যার-পর-নাই উদার ও ক্ষমাশীল হয়। তার কাছে কোন ত্রুটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করলে সাথে সাথে সে বলে, 'ভালোবাসাতে সরি নেই, ভালোবাসাতে শুধুই ভালোবাসা।'

যে যাকে ভালোবাসে, সে তার বিরুদ্ধে কোন কিছু শুনতে চায় না। শুনতে চায় না তার সমালোচনা। শুনতে চায় না তার কোন দোষের কথা। মানতে চায় না তার কোন প্রমাণিত অপরাধ!

যে যাকে ভালোবাসে, সে তার বিরুদ্ধে কিছু বলতেও চায় না।

'প্রেম ভাষার অপেক্ষা করে না। অন্তরের আসীন হয়ে অন্তরে অন্তরে কথা বলতে শেখে। ভাষা-বিরোধে হয়তো ভাব প্রকাশ না হওয়ায় বিঘ্ন ঘটে, কিন্তু

অন্তরের জিহ্বা পূর্ণ কাজে দেয়।'

ভালবাসা যখন আসে, তখন কোন হিসাব না কষেই আসে। দেখে না প্রেমিকের ত্রুটির কথা, ভাবে না প্রেমিকের কোন আত্মীয়-স্বজনের দোষের কথা। মন যাকে চায়, তাকে কোন দিনও ঘৃণা করা যায় না। কোন বিরোধী মন্তব্য শুনেও সে প্রেমের পাত্রই থাকে।

বিশ্রী হলেও প্রেমিকের চোখে সেই হয় বিশ্বসুন্দরী।

কটুভাষী হলেও সেই হয় সবার চাইতে বেশি মধুরভাষী।

অপরাধী হলেও জিহ্বা তাকে আঘাত হানতে চায় না।

এ হল অন্ধ প্রেম। এ প্রেমে কোন ভালো-মন্দের বিচার নেই। এখানে কোন ন্যায়পরায়ণতা নেই। যাকে ভালোবাসি, তার সবটাই ভালো।

কিন্তু এমন অন্ধ প্রেমিক-প্রেমিকারা জানে না বা বুঝে না যে, 'ভালোবাসা ভালো, কিন্তু ভালোবাসায় অন্ধ হওয়া ভালো নয়।'

তারা জানে না যে, কোন কিছুর ভিতরে থেকে তার দোষ-ত্রুটি নজরে পড়ে না।

সাধারণতঃ যে ব্যক্তি যে বস্তুর ভিতরে থাকে, সে তার ত্রুটি দেখতে পায় না।

যে ব্যক্তি তার ভিতরে প্রবেশ না ক'রে বাইরে থাকে, সেও তার ত্রুটি দেখতে পায় না।

কিন্তু যে তার ভিতরে থাকার পর বের হয়ে আসে, সে তার ত্রুটি প্রত্যক্ষ করতে পারে।

এই কারণেই নও মুসলিমরা জন্মগত মুসলিম অপেক্ষা ইসলামের প্রতি বেশি শ্রদ্ধাশীল।

যে সাহাবাগণ ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁরা মুসলিম হয়ে জন্ম নেওয়া সাহাবাগণ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

উমার বিন খাত্তাব ﷺ বলেছেন,

إِنَّمَا تُنْقَضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً إِذَا نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ الْجَاهِلِيَّةَ .

'ইসলামকে এক খি এক খি ক'রে (ধীরে ধীরে) নষ্ট ক'রে ফেলে, যে ব্যক্তি ইসলামে লালিত-পালিত হয়, আর জাহেলিয়াতকে চেনে না।' অথবা 'ইসলাম-রশির খি একটা একটা ক'রে নষ্ট হয়ে যাবে, যদি ইসলামে এমন ব্যক্তি লালিত-পালিত হয়, যে জাহেলিয়াতকে চেনে না।' *(মাজমূউ ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ ১০/৩০১, মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৪৩)*

অন্ধভক্তি, অন্ধ পক্ষপাতিত্ব ও অন্ধপ্রেম মানুষের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়কে বিনষ্ট ও অচল ক'রে ফেলে। সে তখন নিজ খেয়াল-খুশীর তাবেদার হয়ে যায়। ভক্তিভরা প্রেমময় মনে ভক্তিভাজন ও প্রেমাস্পদের সকল কিছুকেই ভালো মনে করে এবং সে যাকে ভালো মনে করে, সেই একমাত্র ভালো হয় এবং তার ধারণা মতে, তার

মধ্যে কোন দোষ থাকতেই পারে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} (٢٣) سورة الجاثية

"তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনেশুনেই তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কর্ণ ও হৃদয় মোহর ক'রে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" *(জাষিয়াহঃ ২৩)*

২। প্রেম মানুষকে নির্লজ্জ করে

মানসিক রোগীর একটি হৃদরোগ হল, সে নির্লজ্জ ও ধৃষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ ক'রে অবৈধ প্রেম প্রকাশ হওয়ার ফলে সে নিজের লাজ-লজ্জাকে বিসর্জন দেয়।

সে লজ্জা করে না নিজ প্রতিপালককে। যদিও তিনিই বেশি হকদার যে, তাঁকে সবার চাইতে বেশি লজ্জা করা হবে।

লজ্জা করে না নিজের অভিভাবক ও গুরুজনদেরকে।

লজ্জা করে না সমাজের মানুষকে।

কোন প্রেম-পাগলী মেয়েকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, 'হাঁ ঢেমন তোর লাজ কেমন?' তখন সে উত্তরে বলে, 'লাজ থাকলে আবার হই ঢেমন।' মুখে না বললেও তার আকৃতি-প্রকৃতি, ভাব-ভঙ্গি, চলন-আচরণ সে কথাই বলে।

তারাই বলে, 'কিসের লজ্জা কিসের ভয়, প্রেম-পিরীতে সবই সয়।'

অবৈধ প্রেম যে করে, তার লাজ-লজ্জা থাকে না। লজ্জা হয় না বাপের বাড়ির লোককে, লজ্জা করে না শ্বশুর বাড়ির লোকজনকে, লজ্জা করে না জামাইকে ও তার বাড়ির লোকজনকে। যেহেতু তার পরিবেশেই তখন নির্লজ্জ মানুষের দল গড়ে ওঠে।

তার ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে আরো অন্যান্যরা সকলেই পছন্দ করেই বিয়ে করে অথবা 'লিভ টুগেদার' করে।

কেউ বংশীয় মর্যাদার কথা স্মরণ করালে ধৃষ্টের মতো বলে,

'কুল ভাঙ্গে তো ভেঙ্গে যাক, হোক কলঙ্ক যদি হয়,
কুল ভাঙ্গে না যে নদীর, সে নদী তো নদী নয়।'

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ)).

"প্রথম নবুঅতের বাণীসমূহের যা লোকেরা পেয়েছে তার মধ্যে একটি বাণী এই যে, তোমার লজ্জা না থাকলে যা মন তাই কর।" *(আহমাদ ১৭০৯০, বুখারী ৩৪৮৪, আবূ দাঊদ ৪৭৯৯, ইবনে মাজাহ ৪১৮৩, সহীহুল জামে ২২৩০নং)*

অবৈধ ভালোবাসার আগাগোড়া নির্লজ্জতা। সুস্থ বিবেকবান মানুষ তা অবশ্যই অস্বীকার করে না। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত এক প্রেমিকার মুখেই শোনো,

'কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ-আবরণ!
হৃদয়ের দ্বার হেনে   বাহিরে আনিলে টেনে,
শেষে কি পথের মাঝে করিবে বর্জন?
ভালোবাসা তাও যদি ফিরে নেবে শেষে
কেন লজ্জা কেড়ে নিলে,   একাকিনী ছেড়ে দিলে
বিশাল ভবের মাঝে বিবসনা বেশে।'

৩। প্রেম মানুষকে পাগল বানিয়ে ছাড়ে

প্রেম তো হতেই পারে। প্রেম তো এক প্রকার যাদু। কোন প্রকারের মনের মিল বা আকর্ষণ সৃষ্টি হলে এবং প্রবৃত্তির ডোর লাগামহীনভাবে ছেড়ে দিলেই 'ভালোবাসা' সৃষ্টি হয়। কোন প্রকার ভালো লেগে গেলেই হল। দ্বীন, সম্পদ, রূপ বা বংশ; কারণ যাই হোক না কেন, মনের ভালো লাগা সবার শীর্ষে। ভালো লাগার কাছে বিবেকও হার মেনে যায়। সকল বিচার-বিবেচনা বিকল হয়ে পড়ে। কুৎসিত হলেও প্রেমিকের চোখে সেই হয় বিশ্বসুন্দরী। অপরাধ করলেও তার সকল ভুল ফুল স্বরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রেম মানুষকে অন্ধ ও বধির করে তোলে। বেহায়া ও নির্লজ্জ ক'রে ফেলে, ক'রে ফেলে অস্থির-চিত্ত ও অর্ধ-পাগল।

'চেতনেতে অচেতন, প্রেমে টানে যার মন।'

প্রেম আনে ঔদাস্য ও অজ্ঞানতা। প্রেম করে প্রতিভা নষ্ট।

'মানবের মনে প্রেম হইলে প্রবল,
বুদ্ধি-জ্ঞান সমুদয় যায় রসাতল।
বাঘের নিকটে কারো খাটে না শক্তি,
প্রেমের হাতেও নর নিরুপায় অতি।
প্রেম যদি জাগে মনে জ্ঞান নাহি রয়,
বিবেকের স্থান তথা নাহিক নিশ্চয়।
ব্যাটের অধীনে যথা চলে সদা বল,
প্রেমের অধীনে তথা প্রেমিক সকল।'

কত মানসিক পীড়া এসে বাসা বাঁধে পিরীত-মদ্যপানে নেশাগ্রস্ত প্রেমিকের মনে। কখনো বা মনের বাঁধনকে এঁটে রাখতে না পেরে এমন আচরণ করে বসে, যা

স্বাভাবিক চোখে হাস্যকর। পাগলের মত আচরণ করেও নিজেকে বীর ভাবে। নিজেকে সুপুরুষ ভেবে যারা প্রেম করে না তাদেরকে কাপুরুষ মনে করে। নিজেকে 'হিরো' ভেবে তাকে 'জিরো' ধারণা করে।

অনেক সময় এমন প্রেমের মজনুকে দেখে মনে হয় যে, তাকে কেউ যাদু করেছে। অনেকে অপরাধ এড়াবার জন্যও এ কথা নিজে বলে থাকে। কিন্তু আসল কথা এই যে, প্রেমের চেয়ে বড় যাদু আর কিছু নেই।

অস্বাভাবিক আচরণের জন্য প্রেমের নায়ক লোকের চোখে নিন্দিত হয়। তার বদনাম ছড়িয়ে পড়ে সমাজে। প্রেম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ না হলে অনেকে আক্ষেপে ভেঙ্গে পড়ে। অনেক সময় ভাবে 'মাছ ধরব, অথচ গায়ে কাদা লাগাব না।' কিন্তু পরিশেষে সে প্রেমের দলদলে তলিয়ে যায়, নতুবা অন্য কেউ তার গায়ে কাদা ছিটিয়ে দেয়। অবশেষে প্রেমও সাফল্য পায় না। অথচ মাঝখান থেকে শূন্য হাতে পায় শুধু বদনাম আর অপমান।

'যে সব প্রতীক প্রতিমার প্রেমে কেটেছে দীর্ঘ দিন,
যাদের জন্য নিন্দিত আমি লোকের চক্ষে হীন।
তুচ্ছে পাত্রে তারাই আমার ডুবিয়েছে খ্যাতি-যশ,
লঘু সঙ্গীত বিকিয়ে আমার সুনাম শূন্যে লীন।'

পক্ষান্তরে একজন মু'মিনের উচিত নয়, উদাসীন হওয়া, নিজেকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করা, অবৈধ প্রণয়ে পড়ে অস্বাভাবিক আচরণ করা।

'মদে নেশা হয়, কিন্তু প্রেমের নেশা আরো ঘোর।' নেশার ঘোরে কোন আঘাতের কথা যথাসময়ে বুঝতে পারে না। অবশ্য নেশা কেটে গেলে সে ব্যথা অনুভূত হয়।

পুরুষ যদিও সবকিছু নিয়ে খেলতে পারে, কিন্তু প্রেম তাকে নিয়ে আজব খেলা খেলে। প্রেমের উন্মাদনা তাকে অস্থির ও চঞ্চল ক'রে তোলে। প্রেমিকা দূরে সরে গেলেও তার স্মৃতি তাকে ভীষণভাবে কষ্ট দেয়।

'স্মৃতি তব দিবারাত্র চিত্তে মম গাঁথা,
হৃদয়ে আসীন রূপ সে মধুর কথা।'

ব্যথা ও বেদনায় মন টনটন করে। কোথা হতে হৃদয়ে আকর্ষণ আসে। তার টানে যেন প্রাণ ছিঁড়ে যেতে চায়।

'চেনে তাহা প্রেম, জানে শুধু প্রাণ,
কোথা হতে আসে এত অকারণে
প্রাণে প্রাণে বেদনার টান।'

মদের নেশা থেকে প্রেমের নেশা ঘোরতর। প্রেমের নেশা মানুষকে জ্ঞানশূন্য করে, মানসিক বিকারগ্রস্ত করে। প্রেমরোগীর আচরণ অস্বাভাবিক হয়ে যায়। তার জীবনের সব কিছু যেন উলট-পালট হয়ে যায়। বিশেষ ক'রে প্রেমিক যদি

বিবাহিত পুরুষ বা মহিলা হয়, তাহলে মানসিক ভারসাম্যহীনতার আশঙ্কা বেশি থাকে। কারণ অবিবাহিতের তুলনায় বিবাহিতের বাধা বেশি, বিপদ বেশি। তাই প্রেমের জোয়ারে ভেসে দুই কুল সামাল দেওয়ার দোটানায় পড়ে হৃদরোগে আক্রান্তও হতে পারে।

প্রেমিকের মনের সিংহাসনে যখন প্রেমিকা পরিপূর্ণভাবে অধিষ্ঠিতা হয়ে যায়, তখন তাকে কাছে না পাওয়া পর্যন্ত অতিষ্ঠ ক'রে তোলে। তার স্মরণ ও ধ্যান, তাকে কাছে পাওয়ার কামনা ও কল্পনা, তার সাথে মিলনের উদগ্র বাসনা, তাকে চিরসঙ্গী বানাবার তীব্র আকর্ষণ তার মস্তিষ্কের ভিতরে বিকৃতি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে।

প্রেম বড় আশ্চর্য। করব না ভাবলেও হয়ে যায়। গভীরে যাব না সংকল্প করলেও প্রেম তাকে টেনে নিজ গভীরে অবতারণ করে। যেহেতু তার স্রোতপ্রবাহের মাঝে মাঝে ঘূর্ণাবর্ত থাকে, যা পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরতে থাকে এবং উপরের ভাসমান বস্তুকে নিচে ডুবিয়ে দেয়। হাল্কাভাবে ভাসব বললেও সেই ঘূর্ণাবর্তই তাকে গভীরে তলিয়ে দেয়।

প্রেম প্রথম প্রথম মিষ্টি লাগে। ধীরে ধীরে গভীর হতেই হৃদয়-মনে বাসা বাঁধে। শেষে সেটা হৃদরোগে পরিণত হয় এবং সব শেষে প্রেম মানুষকে হত্যা করে। আরবী কবি বলেছেন,

وعش خالياً فالحب أوله عنى ... وأوسطه سقم، وآخره قتل

অর্থাৎ, অবৈধ ভালোবাসাশূন্য হয়ে জীবন ধারণ কর। নচেৎ প্রেমের প্রথম হল কষ্ট, মধ্যম হল ব্যাধি এবং সর্বশেষ হল হত্যা।

অন্য এক কবি বলেছেন,

تولع بالعشق حتى عشق ... فلما استقل به لم يطق

رأي لجة ظنها موجة ... فلما تمكن منها غرق

অর্থাৎ, প্রেমে আগ্রহী থাকতে থাকতে প্রেম করেই ফেলল। অতঃপর যখন প্রেম নিয়ে স্বচ্ছন্দ হল, তখন তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল।

সামুদ্রিক পানির দোলা দেখে ঢেউ ভাবল। কিন্তু যখন সে তার কবলিত হল, তখন নিমজ্জিত হল।

শুরুতে ভাবা হয়, 'সমুদ্রে চড়ব, পর ভিজাব না।' কিন্তু ধীরে ধীরে পর-সহ তার অতল গভীরে তলিয়ে যায় প্রেমিক।

সে অতল তল থেকে ফিরে আসে, সাধ্য কার?

প্রেমের দলদল থেকে বের হয়ে আসে সাধ্য কার?

প্রেমের পাগলামির চিকিৎসা করে সে সাধ্য কোন চিকিৎসকের?

পাগলামি কেবল প্রেমিক-প্রেমিকার আচরণেই থাকে না। বরং তাদের

কথাবার্তায় অসঙ্গতি ও অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায়। বরং মুসলিম হয়ে অনেক সময় এমন অসঙ্গত কথা বলে, যা কেবল পাগল অথবা কাফেররাই বলতে পারে।

যেমন এক প্রেম-পাগল কলেমা শাহাদতের নকল ক'রে তার প্রেমিকাকে বলেছে,

أشهد أن لا امرأة إلا أنت!

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া অন্য কোন মেয়েই নেই!

প্রেমিকার সাথে বহু নষ্টিফষ্টি ও পাপ করার পর মাকামে ইব্রাহীমের কাছে তওবার নামে সে বলেছে,

أتوب إليك يا رحمن مما جنت نفسي فقد كثرت ذنوبُ

وأما عن هوى ليلى وتركي زيارتها فإني لا أتوب !

অর্থাৎ, হে করুণাময়! আমি নিজের প্রতি যে অন্যায় করেছি, তা থেকে তোমার নিকট তওবা করছি। যেহেতু পাপ অনেক বেশি হয়ে গেছে।

কিন্তু লায়লার প্রেম ও তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে তওবা করতে পারব না!

আল্লাহু আকবার!

এক প্রেমিককে বলা হল, 'ওকে তোমার মন থেকে মুছে ফেলো।' উত্তরে সে বলল, 'আমি খোদাকে মন থেকে মুছতে পারি, তবুও আমার লায়লাকে মন থেকে মুছতে পারব না!'

আর এক প্রেম-পাগল বলেছে, 'হে আল্লাহ! তুমি নারীকে এত সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছ, অতঃপর তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতে নিষেধ করেছ। এটা তোমার অন্যায় প্রভু!'

সুবহানাল্লাহ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!

أراني إذا صلَّيت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلَّى ورائيا

وما بي إشراك ولكن حبّها وعُظمَ الجوى ، أعيا الطبيب المداويا

অর্থাৎ, আমি দেখছি, নামাযের সময় আমি তার প্রতি অভিমুখ করছি; যদিও মুসাল্লা আমার পিছনে রয়েছে।

আমি শির্ক করতে চাই না, কিন্তু তার ভালোবাসা ও প্রেমের তীব্র বেদনা চিকিৎসককেও ক্লান্ত ক'রে ফেলেছে!

নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক।

জানি না তাদের মনের খবর ও নিয়ত। তা কি ব্যঙ্গ বা উপহাস, নাকি হৃদয়স্থ বিশ্বাসের সাক্ষ্য?

বিচার কর হে লায়লা-মজনুর দল! বাংলা উপন্যাস, কাব্য, নাটক, সিনেমা ইত্যাদিতেও এমন কত শত কথা পাবে।

৪। প্রেম লেখাপড়ায় অসফল করে

প্রেম হল একটা এমন গোলমেলে ব্যাপার, যার মাধ্যমে মানুষের অনেক কিছুই গোলমাল হয়ে যায়। সুবুদ্ধির মাথা খাওয়া যায়। ভালো ছাত্রের সুবিন্যস্ত পড়াশোনায় তালগোল খেয়ে যায়। 'কখনো খেয়ো নাকো তালে আর ঘোলে, কখনো ভুলো নাকো ঢেমনের বোলে' প্রবাদ ভুলে গিয়ে পরীক্ষায় গোল্লা খেয়ে থাকে। কুঁড়ি অবস্থায় ফুলের মত প্রতিভা জীবন থেকে ঝরে পড়ে। প্রেমের পরশে মানসিক চাপ বৃদ্ধি পায়, সুচিন্তার স্থানকে কুচিন্তা এসে জবরদখল করে নেয়। ফলে অধ্যয়ন যায়, উন্নয়ন যায়, রুদ্ধ হয় জ্ঞান শিক্ষার দুয়ার।

প্রেমে পড়ে ছাত্র-ছাত্রী স্মৃতিশক্তি দুর্বল করে, অকারণে সময় নষ্ট করে, রাত্রি জাগরণ করে। সঙ্গীর মন রক্ষা করতে গিয়ে বাইরে যেতে হয়, ঘন্টার পর ঘন্টা ফোনে কথা বলতে হয় অথবা অন লাইনে চ্যাট করতে হয়। তখন পড়াশোনার আর সময় কোথায়?

মানসিক যন্ত্রণায় পড়ে বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী পরিশেষে গোল্লায় যায়। প্রেমের জ্বালায় অনেকে পড়াশোনাই বন্ধ ক'রে দেয়।

৫। অচেনার প্রতীক্ষা

বহু প্রেমিক-প্রেমিকা আছে, যারা কোন প্রসিদ্ধ মানুষকে ভালোবাসে অথবা তাকে ভালোবেসে ফেলে, যে তাকে ভালোবাসে না, তাকে জানে না ও চেনে না অথবা ভালোবাসে কোন ক্ষণস্থায়ী প্রবাসী বা মুসাফিরকে। অতঃপর অপেক্ষায় দিবারাত্রি গণনা করে। তার সাথে না দেখা হয়, না কোন যোগাযোগ থাকে। পবিত্র প্রেমের বন্ধনের কত সম্বন্ধ আসে। অভিভাবক তার সেই সম্বন্ধ পাকা ক'রে বিবাহ দিতে চায়। কিন্তু সে নানা মিথ্যা ওজর দেখিয়ে বিবাহে অস্বীকার করে এবং অপেক্ষা করে সেই অচেনা পথিকের। রাতের চন্দ্রালোকে সুন্দরী হাস্নুহানা হয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে সৌরভ বিতরণ করে। কিন্তু আকাশের চন্দ্র সে খবর রাখে না। তবুও স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোক পেয়ে চন্দ্রের প্রতীক্ষায় থাকে, কবে তার পর্ণ-কুটিরে উদিত হবে!

সে তার পর্ণ-কুটিরকে সাজিয়ে রাখে। সাজিয়ে রাখে নানা ফুল দিয়ে, তার নানা ছবি দিয়ে যে তাকে চেনেও না। বিধবার মতো শবেবরাতের রাতে বাতি জ্বালিয়ে অপেক্ষা করে। ধারণা করে, তার প্রয়াত স্বামী ফিরে আসবে ঘরে! কল্পনায় তার সাথে কথা বলে, তার কোন স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে বারবার চুম্বন করে। খোলা জানালায় রাতের আকাশে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় উড়ে কখন আসবে তার স্বপ্নের রাজপুত্র?

নিঃসন্দেহে এটি একটি মানসিক রোগ। এই রোগের ফলে নারী দেহে এমন হরমোন ক্ষরণ হয়, যার ফলে বিশ বছর বয়সী কোন কোন তরুণীর গালে দাড়ি গজাতে দেখা যায়! *(অহামুল হুব্ব ২০পৃঃ)*

৬। মনের শান্তি ও স্বস্তির নিঃশেষ

অবৈধ লুকোচুরি প্রেমে পড়লে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনে শান্তি ও স্বস্তি থাকে না। সদা সর্বদা উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠা মনকে উতলা ক'রে রাখে। অজানা কোন্ অপরাধের অনিবার্য শাস্তি যেন তাড়া ক'রে বেড়ায়। প্রেমের পুলক ও পাপবোধের অস্বস্তি চোখের ঘুম কেড়ে নেয়।

জেনেও জানে না প্রেমিক-প্রেমিকা, তাই আজীবন কষ্টভোগ করে।

'প্রেমের আনন্দ থাকে শুধু স্বল্পক্ষণ,
প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন।'

'প্রেম মানুষকে শান্তি দেয়, কিন্তু স্বস্তি দেয় না।' 'প্রেম হল জ্বলন্ত ধূপের মতো, যার শুরু হল আগুন দিয়ে, আর শেষ পরিণতি হয় ছাই দিয়ে। তারই মাঝে সুবাস হল প্রেম-জীবনের মাঝে মাঝে কিছু আনন্দ।'

তার সাথে সাক্ষাতের জন্য মন উতলা থাকে। যে দিনে তার সাথে দেখা হয় না, সে দিন বড় লম্বা হয়। আর যে বছরে তার সাথে দেখা হয়, সে বছর বড় সংকীর্ণ হয়।

প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেম-জীবনে অনুভব করে চিত্ত-বিক্ষেপ ও রিক্তের বেদন।

'যতনে যাতনা বাড়ে ভালোবাসা এ কেমন,
অনিত্য সে অনুরাগ অশান্তির নিকেতন।'

প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হলে অথবা প্রেমের কাঁচা ফল বোঁটা খসে মাটিতে পড়লে মানসিক যন্ত্রণা বৈ আর কী আছে প্রেমে? তখন প্রেমিক-প্রেমিকা বলতে বাধ্য হয়,

'প্রেম ক'রে পর সনে পাইতেছি এ যাতনা,
প্রাণসম ভাবি পরে পর আপন হল না।
না বুঝে মজিলাম পরে না ভাবি কী হবে পরে,
এখন না জানি পরে কতই হবে লাঞ্ছনা।'

এটা যদি তাদের শুরুর কথা হয়, তাহলে

'ইবতিদাঈ ইশ্ক হ্যায় রোতা হ্যায় কিয়া,
আগে আগে দেখো হোতা হ্যায় কিয়া?'

তখন প্রেমিকা বলবে,

'মরমে লুকানো কত দুখ ঢাকিয়া রয়েছি ম্লানমুখ,
কাঁদিবার নাই অবসর কথা নাই শুধু ফাটে বুক।'

আর প্রেমিক বলবে,

'আমি আকাশ ছুঁয়েছি, চন্দ্র ছুঁয়েছি, ছুঁয়েছি গ্রহতারা,
শুধু তোমার হৃদয় ছুঁয়ে আমি হয়েছি দিশেহারা।'

অভিভাবকের শাসন ও সমাজের সমালোচনা উল্লংঘন ক'রে প্রেমের আনন্দকে পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

স্বামীকে ধোঁকায় রেখে অথবা স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে প্রেম চালিয়ে যাওয়ার পথে বড় ঝুঁকি থাকে। সোনার সংসারে আগুন লাগার ভীষণ ভয় যেন তাড়া ক'রে বেড়ায়।

প্রেমিক বা প্রেমিকা ভুল বুঝলে, সে ভুল ভাঙ্গাতেও অনেক খড়-কাঠ পোড়াতে হয়। নচেৎ সে ভুল শূল হয়ে আজীবন বুকে বিঁধতেই থাকে।

কলঙ্কের কালিমা মুখে লাগিয়ে সকলের সামনে মুখ দেখিয়ে সংসার করা দুঃসাধ্য হয়ে যায়।

পাঠানো প্রেমপত্র, রেকর্ড করা ফোনের প্রেমকথা অথবা আপত্তিকর ভিডিও ছবি প্রকাশের ভয় থাকে। মাঝে মাঝে মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। প্রেমের কাবাব চিবাতে চিবাতে হাড্ডি ঠেকে মুখে। ঠক প্রেমিক তা প্রকাশ করার হুমকি দিয়ে তাকে ভোগ করতে থাকে। অথচ তার কপটতার কথা জানার পরেও কোন প্রতিকার, প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কাছে থাকে না।

কারো সাথে কোন মনোমালিন্য হলে কথায় কথায় খোঁটা দিয়ে অবৈধ প্রেমের কীর্তি স্মরণ করিয়ে দেয়। 'কোর্টে-চাপা-মেয়ে' অথবা 'বেরিন জুউনী-মাগী' বলে লোকে তাচ্ছিল্য করে। প্রেমের গোলাপ লাভ করেও তার কাঁটার বিঁধুনি সহ্য করা বড় দুষ্কর হয়ে যায়।

একজনের সাথে প্রেম-ভালোবাসায় দীর্ঘ সময় কাটিয়ে অন্য একজনের সাথে সংসার করাতেও বড় অশান্তি ও অস্বস্তি আছে। হঠাৎ কখন পুরনো প্রেমের জের নতুন জীবনে তুফান আনয়ন করে। হঠাৎ কখন তার ফোন বা চিঠি আসে। হঠাৎ কখন সে নিজেই এসে উপস্থিত হয় নতুন জীবনের দ্বারপ্রান্তে। এ সকল ভাবনা ও আশঙ্কা প্রেমের কাদামাখা মনকে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে।

ইসলামের দেওয়ার সরল পথে যে চলতে না চায়, শান্তির ধর্মের বিধানানুসারে যে নিজের জীবন পরিচালিত করতে না চায়, তাকে অবশ্যই বাঁকা পথে বিপদে পড়ে নানা অশান্তি ভোগ করতে হয়।

মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন,

{وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} (١٢٤)

"যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার হবে সংকীর্ণতাময় জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।" *(ত্বা-হাঃ ১২৪)*

৭। আত্মবিশ্বাস বিলীন

প্রেমে ধোঁকা খেলে, প্রত্যাখ্যাত হলে অথবা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ পেলে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যায়। যার ফলে প্রেমিক এমন মানসিক রোগের শিকার হয় যে, সে আত্মবিশ্বাসই হারিয়ে ফেলে। অন্য আর কারো সাথেও যে সংসার করা অথবা নতুন ক'রে ভালোবাসা সম্ভব, সে কথা সে বিশ্বাসই করতে পারে না। অন্যের সাথেও যে সুখে সংসার করা যায়, অন্যের কাছেও সে সুখের আশা করা যায়, তা সে ভরসা করতেই পারে না। প্রতারণা তাকে এমনই আঘাতপ্রাপ্ত করে যে, অন্যের ব্যাপারেও সে সন্দিহান হয়ে পড়ে।

এত প্রেম, এত মধুর কথা, এত নিত্য-নতুন প্রতিশ্রুতি, তা সত্ত্বেও তাকে ছেড়ে অন্যকে বিয়ে? এত ভালোবেসে শেষে এত অবহেলার ধাক্কা সে সামাল দিতে পারে না। ফলে সে নিজেকে অন্য কারো অনুপযুক্ত অথবা অন্য কাউকে নিজের উপযুক্ত বলে বিশ্বাসই করতে পারে না। পরিশেষে আজীবন অবিবাহিত থেকে মানসিক পীড়ায় পীড়িত অবস্থায় ইহকাল ত্যাগ করে।

কত নিকৃষ্ট এ প্রেমের জীবন! কত বিশ্রী এ প্রেম-দুনিয়া।

অবৈধ প্রেমের সামাজিক ক্ষতিসমূহ

অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার সামাজিক ক্ষতি অনেক। প্রায় ঘরে-ঘরে তার কোন না কোন একটা ক্ষতির জের দেখাই যায়। পারিবারিক অশান্তি থেকে নিয়ে কারাগারের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন অথবা জীবন-লীলা সাঙ্গই হয় তার সর্বশেষ পরিণতি।

এসো, আমরা একটু বিস্তারিত আলোচনা ক'রে সেই ক্ষতিসমূহের পরিমাণটা মোটামুটি অনুমান করি।

১। বিবাহ ও সংসার না করা

অনেক প্রেমিক-প্রেমিকা এমন আছে, যারা মুসাফির প্রেমিকের ফিরে আসার অপেক্ষায় বিবাহ করে না। যেহেতু তারা জানে, সে ছাড়া জীবনে কেউ সুখ আনতে পারে না। সে ভালোবাসার কথা জানে বা না জানে, সেই হয় অন্ধকার জীবনের আলো। সেই হয় অন্ধ চোখের দৃষ্টি। সেই হয় মরুময় জীবনের মরুদ্যান।

অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয় যে, একমাত্র মনের মানুষটি অন্যের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসার করে। অথচ সে আজীবন তার অপেক্ষা করতেই থাকে। এ হল গোপন প্রেমের আজব পাগলামি।

অনেক সময় 'আল্লাহর কসম! কুরআন ছুঁয়ে বলছি, জীবনে আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করব না।' এই শপথ ও অঙ্গীকার আজীবন পালন করে।

অনেক ক্ষেত্রে এমন হয় যে, ভালোবাসার মানুষটি মারা যায়। অথবা দীর্ঘ ভালোবাসা ও বিবাহের প্রতিশ্রুতির পর সে তা রক্ষা করতে পারে না। অবশ্য তাতে তার অজুহাত থাকে। অথবা সে তাকে প্রতারিত করে। অথবা সে তাকে কোন স্বার্থে প্রত্যাখ্যান করে। তখন ধিক্কারে প্রেমিক অন্য নারী বিবাহ করে না। প্রেমিকা অন্য পুরুষ গ্রহণ করে না। কারণ প্রেমিক জানে, তার উপযুক্ত দুনিয়াতে আর দ্বিতীয় লায়লা নেই। আর প্রেমিকা জানে তার উপযুক্ত দুনিয়াতে আর দ্বিতীয় মজনু থাকতেই পারে না!

অথবা প্রেমিক ধারণা ক'রে বসে, এ দুনিয়ায় সকল নারীই ধোঁকাবাজ। আর প্রেমিকা মনে করে, এ দুনিয়ার সকল পুরুষই প্রতারক।

'যে আকাশ থেকে খসে পড়েছে পূর্ণিমার চাঁদ, লক্ষ তারায় সে অভাব পূর্ণ হয় না।' তারা ধারণা করে যে, তাদের জীবনাকাশে আর কোন চাঁদ উদিতই হবে না।

এ দুনিয়ায় এমনও প্রেমিকা আছে, যে কোন মৃত সফল মানুষকে ভালোবাসে। যে ভালোবাসার কোন অর্থ নেই, ভবিষ্যৎ নেই, সেই কাল্পনিক ভালোবাসায় সে কষ্ট পায়, কান্না করে! দিবারাত্রি তারই কথা ভেবে সে অন্য কোন যুবকের প্রতি মন দিতেই পারে না। সে যেন বলে, সে কেন দেহত্যাগ করল? সে যে কেবল তারই ছিল! *(আল-জাযীরাহ পত্রিকা সংখ্যা ৮৫৫৮, ৯পৃঃ, দাউল হুব্ব ৩২পৃঃ)*

এক কলেজ ছাত্রীর জীবনে এক ছাত্র প্রেমিকরূপে আসে। শুরু হয় তাদের প্রেমের তুফান-তোলা জীবন। গড়িয়ে যায় বিয়ে পর্যন্ত। উভয় পরিবার রাজি। কিন্তু কোন এক সমস্যার কারণে বিয়ে পিছিয়ে যায়। এরই মাঝে উভয়ের মনে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। কোন এক নির্জন স্থানে শয়তান তাদের তৃতীয় সাথী হয়। ফলে অবৈধ মিলন ঘটে যায়! যুবকের মনে ধারণা সৃষ্টি হয়, তার প্রেমিকা কুমারী নয়!

যুবতী কাঁদতে শুরু করে। তার নিকট কসম-শপথ ক'রে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করে, সে ছাড়া তাকে অন্য কেউ স্পর্শ করেনি। কিন্তু সে মেনে নেয়নি।

সেদিন পৃথক হওয়ার পর আবারও সাক্ষাতে ও দূরালাপে বোঝাবার বহু চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু সব কিছু বৃথা। সে যুবক আর বিয়েতে সম্মত হয়নি। তাই যুবতীও অন্য বিয়েতে সম্মত নয়। একজন অমূলক সন্দেহ ক'রে কুমারী হওয়া সত্ত্বেও তাকে অকুমারী ভেবেছে, তাহলে এখন তো সে অকুমারী। যার সাথেই সে ঘর বাঁধতে যাবে, সেও তো তাকে সন্দেহ করবে। সেও যদি তাকে প্রত্যাখ্যান করে! *(আল-য়্যাক্বাযাহ পত্রিকা, সংখ্যা ৮৩, দাউল হুব্ব ২৪পৃঃ)*

প্রেমের আবেগে পড়ে অনেকে ধরা পড়ে। সমাজের দেওয়া শাস্তিও পেয়ে থাকে। কলঙ্কের সে কালিমা তার চিরসাথী হয়ে আছে। এখন আর কে তাকে বিয়ে করবে? 'কানা বেগুনের ডোগলা খদ্দের' আছে, কিন্তু তত সহজে সে খদ্দের মেলে না। যেহেতু অতি সস্তায় ভালো বেগুন বাজারে এ্যাভেল্যাবল।

বলাবাহুল্য, ভরা যৌবন থাকতেও বহু কলঙ্কিত যুবতী অবিবাহিতা থেকে বিধবার মতো জীবন-যাপন করছে। ঐ সর্বনাশী অবৈধ প্রেমের তুফান তার ফাগুনের সুখফুলের বাগান উজাড় ক'রে দিয়েছে।

২। ব্যভিচার

ভালোবাসার পর তার সাফল্য হল মিলন। অনেকে বৈধভাবে বিবাহ ক'রে ভালোবাসার সাফল্য অর্জন করে। আর অনেকেই বিনা বিবাহে সাফল্যের ফল পাকার আগেই পেড়ে খায়।

অনেকে লিভ টুগেদার শুরু ক'রে দেয়। তাগূতী আইন তাদেরকে সে বৈধতা দান করে!

অধিকাংশ প্রেমিক-প্রেমিকা সাময়িক সুখ উপভোগ করে।

'সমাদরে বুকে তারে লইলাম টানি,
সেই সে ফুলের তোড়া আমি ফুলদানী।'

ভালোবাসার উপহার চাই। প্রেমিক মন বলে, 'ভালবেসে আমাকে যাই দেবে, আমি তাই ভালবাসি।' সুতরাং কখনো ফুল, কখনো উপহার-সামগ্রী, কখনো গোপনে বা প্রকাশ্যে (!) আলিঙ্গন, প্রচাপন, চুম্বন, কখনো বা মিলন। কোনটাতেই তাদের বাধা থাকে না।

তাদের নীতি হল, যাকে ভালবাসি, তাকে ভালবাসার উপহার দেওয়া যায়। সেটা কোন পাপ নয়।

ইসলামী সভ্য নীতি বলে, বৈধ বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক ছাড়া নারী-পুরুষের মিলন হল ব্যভিচার ও তা মহা অপরাধ।

হ্যাঁ, ব্যভিচার বা অবৈধ যৌন-মিলন এক মহাপাপ। প্রেম প্রেমিক-প্রেমিকাকে এই পাপে লিপ্ত করায়। যদিও প্রেম ও কামনা দু'টি পৃথক জিনিস, তবুও 'বিয়ে তো করবই' এই আশায় পুঞ্জীভূত কাম চরিতার্থ করে ফেলে। মন দিতে-নিতে গিয়ে দেহ-বিনিময় ঘটে যায় এই সর্বনাশী প্রেমের ফুল-বাগানে। আর সত্য কথা এই যে, বর্তমানে 'প্রেম' বা 'ভালোবাসা' বলতে যা বুঝায় এবং অধিকাংশ তাতে যা ঘটে, তা হল 'ব্যভিচার।' প্রেমে সর্বপ্রথম, সর্বশেষ ও আসল যে বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা থাকে, তা হল যৌনমিলন। এ ছাড়া যুবক-যুবতীর মাঝে বিবাহের পূর্বে পবিত্র প্রেমের কথা কল্পনাই করা যায় না। এ ধরনের প্রেম সাধারণতঃ কপট হয়ে থাকে। এমন ভালোবাসায় নায়ক-নায়িকার মাঝে কেবল এক প্রকার 'সুড়সুড়ি' থাকে। আর তা মিটানোর জন্য উভয়ের মধ্যে থাকে নানা অভিনয় ও ছল-কৌশল। অতঃপর সে 'সুড়সুড়ি' শেষ হতেই সব শেষ হয়ে যায়। এই শ্রেণীর প্রেমিক-প্রেমিকা সাধারণতঃ একজনকে পেয়ে সুখী হতে পারে না। আসলে এরা প্রেমিক

নয়, লম্পট।

বিবাহ-বন্ধনের পূর্বে মনের বন্ধন যথেষ্ট মনে ক'রে নারী-পুরুষের অবৈধ সংসর্গ বা যৌন-মিলন সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের এক বড় ব্যাধি। বিয়ে না করেই এ ধরনের যৌনক্রিয়া চরিত্রগত একটি জঘন্য অপরাধ। এ পথ ও আচরণ হল দুশ্চরিত্র, ভ্রষ্ট ও লম্পটদের। উভয়ের 'বিয়ে তো হবেই' মনে করে কোন প্রকার স্পর্শ বা দেহ-মিলন বৈধ হতে পারে না। যতক্ষণ না আল্লাহর বিধান দ্বারা উভয়ের মাঝে বন্ধন প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত দেখা-সাক্ষাৎও হারাম।

ব্যভিচার একটি কদর্য ও নোংরা আচরণ। ব্যভিচারে রয়েছে একাধিক বিঘ্ন ও বিপত্তি। ব্যভিচারে বংশ-পরিচয় হারিয়ে যায়, সম্ভ্রম নষ্ট হয়। ব্যভিচার-ঘটিত কারণে মানুষে-মানুষে শত্রুতা ছড়িয়ে পড়ে। এটি এমন অপরাধ, যে অন্যান্য আরো অপরাধ টেনে নিয়ে আসে। ব্যভিচার হল পশুর আচরণ। ব্যভিচারের ফলে নানান ব্যাধি ও মহামারী দেখা দেয় সমাজে। যার জন্য সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ মানুষকে সাবধান করে বলেন,

{وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً} (٣٢) سورة الإسراء

"আর তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ।" *(সূরা ইসরা ৩২ আয়াত)*

অপরাধ হিসাবে ব্যভিচার তুলনামূলকভাবে অধিকতর জঘন্য। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, 'হত্যার পর ব্যভিচারের চেয়ে বড় গোনাহর কাজ আর অন্য কিছুকে জানি না।' বলা বাহুল্য এ কদাচার কোন মু'মিন নারী-পুরুষের হতে পারে না। মহান আল্লাহ নিজ বান্দার কিছু গুণ বর্ণনা করে বলেন,

{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا}

(٦٩) سورة الفرقان

"তারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান (শির্ক) করে না, আল্লাহ যে প্রাণ-হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতীত তা হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা এ গুলো করে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন ওদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে ওরা হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে।" *(ফুরকান ৬৮-৬৯)*

মহানবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, সবচেয়ে বড় পাপ কী? উত্তরে তিনি বললেন, "তোমার আল্লাহর সাথে কাউকে অংশী স্থাপন করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারপর কোন্ পাপ?' তিনি বললেন, "তোমার সঙ্গে খাবে এই ভয়ে নিজ সন্তান হত্যা করা।" পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারপর কোন্ পাপ?' তিনি বললেন, "তোমার প্রতিবেশীর

স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।” *(বুখারী ৪৭৬১, মুসলিম ৮৬ নং)*

উক্ত আয়াত ও হাদীসে লক্ষণীয় যে, ব্যভিচারের পাপকে মানুষ খুন করার মত মহাপাপ এবং শির্কের মত অতি মহাপাপের পাশাপাশি বর্ণনা করা হয়েছে। তাই এই জঘন্য কাজটি মুশরিকের জন্য শোভনীয়, কোন মুসলিমের জন্য নয়। আর এ জন্যই মহান আল্লাহ একটি বাস্তব পরিস্থিতি উল্লেখ করে বলেন,

{الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (٣) سورة النـــور

“ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী অথবা মুশরিক নারীকেই বিবাহ করে এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিবাহ করে। আর তা মু’মিনদের জন্য হারাম করা হয়েছে।” *(সূরা নূর ৩ আয়াত)*

মহান আল্লাহ তাঁর মু’মিন বান্দার গুণ বর্ণনা করে অন্যত্র বলেন,

{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} (١) ...... وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥)

“মু’মিন বান্দারা অবশ্যই সফলকাম। ---যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। --- (অর্থাৎ, ব্যভিচার করে না।)” *(সূরা মু’মিনূন ৫, সূরা মাআরিজ ২৯ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন,

« لاَ يَزْنِى الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ».

“মু’মিন থাকা অবস্থায় কোন ব্যভিচারী ব্যভিচার করে না।” *(বুখারী ২৪৭৫, মুসলিম ২১১নং প্রমুখ)* অর্থাৎ, এ অবস্থায় তার ঈমান তার হৃদয়ে অবস্থান করে না!

পক্ষান্তরে ব্যভিচার সে-ই করতে পারে, যার লজ্জা-শরম নেই। নির্লজ্জ নারী-পুরুষই এমন অবৈধ যৌন-মিলন ঘটাতে পারে। অথচ “লজ্জা হল ঈমানের একটি শাখা।” *(মুসলিম, তিরমিযী প্রমুখ, সহীহুল জামে ৩১৯৭ নং)* সুতরাং লজ্জা না থাকলে তথা নির্লজ্জ হয়ে ব্যভিচারের মত মহাপাপ করলে সে অবস্থায় মু’মিন থাকা যায় কী ক’রে?

ব্যভিচারী আল্লাহর কাছে দুআ করলেও তার দুআ কবুল হয় না। *(সহীহুল জামে ২৯৭১নং)*

ব্যভিচারী ইসলামী রাষ্ট্রে কঠিন শাস্তির উপযুক্ত। বিবাহিত নারী-পুরুষ ব্যভিচার করে থাকলে তাদেরকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়। অবশ্য ব্যভিচারী নারী-পুরুষ অবিবাহিত হলে তাদের শাস্তি হাল্কা। মহান আল্লাহ বলেন,

{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} (٢) النـــور

“ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী -ওদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর; আল্লাহর

বিধান কার্যকরী করতে ওদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে অভিভূত না করে -যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। আর মু'মিনদের একটি দল যেন ওদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" *(সূরা নূর ২ আয়াত)*

এ ছাড়া মহানবী ﷺ এর জবানী মতে উভয়কে বেত্রাঘাত সহ এক বছরের জন্য দেশ থেকে বহিষ্কার করার কথাও বলা হয়েছে।

সুতরাং উক্ত জঘন্যতম কাজ যে কেউ প্রেম ও ভালোবাসার মাধ্যমে করুক অথবা এমনিই করুক, ভদ্র করুক অথবা অভদ্র করুক, ধনী করুক অথবা গরীব করুক, প্রত্যেকের জন্য একই শাস্তি প্রযোজ্য এবং কারো ব্যাপারেই এ শাস্তি প্রয়োগে কোন প্রকার দয়া প্রকাশ করার অবকাশ নেই। কারণ, ব্যভিচারী হল সমাজের কলঙ্ক, কুলের কুলাঙ্গার, পবিত্র পরিবেশের ঘৃণ্য জীব। বিশেষ করে সেই নারী ও পুরুষ, যার স্বামী ও স্ত্রী থাকতেও অথবা যৌনক্ষুধা কিছু প্রশমিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচার করে, বেশ্যালয়ে যায় অথবা 'ফ্রেন্ড্' ব্যবহার করে, তারা এমন অপরাধী; যাদেরকে সমাজে বাঁচিয়ে রাখাই হল কলঙ্ক প্রতিপালিত করা, আর তা পবিত্র সমাজ ও পরিবেশের জন্য বড় অহিতকর।

পরন্তু কেউ যদি গোপনে এমন মহাপাপ করেও দুনিয়ার শাস্তি থেকে বেঁচে যায়, তাহলে সে যে রক্ষা পেল তা নয়। দুনিয়াতে তার শাস্তি প্রয়োগ না হলেও আখেরাতে মহাবিচারকের বিচারে সে মহাশাস্তি ভোগ করবে।

প্রেমের লায়লা-মজনু! পাপ করে যাবে কোথায়? তোমার পাপের কথা তোমার অতন্দ্র-প্রহরী সঙ্গী ফিরিশ্তা তোমার রোজনামচা আমলনামায় লিখে রাখছেন। একদিন এমন আসছে, যেদিন আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে। তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে। মাটি সেদিন তার সকল খবর বলে দেবে। অণু পরিমাণ পাপ অথবা পুণ্য স্বচক্ষে দেখা যাবে।

মনে কর এক কক্ষে তুমি তোমার প্রিয়তমার সাথে অবৈধ দেহ-মিলনে বিভোল আছ। এমন সময় কক্ষের দরজা ঠেলে তোমার আব্বা, আম্মা, ভাই, বিশ্বস্ত বন্ধু অথবা কোন শত্রু তোমাকে ঐ অবস্থাতেই দেখে ফেলল। তখন তোমার অনুভূতি কী হবে? আর যদি তুমি এমনই চালাক হও যে, তোমার সে কাজ কেউই ধরতে ও বুঝতে পারে না, তাহলে

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ}

"তুমি কখনো মনে করো না যে, অত্যাচারীরা যা করে, আল্লাহ সে বিষয়ে উদাসীন। অবশ্য তিনি ওদেরকে সেদিন পর্যন্ত ঢিল দেন, যেদিন চক্ষু স্থির হবে।" *(সূরা ইবরাহীম ৪২ আয়াত)*

সৃষ্টির নজর থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করলেও স্রষ্টার নজর থেকে তা কোন সময়ই পারবে না। ঘরের সকল দরজা বন্ধ ক'রে পাপে লিপ্ত হলেও আল্লাহ ও

তোমার মাঝে কোন দরজা বা পর্দার আড়াল আনতে পার না। রাতের গোপন গহীন অন্ধকারে সকলে ঘুমে ঢলে পড়েছে, তুমি সে সময়কে প্রিয়ার সাথে মিলনের সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেও, এ কথা ভুলে যেয়ো না যে, একজন সদা জাগ্রত আছেন। যিনি সকল পর্দা ও অন্ধকারের আবরণ ভেদ ক'রে তোমার প্রতি সুতীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেছেন। সুতরাং পরকালের মহাশাস্তির জন্য প্রস্তুত থেকো।

মহানবী ﷺ বলেন, "অধিকাংশ যে অঙ্গ মানুষকে দোযখে নিয়ে যাবে, তা হল মুখ ও যৌনাঙ্গ।" *(তিরমিযী ২০০৪নং ,ইবনে হিব্বান ৪৭৬নং, বুখারীর আদব ২৮৯ ও ২৯৪নং, ইবনে মাজাহ ৪২৪৬নং, আহমাদ ২/৩৯২, হাকেম ৪/২৩৪)*

তিনি স্বপ্নযোগে এক শ্রেণীর ব্যভিচারী নারী-পুরুষের আযাব দর্শন করেন; যারা উলঙ্গ অবস্থায় আগুনের চুল্লীতে আগুনের ক্ষিপ্ত প্রবাহে ওঠা-নামা করছে! *(বুখারী ১৩৮৬নং)*

তিনি আরো দেখেন যে, এক সম্প্রদায় ফুলে-ফেঁপে ঢোল হয়ে আছে, তাদের নিকট হতে বিকট দুর্গন্ধ ছুটছে। মনে হচ্ছিল তাদের সে গন্ধ যেন পায়খানার ট্যাংকের মত। তারা ছিল ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর দল। *(ইবনে খুযাইমাহ ১৯৮৬, ইবনে হিব্বান ৭৪৯১ নং, হাকেম ১/৪৩০)*

অবৈধ যৌনাচার বা ব্যভিচারের ফলে মানুষের সামাজিক ক্ষতি হয়, তেমনি তার দ্বীনের ক্ষতি হয়। ক্ষতি হয় তার চরিত্র ও সুস্বাস্থ্যের। *(অধিক জানতে 'যুব-সমস্যা ও তার শরয়ী সমাধান' পড়ার অনুরোধ রইল।)*

প্রকাশ থাকে যে, বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক রেখে সহবাস করলে ব্যভিচার হয়। অনুরূপ অশুদ্ধ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সহবাস করলেও ব্যভিচার হয়। যেমনঃ-

প্রেমিকার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে ক'রে সহবাস।

গর্ভাবস্থায় বিয়ে ক'রে সহবাস।

মসজিদের সামনে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে একে-অপরকে স্বামী-স্ত্রী বলে স্বীকার ক'রে নিয়ে সহবাস।

কোন এগানা (মাহরাম)কে অর্থাৎ যাকে চিরতরে বিবাহ হারাম অথবা বর্তমানে বিবাহ করা বৈধ নয় (যেমন কারো বিবাহিতা স্ত্রী, স্ত্রী থাকতে তার বোন, খালা বা ফুফু), তাকে বিবাহ ক'রে সহবাস।

আল্লাহ সমাজকে রক্ষা করুন!

৩। ভ্রূণ হত্যা

এক পাপ অপর এক পাপকে আকর্ষণ ও আহ্বান করে। দেহ-মিলন যখন ঘটে, তখন প্রকৃতিকে তো আর সব সময় বাধা দেওয়া যায় না। উভয়ের অলক্ষ্যে অবৈধ সন্তান জন্ম নেয়। এ অযাচিত ও অবাঞ্ছিত লাঞ্ছনার সন্তানকে আসতে না দিয়ে ভ্রূণ অবস্থায় হত্যা করা হয়! অনেকে সঠিক সময়ে পরিস্থিতির সামাল দিতে না

পেরে প্রাণ হত্যা করে! ভ্রূণে জীবন আসার পর তা নষ্ট করা প্রাণ হত্যার শামিল।

বাগদানের পর বিয়ের ডেট হল। ভাবল আর সমস্যা নেই। তাই শুরু ক'রে দিল দৈহিক মিলন। তাদের ধারণা ছিল গর্ভ সঞ্চার হলেও ঠিক বিয়ের সময় এসে যাবে এবং কেউ বুঝতেও পারবে না। এদিকে বরের মা অসুস্থ হয়ে পড়ল অথবা অন্য কোন বাধা এসে গেল। তার ফলে বিয়ে পিছিয়ে গেল ১ বছর। করাতে হল গর্ভপাত।

লাগাম-ছাড়া সমাজে এই হত্যার প্রচলন বেড়েই চলেছে। আইন করে ভ্রূণ-হত্যা ও গর্ভপাত বৈধ করা হচ্ছে। এমন হত্যার উপায় ও উপকরণ বড় সহজলব্ধ করা হচ্ছে। যার প্রেক্ষিতে ব্যভিচার আরো বেড়েই চলছে। আবার মজার কথা এই যে, ঐ নিপাতকৃত ভ্রূণ থেকে ফ্র্যান্সের এক কোম্পানী মহিলাদের অতি প্রিয় প্রসাধন ও অঙ্গরাগ 'লিপস্টিক' বা 'ঠোঁট-পালিশ' প্রস্তুত ক'রে থাকে। আর এইভাবে ব্যভিচার ও ভ্রূণ-হত্যা এক অর্থকরী ব্যবসাতেও পরিণত হয়েছে!

ব্যাংককে প্রতি বছরে ২ লাখের উপর গর্ভপাত হয়! তন্মধ্যে ৫০ ভাগ কুমারী, ৩৭ ভাগ ছাত্রী এবং বাদবাকী গৃহিণীরা এই গর্ভপাত ঘটিয়ে থাকে! *(অপসংস্কৃতির বিভীষিকা ৯৩পৃঃ দ্রঃ)*

পক্ষান্তরে জন্মের পর অনেকে সেই সদ্যপ্রসূত অযাচিত শিশুকে নিষ্ঠুরভাবে ডাস্‌বিনে অথবা নদী-জঙ্গলে ফেলে আসে!!

প্রেমিকা কারো স্ত্রী হলে তখন ভ্রূণ নষ্ট করার প্রয়োজন পড়ে না। ফলে অবৈধ সন্তান স্বামীর বংশে অনুপ্রবেশ করে। যে সন্তান সে বংশের কেউ নয়, সে মীরাস পায়, অথচ সে ওয়ারেস নয়। অনেক সময় এই সন্তান প্রকৃত ওয়ারেসীনকে বঞ্চিতও করে। পরিবারে অনেকের সে মাহরাম গণ্য হয়, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে গায়র মাহরাম ও বেগানা। আর এইভাবে একটি পাপের কারণে আরো বহু গুপ্ত ফাসাদ চলতে থাকে সংসারে। যে পাপের কথা কেবল মন জানে, যেমন আসল বাপের কথা কেবল মা জানে।

৪। সমকাম

যৌবনের জ্বালা মিটাবার জন্য এক শ্রেণীর যুবক তারই মতো একজন যুবক অথবা কিশোরকে ব্যবহার ক'রে থাকে, যেমন যুবতী ক'রে থাকে তারই মতো কোন যুবতী অথবা কিশোরীকে ব্যবহার! এ কাজও বড় অশ্লীল এবং রুচিবিরুদ্ধ নোংরা। যৌবনের উন্মাদনায় অথবা নিছক খেয়াল-খুশী ও কুপ্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে নীচরা এমন নীচতা অবলম্বন ক'রে থাকে। অথচ তা হল ব্যভিচারের মত একটি কাবীরা গোনাহ।

বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার নামে তারা মিলিত হয় এবং মানুষের চোখেও তা দূষণীয়

হয় না। কিন্তু সেই ভালোবাসা এমন গভীরে পৌঁছে যায় যে, বিকৃত যৌনাচার তাদের নিত্যকার কর্ম হয়ে দাঁড়ায়!

এই সমকামিতার পাপের জন্য নবী লূত ﷺ-এর সম্প্রদায়কে চার প্রকার আযাব ও শাস্তি দিয়ে ধ্বংস ক'রে দেওয়া হয়েছিল।

প্রথমতঃ তাদেরকে কানা ক'রে দেওয়া হয়েছিল। *(সূরা ক্বামার ৩৭ আয়াত)*

দ্বিতীয়তঃ তাদের মাঝে ভীষণ এক শব্দ প্রেরণ করা হয়েছিল। *(সূরা হিজ্র ৭৩)*

তৃতীয়তঃ তাদের গ্রাম-শহরকে উল্টে দিয়ে উর্ধ্বভাগকে নিম্নে করে দেওয়া হয়েছিল।

চতুর্থতঃ তাদের উপর ক্রমাগত কাঁকর-পাথর বর্ষণ ক'রে তাদেরকে ধ্বংস ক'রে দেওয়া হয়েছিল। "যার প্রতিটি তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত ছিল। আর তা সীমালংঘন-কারীদের থেকে দূরেও নয়।" *(সূরা হূদ ৮২-৮৩ আয়াত)*

আল্লাহ তাআলা উক্ত নোংরা জাতিকে ফাসেক ও সীমালংঘনকারী বলে অভিহিত করেছেন। তিনি নবী লূত (আঃ) এর উক্তি উল্লেখ ক'রে বলেন,

{أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} (١٦٦) سورة الشعراء

"তোমরা সারা জাহানের মানুষের মধ্যে কেবল পুরুষদের সাথে যৌন-মিলন কর এবং তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য যে স্ত্রীগণকে সৃষ্টি করেছেন---তা বর্জন কর? বরং তোমরা হলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।" *(শুআরা ১৬৫- ১৬৬)*

তিনি আরো বলেন,

{وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ} (٧٤) سورة الأنبياء

"লূতকে আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তাকে এমন এক জনপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, যার অধিবাসীরা অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল। ওরা ছিল মন্দ ও ফাসেক সম্প্রদায়।" *(সূরা আম্বিয়া ৭৪ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ)).

"সে ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে ব্যক্তি লূত (আঃ) এর সম্প্রদায়ের মত সমকাম করে।" *(আহমাদ ২৯১৪, সহীহুল জামে ৫৮৯১ নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((لاَ يَنْظُرُ اللّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِى الدُّبُرِ)).

"আল্লাহ আয্যা অজাল্ল (কিয়ামতের দিন) সেই ব্যক্তির দিকে চেয়েও দেখবেন

না, যে ব্যক্তি কোন পুরুষের মলদ্বারে অথবা কোন স্ত্রীর পায়খানা-দ্বারে সঙ্গম করে।” *(তিরমিযী ১১৬৫, নাসাঈর কুবরা ৯০০১, ইবনে হিব্বান ৪৪১৮, সহীহুল জামে' ৭৮০১নং)*

এ অশ্লীলতার শাস্তির বিধান দিয়ে তিনি বলেছেন,

« مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ ».

“তোমরা যে ব্যক্তিকে লূত নবীর উম্মতের মত সমকামে লিপ্ত পাবে, সে ব্যক্তি ও তার সহকর্মীকে হত্যা করে ফেলো।” *(আহমাদ ২৭৩২, আবূ দাউদ ৪৪৬৪, তিরমিযী ১৪৫৬, ইবনে মাজাহ ২৫৬১, বাইহাকী ১৭৪৭৫, সহীহুল জামে' ৬৫৮৯নং)*

পায়ু-মৈথুন বা সমকামগ্রস্ত যুবক এমন নিকৃষ্ট ও বিকৃত-চরিত্রের যে, সে হালাল যৌন-মিলনে তৃপ্তি পায় না, হারাম ছাড়া তার আশা মিটে না, নোংরামি না ক'রে তার মনে শান্তি আসে না, স্বস্তি আসে না। এই জন্য এর অভ্যাসী বিয়ের পরেও স্ত্রীর পায়ুমৈথুন ছাড়া সাধারণ সহবাসে ততটা তৃপ্তি পায় না। অথচ স্ত্রীর পায়ুমৈথুন হল এক প্রকার কুফরী কাজ। বাস্তবপক্ষে এমন অতৃপ্তিবোধ হল তার জন্য এক প্রকার শাস্তি। এ ছাড়া এড্‌স প্রভৃতি যৌনরোগ তো আছেই।

সুতরাং জ্ঞানী যুবককে সতর্ক হওয়া উচিত, যাতে সে অনুরূপ কোন হতভাগ্যদের দলভুক্ত না হয়ে পড়ে।

৫। হস্তমৈথুন

কখনো-বা প্রেমিক-প্রেমিকার কথা হয় মনে-মনে, গোপনে, কানে-কানে, ফোনে-ফোনে।

চ্যাট হয় ফেসবুকে বা অন্য ম্যাসেজের মাধ্যমে। যৌন উত্তেজনামূলক কথোপকথন ক'রে, প্রেমিকার দেহ কল্পনা ক'রে হস্তমৈথুন হয়। কখনো ইমোতে ভিডিও কল হয়, দেখাদেখি হয় পরস্পরের সর্বাঙ্গ! চলে উভয়ের মাঝে ফোন-সেক্স এবং হাত চালিয়ে বীর্যপাত।

মিলনের স্বাদ উপভোগ করার জন্য কোন উপযুক্ত উপকরণ না পাওয়া গেলে অথবা তা ব্যবহার করার সুযোগ না থাকলে, দুধের সাধ ঘোলে মিটাবার উদ্দেশ্যে প্রায় অধিকাংশ যুবক নিজের হাতকেই কৃত্রিম বিবি বা প্রেমিকা বানিয়ে থাকে! আর এ কাজ যেহেতু নিজের দেহ ও দেহাঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেহেতু অনেকেই তা খারাপ বা অশ্লীল ভাবে না, বিধায় হালাল বা বৈধ মনে করে।

পক্ষান্তরে এ কাজও এক প্রকার নৈতিকতা ও রুচি-বিরুদ্ধ গুপ্ত অশ্লীল কাজ; যা ইসলামে অবৈধ। কোন মুসলিম নিজের বিবাহিতা স্ত্রী এবং অধিকারভুক্ত (ক্রীত বা কাফের যুদ্ধবন্দিনী) দাসী ছাড়া অন্য কারো বা কিছুর মাধ্যমে কাম-তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ () إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ () فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ ()

"বিশ্বাসীরা অবশ্যই সফলকাম হবে---- যারা নিজেদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে। তবে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসিগণের ক্ষেত্রে অন্যথা কামনা করলে তারা নিন্দনীয় হবে না। আর কেউ এদের ব্যতীত অন্যকে কামনা করলে, তারাই হবে সীমালংঘনকারী।" *(সূরা মু'মিনূন ৫-৭, সূরা মাআরিজ ২৯-৩১ আয়াত)*

সুতরাং সকল প্রকার যৌনক্রিয়া স্ত্রীর মাঝে সীমাবদ্ধ। স্ত্রী না থাকলে তা হারাম ও অবৈধ। সে ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা মুসলিম যুবকের জন্য অবধার্য। তিনি বলেন,

{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} (٣٣) سورة النــور

"যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।" *(সূরা নূর ৩৩ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বিবাহে অসমর্থ যুবকদলকে রোযা রাখার মাধ্যমে সংযম অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। *(বুখারী ৫০৬৫-৫০৬৬, মুসলিম ৩৪৬৪-৩৪৬৬, মিশকাত ৩০৮০নং)*

পরন্তু হস্তমৈথুন বৈধ হলে নিশ্চয় তার কোন ইঙ্গিত তিনি দিয়ে যেতেন।

'হ্যান্ড-প্র্যাক্টিস্' বা হাত দ্বারা বীর্যপাত করা এক প্রকার নেশা ও কুঅভ্যাস, যা সত্বর ত্যাগ করে নিজের কাম-শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত না করতে পারলে ঐ ক্ষণিকের সুখের বদলায় অপেক্ষা করছে বিরাট লাঞ্ছনা ও স্বাস্থ্যহানির ধ্বংসকারিতা।

যেমন প্রেমে পড়ার ফলে প্রেমিকাকে স্বপ্নে দেখে স্বপ্নদোষ হতে পারে প্রেমিক-প্রেমিকার। যা যুবক-যুবতীর জন্য একটি বিব্রতকর অতিরিক্ত সমস্যা।

(এ ব্যাপারে নানা অপকারিতা ও তার চিকিৎসা জানতে 'যুব-সমস্যা ও তার শরয়ী সমাধান' পড়ার অনুরোধ রইল।)

৬। প্রতারণার শিকার

ভালোবাসা করার অর্থ হল, তুষে আগুন দেওয়া; যা একেবারে দপ্ করে জ্বলেও ওঠে না, আর চট্ করে নিভতেও চায় না। বরং ভিতরে ভিতরে গোপনে পুড়ে ছাই হতে থাকে।

হৃদয়ে আনন্দের অনুভূতি যতটা হয়, তার চেয়ে বেশী হয় ব্যথার অনুভূতি। প্রেমে আনন্দের তুলনায় ব্যথা থাকে অধিক ও নিদারুণ। আর সে ব্যথার কোন অব্যর্থ ঔষধও নেই। মোট কথা ভালোবাসা যা দেয়, তার চেয়ে বহুগুণ বেশী কেড়েও নেয়।

পক্ষান্তরে কপট প্রেমে প্রেমিক যখন ধোঁকা খায়, তখন মনের গহিন কোণে হা-হুতাশ তাকে অস্থির ক'রে তোলে। মনের মানসপটে স্মৃতি জাগরিত হয়ে উঠলে প্রাণে মোচড় দিয়ে ওঠে। যখন পদ্মফুল চলে যায় এবং তার কাঁটার জ্বালা মনকে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে, তখন অপমান ও শোকে শ্বাস রোধ হয়। আর মন গেয়ে ওঠে,

'--- আজ আমি মরণের বুক থেকে কাঁদি-
অকরুণা! প্রাণ নিয়ে একি মিথ্যা অকরুণ খেলা!
এত ভালোবেসে শেষে এত অবহেলা
কেমনে হানিতে পার নারী!
এ আঘাত পুরুষের,
হানিতে এ নির্মম আঘাত, জানিতাম, মোরা শুধু পুরুষেরা পারি।'

শিমুল ফুলের মতো সুদর্শন, কিন্তু সুবাসহীন ভালোবাসায় যখন তুমি প্রত্যাখ্যাত হবে, তখন তোমার মন গাইবে,

'ভালোবেসে শেষে এত অবহেলা কেমনে সহিতে পারি,
অন্তর কাঁদে না এমন হৃদয়ে আঘাত হানিতে নারী?
তমস ছিল আমার হৃদয়ে
আলোকিত হল চন্দ্র উদয়ে
তোমার ভালবাসা হৃদে দিল আশা, অচিন দেশের কুমারী।।
আমার অন্তর আজো জ্বলিতেছে ঐ
বিঁধিয়াছে তীর প্রশমিছে কৈ?
চিরদিন রহিবে গাঁথা বহিবে রুধির চলিবে গো আহাজারি।।
কেন বাসিয়াছিলাম ভালো তোমায়
তাহারি ফল কি দিতেছ আমায়?
শিমুল-ফুল সম ভালবাসা তোমার শুধু দেখাইয়াছ বাহারী।।'

আফসোস ও আক্ষেপে মন-প্রাণ দগ্ধীভূত হবে এবং নয়ন-নীরে ভেসে তুমি গাইবে,

'ভুল করেছি সারা জীবন তোমায় ভালোবেসে,
জানি নাই যে, কাঁদতে হবে আমায় অবশেষে।'

কপট প্রেম মনকে কষ্ট দেয়। এক সাথে দুই বা ততোধিককে ভালোবাসার কথা জানা গেলে হৃদয়ে আগুন জ্বলে ওঠে। ভালোবাসায় ব্যর্থ হয়ে অনেকে কষ্টভোগ করে প্রেমিক-প্রেমিকা। 'কপট প্রেম লুকোচুরি, মুখে মধু হৃদে ছুরি।' 'জলের রেখা, খলের পিরীত' হলে রিক্ততা ছাড়া আর কী পাওয়া যায়?

কপট প্রেমে যখন ধরা পড়ে, গাড়ির চালক আসলে গাড়ির মালিক নয়, তার হাউস-ড্রাইভার অথবা মেকানিক। দোকানে বসা ছেলেটা দোকানের মালিক নয়,

তার কারবেরে। বাজার করতে আসা ঐ সুসজ্জিতা মেয়েটা মেডামের মেয়ে নয়, তার দাসী। ভালোবাসার সঙ্গী আসলে একজন বিবাহিত পুরুষ। তখন প্রেমের নৌকার ভরাডুবি হয়।

একই গগণে সূর্য ও চন্দ্র আলোকিত হয়ে একই সাথে উদিত হতে পারে না। একই হৃদয়ে দুই-এর ভালোবাসা একই সাথে যথার্থরূপে স্থান পেতে পারে না। আর সেই অস্বাভাবিকতার কথা ভেবে ভেবে দগ্ধ হয় প্রেমিক বা প্রেমিকার মন।

একজনের সাথে প্রেম ক'রে অন্য একজনকে বিবাহ করে অনেক প্রেমিক বা প্রেমিকা। অনেকে নিরুপায় থাকে তার সে অপছন্দের বিবাহে। অনেকে থাকে স্বার্থপর। অপেক্ষাকৃত ভালোর সন্ধান পেয়ে মত ও পথ পরিবর্তন করে! তখন দূর হতে আক্ষেপ ছাড়া আর কী?

তোমার মনের বাগিচা হতে তুলিয়াছি ফুল আঁচল ভরে,
সুবাসিত ঐ জীবন প্রাতে গাঁথিয়াছি মালা প্রেমের ডোরে।
ধিক্কার তব হেরিয়া তোমারে ঐ হলুদবরণ বস্ত্রতে,
তাই কি আছে লিখিত হায় রে প্রতারক প্রেম শাস্ত্রতে।

প্রেম ক'রে যৌবন লুঠে প্রত্যাখান করে অনেক কপট প্রেমিক। প্রেমের সাফল্যের কথা বললে বলে, 'প্রেম করা মানে বিয়ে করা নয়! আজীবন বন্ধু হয়েও থাকা যেতে পারে!' তখন প্রেমিকার মাথায় বজ্রাঘাত হয়।

বিবাহিত হয়ে পরকীয় প্রেমে জড়িত থাকে অনেক স্বামী বা অনেক স্ত্রী। পতির সংসারে সতী বেশে বসবাস ক'রে উপপতির সাথে অসতীর কাজ করে অনেক দুঃসাহসিনী। অনেকে পতি ছেড়ে উপপতির সাথে বেরিয়েও যায়! স্বামী থাকতে আর এক স্বামী গ্রহণ করে!

রাক্ষসী তুমি মায়াবিনী তুমি বড়ই যাদু জানো,
মায়া বলে তুমি ভুলায়ে অপরে হৃদয়ে টানিয়া আনো।
'সোনাহার' তুমি হইয়াছ চুরি আপনা আপন দ্বারা,
অধীনে তাহার ছিলে গো সুখে, আজ যে সর্বহারা।

বহু ভন্ড প্রেমিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রেম করে, রাজকন্যার রাজত্বের লোভে পড়ে তাকে প্রেমজালে ফাঁসিয়ে ধন শিকার করে।

অনেক প্রেমিকাও প্রতারণার সাথে প্রেমের অভিনয় ক'রে অন লাইনে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় টাকা হাতিয়ে নেয়।

এই শ্রেণীর প্রেমিক-প্রেমিকারা ভালবাসাকে দুর্বলতা মনে করে। আর তাই ব্যবহার ক'রে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে।

স্বার্থপরতার প্রেমে স্বার্থে আঘাত লাগলে অথবা স্বার্থে সিদ্ধিলাভ হয়ে গেলে প্রেম আর প্রেম থাকে না। ওদেরই একটি অভিজ্ঞতার কথা হল,

'ভালোবাসার এমনি মজা যেমন নাকি ঘি,
যাবৎ Hot তাবৎ Good, Cold হলেই ছি।'

'ভালোবাসা হল মুড়ির মতো, সময় গেলে মিইয়ে যায়।'

'ভালোবাসা প্রজাপতির মতো, যদি শক্ত করে ধর, মরে যাবে। হাল্কা করে ধর, উড়ে যাবে। তবে যদি যত্ন ক'রে ধর, তাহলে কাছে রবে।'

প্রকৃত প্রেমিক ভালবাসা ছাড়া অন্য কিছু চায় না। যে ভালবাসার নামে অনেক কিছু চায়, তাকে উপেক্ষা করা উচিত। কিন্তু এমন এক পর্যায়ে প্রেম এসে পৌঁছায়, যখন তা ফেলাও যায় না, গেলাও যায় না! মানসিক এই পীড়া কত বড় ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা ভেবে দেখা দরকার।

পক্ষান্তরে ধোঁকাবাজি, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা এমন পাপকাজ, যা মানুষকে দোযখে টেনে নিয়ে যায়। *(সহীহুল জামে' ৬৭২৬ নং)* একজনকে 'তোমাকে ছাড়া বিয়েই করব না' বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তার যথাসর্বস্ব লুঠে নিয়ে তাকে ধোঁকা দেওয়া, অথবা তার চেয়ে আরো ভালো কেউ নজরে পড়লে প্রথমকে বর্জন করে দ্বিতীয়কে গ্রহণ করা, ইত্যাদি প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা ঐ কপট প্রেমের আগা-গোড়াই অমানবিক কর্ম।

বড়র প্রীতি সমুদ্রের মতো, কাছে টানলে দূরে ঠেলে দেয়। ছোটকে তুচ্ছ ক'রে প্রেম প্রত্যাখ্যান করে। তরঙ্গাভিঘাতে বারবার হৃদয় চুরমার হতে থাকে।

বলা বাহুল্য, অবৈধ ও প্রতারণার প্রেম আসলে একটি মানসিক যন্ত্রণা, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৭। অসফল ও অসম প্রেম

অসম প্রেম বলতে নিচু বা উঁচু কাউকে ভালোবাসা, যার সাথে অর্থ বা মর্যাদার বিশাল বৈষম্য আছে। যেমন মু'মিন-কাফের, মুসলিম-মুশরিক, নামাযী-বেনামাযী, গেঁয়ো-শহুরে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ইত্যাদি।

মুসলিম-অমুসলিম সহাবস্থানের পরিবেশে আপোসের প্রেম অসম্ভব ও অস্বাভাবিক নয়। অস্বাভাবিক হল মুসলিম হয়ে অমুসলিমকে ভালোবাসাটা।

অনেকে বলে যে, সে তো একজন মানুষকে হিদায়াতের আলো দানের চেষ্টা করেছে। কিন্তু হয়তো আসল কথা হল এই যে, সে তার প্রেমজালে বন্দী হয়ে পড়েছে। তারা মহান প্রভুর নির্দেশ জানে না বা মানে না। তিনি বলেন,

{وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (٢٢١)

"অংশীবাদী রমনী যে পর্যন্ত না (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস করে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। অংশীবাদী নারী তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তার থেকেও উত্তম। (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস না করা পর্যন্ত অংশীবাদী পুরুষের সাথে (তোমাদের কন্যার) বিবাহ দিয়ো না। অংশীবাদী পুরুষ তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসী ক্রীতদাস তার থেকেও উত্তম। কারণ, ওরা তোমাদের আগুনের দিকে আহবান করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় ইচ্ছায় বেহেশ্ত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।" *(বাক্বারাহঃ ২২১)*

পরন্তু অমুসলিমকে নিয়ে সংসার করলে জাহান্নামে ঘর বাঁধা হয় এবং তা হয় মানসিক মহা পীড়ার কারণ, যখন সে বুঝতে পারে যে, তার সে কাজ আদৌ ঠিক হয়নি।

নারী-পুরুষের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠার যুগে ধর্ষণ ঘটা অস্বাভাবিক নয়, যেমন অস্বাভাবিক নয় যে কোনও ধরনের রমণীর সাথে ভালোবাসা হয়ে যাওয়া। যা অস্বাভাবিক তা হল, একজন জ্ঞানী ও মুসলিম যুবকের এই প্রমাণ করা যে, 'পিরীতে মজিল মন, কি-বা হাঁড়ি, কি-বা ডোম!' 'পিরীত না মানে ছোট জাত, ঘুম না মানে শ্মশান ঘাট, পিয়াস না মানে ধুবি ঘাট।'

বেপর্দা পরিবেশে প্রেম-পিরীত স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু অস্বাভাবিক হল একজন মুসলিম যুবকের বেপর্দা মহিলাকে ভালোবেসে ফেলা।

সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে প্রেম হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু অস্বাভাবিক হল, মুসলিম দেশেও এমন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চালু রাখা।

বাড়ির দাস-দাসীর সঙ্গেও বাড়ির লোকের অবৈধ প্রণয় গড়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। যা অস্বাভাবিক তা হল, মুসলিম পরিবারের এমন ঢিলা তরবিয়ত ও অবজ্ঞাপূর্ণ অভিভাবকত্ব।

কোন নিকটাত্মীয়া যুবতীর সাথেও ভালোবাসা হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক হল, একই বাড়িতে এগানা-বেগানার এমন সহাবস্থান। আর চরম অস্বাভাবিক হল কোন এগানা বা মাহরামের সাথে প্রেম হয়ে যাওয়া!

এসব ক্ষেত্রে নিদারুণ অস্বস্তি ও মানসিক যন্ত্রণা আসে তখন, যখন প্রেমের নেশা কেটে যায়। আরামের চুলকানির পর জ্বালা শুরু হয়।

কোন গরীব-নিঃস্বের বড়লোককে ভালোবাসা এমন অপরাধ যাতে বঞ্চনা ছাড়া অন্য কিছু জোটে না। দূরবর্তী অবস্থানে থেকে বড়কে ভালোবাসলে কান্না ছাড়া আর কী লাভ হতে পারে? আকাশ সাগরকে ভালোবাসে। তাই তো সে তাকে না পেয়ে বৃষ্টির কান্না কেঁদে পৃথিবী ভাসিয়ে দেয়।

আসলে 'যা ভুল ক'রে চাওয়া হয়, তা পেতে কূল যায়।' আর সমতাহীন ভালোবাসাই জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল।

কখনো হয় একতরফা ভালোবাসা। তাতেও থাকে প্রত্যাখ্যান। উপর তলার লোক তখন নিচু তলার লোককে পাত্তা দিতে চায় না। অনেক সময় ফাঁদ-ছাড়া বকের মতো মাছ শিকার করলেও প্রেমের ফাঁদে পড়তে চায় না। প্রেম-প্রার্থনার কথা জানতে পেরেই সে জানিয়ে দেয় মনের কথা,

আমারে ধরিবে কিছু কি কহিবে পিছনে দিয়া ছুট?
পারিবে না তাহা ভাবিয়াছ যাহা কহি নাই আমি ঝুট।
আমায় বাঁধিবে? কী দিয়া বল? পাটের পাকাইয়া রশি?
কক্ষনো না, বাঁধা রহিব না তুমি যতই বাঁধো কষি।
শণ হইতে দড়ি পাকাইয়া বিশগুণ তারে ক'রে
গায়ের জোরে তুমি আমারে বাঁধো হে সেই ডোরে।
তবুও না আমি বড় দুর্দম, তাহাতে আমার দোষ কী?
তোমার এ ডোর চোখের নিমেষে অনাসে দিব ফস্কি'।
তবে কি দিয়া বল বাঁধিবে আমায় মায়া কান্না কাঁদিয়া,
শ্রেষ্ঠ রজ্জু হৃদয় বাঁধনে, পারিবে রাখিয়া বাঁধিয়া?
দিব ফাড়িয়া যাইব ছিঁড়িয়া যদিও হয় প্রেমডোর,
আমি নির্মম, নির্দয় ঘোর, আমি দাগাবাজ চোর!

'উপর দিকে তাকিয়ে পথ চললে হোঁচট খেতে হয়।' বড়লোকের মেয়েকে ভালোবাসতে আঘাত খেতে হয়। 'বড়র পিরীত বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণে চাঁদ।' 'বড় গাছের তলায় বাস, ডাল ভাঙ্গলেই সর্বনাশ।'

এই ক্ষেত্রে বলা যায়, 'ভালবাসা সুখকে হত্যা করে, আর সুখ ভালবাসাকে হত্যা করে।'

'টাকা না থাকার ফলে ভালোবাসা চলে যায়। কিন্তু টাকা দিয়ে ভালোবাসা কিনতে পাওয়া যায় না।' 'দরজা দিয়ে অভাব প্রবেশ করলে জানালা দিয়ে ভালোবাসা গোপনে পলায়ন করে।' 'অভাব যখন তুফান হয়ে এসে ঘরের জানালায় আঘাত করে, তখন ভালবাসার ফুলদানি পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।' 'দারিদ্রের ঝড়ে ভালবাসার প্রদীপ নিভে যায়।'

ধন দিয়ে যেমন মন কিনতে পাওয়া যায় না, তেমনি মন দিলেও একতরফাভাবে ধনীকে আপন বানানো যায় না। আবার ভালোবাসা দিয়ে মন জয় করা যায়, কিন্তু অবস্থার বৈষম্যকে জয় করা যায় না।

ভাঙ্গা ঘর থেকে চাঁদ দেখা যায়, কিন্তু তা ধরা যায় না। খোলা আকাশের নিচে বাস ক'রে চাঁদ দেখা যায়, তার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না এসে গায়ে লাগে, তার মাধুর্য

অনুভব করা যায়। কিন্তু তা ধরা যায় না।

বামুন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়ানো যায়, কিন্তু সেই হাত দিয়ে চাঁদকে ছোঁয়া যায় না।

একদা এক ইঁদুর একটি উটকে দেখে ভালোবেসে ফেলে তার লাগাম ধরে নিজের বাসার দিকে টানতে শুরু করলে উটও তার অনুসরণ করল। গর্তের সামনে দাঁড়িয়ে ইঁদুর মনে মনে বলতে লাগল, 'ওরে মন! একে তুমি রাখবে কোথায়? এমন ঘর বানাও, যা তোমার প্রেমিকের জন্য উপযুক্ত। নচেৎ এমন প্রেমিক কর, যার জন্য তোমার এ ঘর উপযুক্ত হয়।'

মানুষ তার জীবনের দুটি সময়ে বড় বোকা হয়, যখন সে ভালোবাসে এবং যখন সে বৃদ্ধ হয়। বিশেষ ক'রে অসমতার ভালোবাসা তাকে এমন বোকা বানায় যে, বঞ্চনার বেদনায় তাকে আজীবন অশ্রু বিসর্জন করতে হয়।

অবশ্য প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পেরে নিরুপায় হয়ে অনেককে অন্যের সাথে বিয়ের আসনে বসতে হয়। আর তখনকার সেই বিরহ-ব্যথা হয় অবর্ণনীয়, আঘাত হয় অসহনীয়। তখন মনে মনে কথা হয় প্রেমিক-প্রেমিকার,

'যাইব আমি পথের পরে চাইব নাকো ফিরে,
মুছবে তুমি চোখের পানি আঁচল দিয়ে ধীরে।
তা'পর ঢুকিবে ঘর----
তোমার আমার শেষ দেখাতে হইব আমি পর।'

রাজিয়া বিয়েতে রাজি হওয়ার পরেও অভিভাবকের চাপের মুখে পরিস্থিতির সামাল দিতে পারে না। বাধ্য হয়েই সে বধূ বেশে অন্যের ঘরে চলে যায়। আর তার প্রেমিকের মনে যে তীর এসে আঘাত করে, তা কি সইবার মতো? চোখের সামনে তাকে অন্যের সাথে চলে যেতে দেখে চোখের পানিতে গাল ভাসায় আর বলে,

'ও রাজিয়া রাজিয়া নব রঙে সাজিয়া
রুনুঝুনু বাজিয়া কোথায় চলিতেছ সই?
চলিতেছ হেসে হেসে কাকে যেন ভালবেসে
আমাকে ফেলিয়া শেষে বল তো কেমনে রই?'

প্রেমিক-প্রেমিকার উপায়হীনতা ও অসফলতার কথা উভয়েই স্বীকার করে। অনেক সময় মনকে সান্ত্বনা দেয়। বিধির বিধানের কথা বড় কষ্টের সাথে মেনে নেয়।

'মোরা একই বাগের জোড়া বুলবুলি,
যৌবন বসন্তে হর্ষে সদা ফুল তুলি।
হেন কালে আসে ঝড় কাঁপি থরথর,
দুইধার হই মোরা, আমি তার পর।'

অবস্থা অনুমান ক'রে ওজর পেশ করে। যেন সে তার কাছে ক্ষমা চায় এবং

নিজের গত্যন্তরহীনতা ও অপারগতার কথা জানিয়ে দেয়।

'বিষাদ-সিন্ধুর বন্ধু আমার বিন্দু-বারি আঁখে,
সপ্ততলে বন্দিনী সে, হৃদয় নদীর বাঁকে।
ক্ষোভ-লজ্জায় অস্থি-মজ্জায় পীড়িতা দুখিনী বিধুরা,
বিরহে আমার কাতর বড় প্রণয়ে আমার মধুরা।
সীমন্ত তার সীমান্তহারা জীবন্ত যেন মরা,
কী লাগি তার হইল বিদগ্ধ কণ্ঠ মধুক্ষরা?
দেখিয়া সে দৃশ্য কাঁপে যে বিশ্ব নিষ্করুণ ব্যথাতুর,
চঞ্চল হৃদয় বিধুনিত-মন বুঝে তাহা বহুদূর।
আর পারি না বন্ধু দেখিতে আমি চরম উপায়হারা,
ভাবিও না মোরে অন্ধ, আমি অস্তপথের তারা।'

কিছু অসফল ভালোবাসা হল, অজানা ভালোবাসা। যাকে ভালোবাসা হয়, সে তার ভালোবাসার কথা বুঝতে পারে না, তাকে মুখ ফুটে বলার সাহস হয় না অথবা সুযোগ হয় না। অথচ ভালোবাসা অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হয়, এ ক্ষেত্রে ভাষার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু অনেক ভালোবাসা কেবল ভালো ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অতঃপর সে যখন অন্যের সাথে ঘর বাঁধতে যায়, তখন মনের দুঃখে নিজেকে শেষ ক'রে দিতে চায়। আক্ষেপ ও অনুতাপে নিজেকে ধিক্কার দেয়। মনস্তাপে নিজে দগ্ধীভূত হয়। হতাশ হয়ে ভেঙ্গে পড়ে।

'আমি বৃথায় স্বপন করেছি বপন আকাশে,
তাই আকাশ-কুসুম করেছি চয়ন হতাশে।'

অজানার অপেক্ষায় অচিন মুসাফির প্রেমের প্রতীক্ষায় থাকে। আর বঞ্চনাই তার শেষ প্রাপ্য হয়।

'বিচ্ছেদের বিচ্ছেদের আশার আশায়,
জীবনের খেলা বুঝি শেষ হয়ে যায়।'

প্রেমিক যদি মনের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহলে তার ভালোবাসা অসফল হয়। 'ভালোবাসার অর্থ হল, যাকে তুমি ভালোবাসো, তার মতো জীবন-যাপন কর।' এ কথা মেনে না নিলে পরিণাম পীড়া ছাড়া অন্য কিছু হয় না।

অনুরূপ প্রেমাস্পদ যদি একবার বিশ্বাস হারায়, তাহলে ভালোবাসা হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে। যেহেতু 'বিশ্বস্ততা বালির কেল্লার মতো, যা তৈরি করা কঠিন, কিন্তু ভেঙ্গে পড়া খুব সহজ।'

অসফল ভালোবাসা জীবনের যন্ত্রণা বৈ কিছু নয়। যে যন্ত্রণা মানুষকে স্বস্তির সাথে জীবন-ধারণ করতে দেয় না। বরং যতদিন বাঁচে জিওল মাছের মতো অল্প পানিতে সংকীর্ণ পাত্রে!

৮। প্রেম ও অশান্তির সংসার

অবৈধ প্রেম করে বিয়ে করা বউ নিয়ে গঠিত সংসার অধিকাংশ টিকে না। কারণ, বিয়ের পূর্বে ভালোবাসায় অতিরঞ্জন ও অভিনয় থাকে, প্রেমের প্রবল উচ্ছ্বাসে দূরকে ভালো মনে হয়, দূরে-দূরে থাকলে প্রেম গাঢ় হয়, অতিরঞ্জিত প্রেম পাওয়া যায়, ত্রুটি নজরে পড়ে না। দূরে থেকে কেবল প্রেমের সোহাগ নেওয়া যায়, শাসনের বাধা পাওয়া যায় না। তাছাড়া নতুন নতুন সবকিছুই ভালো লাগে, অসুন্দরীকে আচমকা-সুন্দরী লাগে। 'দূর থেকে সরষে ক্ষেত ঘন লাগে।' দূর থেকে উত্তপ্ত মরুভূমিকেও পানির সাগর মনে হয়। আর দূর বলেই-

'নদীর এ পার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
ও পারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস।---'

ভালোবাসার আসল পরীক্ষা হয় বিবাহের পরে। সম্পর্কের শুরুতে প্রেমিক-প্রেমিকা ভালোবাসা নিয়ে খেলা শুরু করে। কিন্তু সম্পর্ক পাকা হতেই ভালবাসা তাদেরকে নিয়ে খেলতে শুরু করে। প্রেমিকা বিয়ের আগে জানে না যে, যে ভালোবাসে, সে শাসনও করে। সুতরাং শাসন এলেই মন বিগড়ে যায়।

'দিয়েছিলে হৃদয় যখন
পেয়েছিলে প্রাণমন দেহ।
আজ সে হৃদয় নাই   যতই সোহাগ পাই
শুধু তাই অবিশ্বাস বিষাদ সন্দেহ।।'

আসলে বিয়ে হলে ভালোবাসা মিইয়ে যায়।

'ভালোবাসার এমনি মজা যেমন নাকি ঘি,
যাবৎ হট তাবৎ গুড কোল্ড্ হলেই ছি।'

নূতনেই প্রেম মিঠে থাকে, বাসি হলেই টকে। নূতন প্রেমে নূতন বধূ, আগাগোড়া কেবল মধু। পুরাতনে অম্লমধুর একটু ঝাঁঝালো।

তাই প্রেমের বিয়ের প্রথম বছরে স্বামী শোনে, দ্বিতীয় বছরে স্ত্রী শোনে। আর তৃতীয় বছরে পাড়া-প্রতিবেশী সবাই শোনে!

প্রেমিকা ও স্ত্রীর মাঝে পার্থক্য হল এই যে, প্রথমা পুরুষকে সর্বাবস্থাতেই গ্রহণ ক'রে থাকে, আর দ্বিতীয়া মনের মতো করার জন্য তার পরিবর্তন চায়।

বিবাহের পূর্বে দূরে দূরে থাকলে প্রণয়িণী কেবল হৃদয়ে থাকে, বিবাহের পর সংসারে এলে, সর্বক্ষণের জন্য একান্ত কাছে এলে অনেক সময় তার বিপরীত দেখা যায়। (আর এ জন্যই নিজের স্ত্রী চাইতে অপরের স্ত্রী বেশী ভালো মনে হয়। যেমন স্ত্রীকেও অন্যের স্বামী অধিক ভালো লেগে থাকে।) অতঃপর হয় এই যে, কাছে এসে একটি আঘাত খেলেই প্রেমের সে শিশমহল ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। কপট

প্রেমকে ভিত্তি করে মাকড়সা বা তাসের ঘরের মত যে ঘর-সংসার গড়ে ওঠে, তা সামান্য প্রতিকূল বাতাসেই বিধ্বস্ত হয়ে যায়। পশ্চিমা দেশগুলোতে তালাকের আধিক্য এ কথার স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। যেখানে ফুল তুলে তার গন্ধ ও সৌন্দর্য লুটে নিয়ে ঝলসে গেলে ছুঁড়ে ফেলা হয়। নাম-মাত্র বিবাহ হলেও অল্প কয়েক দিনে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে।

তাছাড়া ঐ শ্রেণীর অনেক বিবাহ কোন চাপে পড়ে করতে হয়, মন থেকে নয়; বরং অনেক সময় সমাজ ঐ বিবাহকে প্রেমিক-প্রেমিকার ঘাড়ে শাস্তি স্বরূপ (?) চাপিয়ে দেয়। অথবা গর্ভ হয়ে গেলে প্রেমিকা অথবা তার কর্তৃপক্ষের চাপে বা কেবল লজ্জা ঢাকার জন্য প্রেমিক বিবাহ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সর্বশেষ ফল দাঁড়ায়, যুবতীর লাবণ্য ধ্বংস ও পরে বিবাহ-বিচ্ছেদ।

অবৈধ প্রেম-ঘটিত কারণে অনেকের সোনার সংসার ধ্বংস হয়ে যায়। অপর এক নারীকে ভালোবাসতে গিয়ে নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি অবিচার ও অত্যাচার করা হয়। অথবা কোন কুলবধূর প্রেমে পড়ে অথবা তার প্রেমকে প্রশ্রয় দিয়ে, তাকে প্রেমপত্র লিখে বা গায়ে-পড়া হয়ে সাক্ষাতে অথবা ফোনে মধুর কথা বলে প্রেমজালে আবদ্ধ করার চেষ্টা ক'রে তার স্বামীর সংসারে অশান্তির মহাপ্রলয় আনয়ন করা হয়। লম্পট হলেও কোন স্বামীই চায় না যে, তার স্ত্রী অন্যাসক্তা হোক, যেমন কোন স্ত্রীও চায় না যে, তার স্বামী অন্যাসক্ত হোক বা দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করুক। সুতরাং উভয় প্রকার ধ্বংসই যে মহাধ্বংস তা বলাই বাহুল্য।

মহানবী ﷺ বলেন,

« لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ».

“যে ব্যক্তি কারো স্ত্রী অথবা ক্রীতদাসকে তার (স্বামী বা প্রভুর বিরুদ্ধে) প্ররোচিত করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।” *(আহমাদ ৯১৫৭, আবূ দাউদ ২১৭৭, হাকেম ২৭৯৫, ইবনে হিব্বান ৫৫৬০নং)*

আল্লাহর রসূল আরো ﷺ বলেন,

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا)).

“সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমানতের কসম খায়। আর যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অথবা কোন দাসকে তার প্রভুর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে, সে ব্যক্তিও আমাদের দলভুক্ত নয়।” *(আহমাদ ২২৯৮০, বায্যার ৪৪২৫, ইবনে হিব্বান ৪৩৬৩, হাকেম ৪/২৮৯, সহীহুল জামে' ৫৪৩৬নং)*

তাছাড়া অবৈধ প্রেম সৃষ্টি করার ব্যাপারে যেমন শয়তানের বড় হাত থাকে, তেমনি বৈধ প্রেম ধ্বংস করা এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা হল তারই কাজ। শয়তান সমুদ্রের পানির উপর সিংহাসন পেতে বিভিন্ন মহাপাপ সংঘটিত

করার জন্য নিজের চেলাদল পাঠিয়ে থাকে। প্রত্যহ হিসাব নেওয়ার সময় তার নিকট সব থেকে বেশী প্রশংসার্হ হয় সেই চেলাটি, যে কোন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে পেরেছে। সিংহাসন ছেড়ে উঠে এসে এমন চেলাকে জড়িয়ে ধরে সাবাসী ও বাহাদুরীও দেয় ইবলীস!

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ – قَالَ – فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ ». قَالَ الأَعْمَشُ أُرَاهُ قَالَ « فَيَلْتَزِمُهُ ».

"সমুদ্রের উপর শয়তান তার সিংহাসন রেখে মানুষকে বিভিন্ন পাপ ও ফিতনায় জড়িত করার উদ্দেশ্যে নিজের শিষ্যদল পাঠিয়ে থাকে। তার কাছে সেই শিষ্য সবচেয়ে বড় মর্যাদা (ও বেশী নৈকট্য) পায়, যে সবচেয়ে বড় পাপ বা ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। কোন শিষ্য এসে বলে, 'আমি এই করেছি।' ইবলীস বলে, 'তুই কিছুই করিস্‌নি।' অন্যজন বলে 'আমি একজনের পিছনে লেগে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়া করিয়েছি।' তখন শয়তান তাকে নিকটে করে (জড়িয়ে ধরে) বলে, 'হ্যাঁ, তুমিই একটা কাজ করেছ!" *(আহমাদ, মুসলিম ৭২৮৪নং)*

অনেক সময় পুরনো প্রেমের জের ধরে ফোন আসে, কোন অচেনা মুসাফির প্রেম-মহলে প্রবেশ করে। ফলে তা নিয়ে অশান্তি সৃষ্টি হয় সংসারে।

শুধু স্বামী-স্ত্রীর মাঝেই নয়, বরং এই অশান্তির ঝড় নেমে আসে তাদের আত্মীয়দের মাঝেও। বিশেষ করে তাদের সন্তান থাকলে তাদের জীবনে যে চরম সর্বনাশী পরিণতি নেমে আসে তা অনুমেয়। 'কোলের ছেলে জলে ফেলে যৌবন সাজিয়ে' স্বামীর সংসার ছেড়ে নতুন রসিক নাগরের সাথে গোপনে বের হয়ে সংসার ও ব্যভিচার করলে ঐ ছেলের অবস্থা যা হয়, তা দেখে পথের শিয়াল-কুকুরও কাঁদে! আশ্রয়হীন হয়ে উপযুক্ত অভিভাবক বিনা মানুষ হতে গিয়ে অনেক সময় দুশ্চরিত্র ও অসৎরূপে গড়ে ওঠে। আর এর ফলে যত ক্ষতি হয়, তার মূল কারণ হল ঐ সংসার-বিনাশী মানবরূপী শয়তান রসিক নাগর।

৯। দাম্পত্যে বিশ্বাসঘাতকতা

অনেক প্রেমিকের এমন অবস্থা হয় যে, প্রেমিকাকে বিয়ে করতে সফল হয় না এবং অনেক প্রেমিকারও এমন অবস্থা হয় যে, প্রেমিককে জীবনসঙ্গীরূপে পেতে কৃতার্থ হয় না। তার বিয়ে হয় অন্যের সাথে স্বাভাবিক রীতিতে গতানুগতিক প্রথাতে। কিন্তু প্রেমের প্রতিমাকে মনের আসন থেকে নামাতে পারে না। ফলে তার

দেহ থাকে পতির কাছে, কিন্তু মন থাকে উপপতি সেই পুরনো প্রেমিকের কাছে। উভয়ের মনই যোগিয়ে চলে খুবই সন্তর্পণে, খুবই সতর্কতার সাথে!

অনুরূপ মজনুও বউ নিয়ে সংসার করে, কিন্তু লায়লাকেও ভুলতে না পেরে মনের আসনে তাকে বসিয়ে রাখে। কখনো কখনো তার সাথেও সেই সম্পর্ক জেগে জেগে ওঠে।

এর ফলে খেয়ানত চলে। জানাজানি হয়ে গেলে এমন সংসারে নানা অশান্তি হয়। গৃহবধূর বেশে লায়লা স্বামীর বংশে মজনুর সন্তানের জন্ম দেয়। অনেক সংসার অচিরে ভেসে যায় অসাফল্যের বন্যায়।

এ হল দাম্পত্যের বিশ্বাসঘাতকতা। এতে বিশ্বাসঘাতক সফল হতে পারে না। যুলাইখার স্বীকারোক্তি উল্লেখ ক'রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ} (٥٢) يوسف

'এটা এ জন্য যে, যাতে সে জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।' *(ইউসুফঃ ৫২)*

পুরনো প্রেমের লায়লার সাথে সাক্ষাৎ না হলেও স্ত্রী-মিলনের সময় লায়লাকে কল্পনা করা, তদনুরূপ মজনুর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ না হলেও স্বামী-সহবাসের সময় মজনুকে কল্পনা করাও এক প্রকার খেয়ানত ও ব্যভিচার। যেহেতু সহবাসের সময় স্ত্রীর জন্য বৈধ নয় তার মনের মানুষকে অথবা অন্য কোন সুন্দর ও সুস্বাস্থ্যবান পুরুষকে কল্পনা করা এবং স্বামীর জন্য বৈধ নয় তার মনের মানুষকে অথবা অন্য কোন সুন্দরী ও সুস্বাস্থ্যবতী যুবতীকে কল্পনা করা। বৈধ নয়, পরপুরুষ বা পরস্ত্রীর নাম নিয়ে উভয়ের যৌনতৃপ্তি নেওয়া অথবা উত্তেজনা বৃদ্ধি করা। অন্ধকারে অথবা চোখ বন্ধ ক'রে মনে মনে যাকে ভালোবাসে, তার সাথে মিলন করছে খেয়াল করা।

উলামাগণ বলেন, 'যদি কেউ এক গ্লাস পানি মুখে নিয়ে যদি কল্পনা করে যে, সে মদ খাচ্ছে, তাহলে তা পান করা হারাম।' *(মাদখাল ২/১৯৪-১৯৫, ফুরু' ৩/৫১, ত্বারহুত তাষরীব ২/১৯)*

১০। তালাক

প্রেমের সাফল্য হল বিয়ে করে সংসার করা। কিন্তু প্রেম-পাগলাদের কাছে অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, অবৈধ প্রেম ক'রে বিয়ে করার সংসার অধিকাংশ টিকে না। এমনিতেই বৈবাহিক বন্ধন খুব স্পর্শকাতর, তা যেন তাসের ঘর অথবা শিশমহল। তার উপর ভালোবাসার সংসারে থাকে অতিরিক্ত আশা, অতিরিক্ত

পাওয়ার চাহিদা। আর তাতে সামান্য ত্রুটি বা অবহেলা দেখা গেলে মন ভেঙ্গে যায়। আঘাতটা বেশি লাগে। ভালোবেসে শেষে অনেক অবহেলা ধারণা হয়।

পরন্তু ভালোবাসার জীবনে শুধু ভালোবাসা থাকে, থাকে উদারতা ও ক্ষমাশীলতা। প্রেম-জীবনে কেবল সোহাগ থাকে, স্বাধীনতা থাকে। থাকে না শাসন, আধিপত্য ও পরাধীনতার অনুভূতি। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে তা পরিলক্ষিত হলে বালির প্রাসাদ রোদের তাপে ও বাতাসের দাপটে ধীরে ধীরে খসতে থাকে। আর কল্পনাভিত্তিক সে সফল জীবনের পরিণতি হয় তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদ!

আমেরিকার এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, যারা সুদীর্ঘ প্রেম কাহিনী সৃষ্টি ক'রে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তাদের দাম্পত্য সফল হয়নি। *(আর-রিয়ায পত্রিকা, ৬৩ সংখ্যা)*

মুসলিম দেশের অবস্থাও তাদের থেকে ভিন্ন নয়। রিয়াযস্থ 'মুস্তাশফা তাখাস্‌সুসী' হাসপাতালের অধীনে চালানো এক সার্ভেতে দেখা গেছে, অধিকাংশ তালাক ঘটেছে সেই দম্পতিদের মাঝে, যাদের বিবাহ হয়েছিল অবৈধ প্রেমে জড়িত থাকার পরে। *(আল-য়্যামামাহ পত্রিকা, ১৪৮২ সংখ্যা)*

প্রেম-ঘটিত কারণে অনেক বিবাহ কোন চাপে পড়ে করতে হয়, মন থেকে নয়; বরং অনেক সময় সমাজ ঐ বিবাহকে প্রেমিক-প্রেমিকার ঘাড়ে শাস্তি স্বরূপ (?) চাপিয়ে দেয়। অথবা গর্ভবতী হয়ে গেলে প্রেমিকা অথবা তার কর্তৃপক্ষের চাপে বা কেবল লজ্জা ঢাকার জন্য প্রেমিক বিবাহ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সর্বশেষ ফল দাঁড়ায়, যুবতীর লাবণ্য ধ্বংস ও পরে বিবাহ-বিচ্ছেদ।

অনেক দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে পুরনো প্রেমের হিসাব মিটাতে গিয়ে। অন্যের প্রেমভুত তাদের ঘাড় থেকে না নামলে জানাজানির পরে দাম্পত্য সুখে টানাটানি শুরু হয়। শেষে ঘটে যায় তালাক।

অবশ্য অনেক সংসারই চলে স্বাভাবিক সংসারীদের মতো। তবে তাদের গাড়ি চলতে না চাইলেও চালানো হয়। তাদের সংসার-গাড়ি চলে টানে, না হয় ঠেলায়। সন্তানের টানে অথবা সমাজের চাপে অনেকের সংসারের শেষ সুতো 'ছিঁড়ব-ছিঁড়ব' অবস্থায় অবশিষ্ট থাকে।

পিরীতের রীতিতে বিবাহিত লায়লা-মজনু! তোমরা হয়তো বলবে, 'ইউরোপের লোকেরা বেশ সুখে আছে, অথচ তাদের প্রায় সবারই প্রেম-ভালবাসায় ইয়ে ক'রে বিয়ে।'

আমরা বলব, এটি তোমাদের অনভিজ্ঞ ধারণাপ্রসূত কথা। তাদের প্রেম-ঘটিত খুন, আত্মহত্যা ও তালাকের খবর নাও, তারপর তাদের সুখের কথা ভেবো। তারকা দূর থেকেই আকাশে উজ্জ্বল দেখায়। কিন্তু তার পশ্চাতে আছে ঘনঘটা অন্ধকার।

১১। শত্রুতার সৃষ্টি

প্রেমে অসফল হলে, প্রতারিত বা প্রত্যাখ্যাত হলে ভালোবাসা শত্রুতে পরিণত হয় অনায়াসে। প্রতিশোধ নেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তখন প্রেমিককে দুশমন বানায়। চেষ্টায় থাকে, যে কোনও ভাবে তার দুশমনি প্রকাশ করতে, যে কোনও উপায়ে তার কোন ক্ষতি করতে ও সর্বসুখ ধুলিসাৎ করতে।

অনেক সময় ভালোবাসা বেশি হয়ে গেলে, প্রেমের অতিরঞ্জন হলেও ক্ষতি আসে অতির কারণে।

কথায় আছে, 'অতি প্রেমে অমিত বিচ্ছেদ।'

'লোহায় লোহা কাটে বিষে কাটে বিষ,
ভালোবাসা বেশী হলে হয়ে যায় রিস।'

'অতি পীরিত যেখানে,
নিত্য যাবে না সেখানে।
যাবে যদি নিত্যি,
ঘটবে একটা কীর্ত্তি।'

'ভালোবাসা প্রজাপতির মতো, যদি শক্ত ক'রে ধর, মরে যাবে। হাল্কা ক'রে ধর, উড়ে যাবে। তবে যদি যত্ন ক'রে ধর, তাহলে কাছে রবে।'

'ভালোবাসার এমনি গুণ,
পানের সঙ্গে যেমন চুন।
অল্প হলে লাগে ঝাল,
বেশী হলে পুড়ে গাল।'

অনেক সময় এমন হয়, পানি জীবন দেয়, পানিই জীবন নেয়। বন্ধু জীবন দিয়ে জীবন রক্ষা করে, আবার সেই বন্ধুর হাতেই জীবন চলে যায়!

'যে হাওয়া আনে হাসি, সেই তো আবার ঝড় হয়ে যায়,
যে আসে বন্ধু হয়ে সেই তো আবার পর হয়ে যায়।'

আর শত্রু প্রকাশ্য হলে তার দ্বারা যত ক্ষতি হয়, বন্ধু শত্রু হলে ফল হয় আরো মারাত্মক।

এ মর্মে হাদীসে সতর্কবাণী এসেছে, মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْناً مَّا عَسى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْماً مَّا وأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْناً مَّا عَسى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْماً مَّا)).

"তোমার বন্ধুকে মধ্যমভাবে ভালোবাস (অর্থাৎ, তার ভালোবাসাতে তুমি অতিরঞ্জন করো না)। কারণ, একদিন সে তোমার শত্রুতে পরিণত হতে পারে। আর তোমার শত্রুকে তুমি মধ্যমভাবে শত্রু ভেবো। (অর্থাৎ, তাকে শত্রু ভাবাতে

বাড়াবাড়ি করো না।) কারণ, একদিন সে তোমার বন্ধুতে পরিণত হতে পারে।” (সুতরাং তখন তোমাকে লজ্জায় পড়তে হবে।) *(তিরমিযী ১৯৯৭, সহীহুল জামে’ ১৭৮ নং)*

১২। হত্যা

অবৈধ প্রণয়-ঘটিত অশান্তির জেরে কত মানুষ খুন হয়, তার ইয়ত্তা নেই। যে খুন সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّـاسَ جَمِيعـاً وَمَـنْ أَحْيَاهَـا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً} [المائدة : ٣٢]

অর্থাৎ, এ কারণেই বনী ইস্রাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, যে ব্যক্তি নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার দন্ডদান উদ্দেশ্য ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণরক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। *(সূরা মায়েদাহ ৩২ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لَزَوَالُ الدُّنْيَا ، أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ ، مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ)).

“একজন মুসলিমকে খুন করার চাইতে জগৎ ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট অধিক সহজ।” *(তিরমিযী ১৩৯৫, নাসাঈ ৩৯৮৭নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ)) .

“কিয়ামতের দিন (মানবাধিকারের বিষয়ে) সর্বপ্রথমে লোকেদের মধ্যে যে বিচার করা হবে তা রক্ত সম্পর্কিত হবে।” *(বুখারী ৬৮৬৪, মুসলিম ৪৪৭৫নং)*

যে মহাপাপ খুন ঘটে বহু লায়লা-মজনুদের কর্মকান্ডের জেরে, তার কিছু নিম্নরূপঃ-

বিয়ের ইচ্ছা না রেখে প্রেম করতে গিয়ে ধরা পড়লে জোর ক’রে বিয়ে পড়িয়ে দেওয়ার পর খুন করে কপট প্রেমিক। অথবা প্রেমিকা গর্ভবতী হয়ে পড়লে প্রেমিককে বিয়ের চাপ দিলে অথবা প্রশাসন বা সমাজকে জানিয়ে দেওয়ার ভয় দেখালে তাকে খুন করে প্রেমিক।

প্রেমে বাধা পড়লে পথের কাঁটা দূর করতে বাধাদানকারীকে খুন করে প্রেমিক অথবা প্রেমিকা। এ ক্ষেত্রে প্রেমিকার বাবা, মা, ভাই অথবা স্বামীকে খুন করা হয়। অনেক সময় প্রেমিকাও সে খুনে সম্মত ও শরীক থাকে। বরং নতুন নাগর লাভের আশায় স্ত্রী নিজ স্বামীকে নিজ হাতে খুন করে অথবা বিষপান করিয়ে হত্যা করে!

যেমন প্রেমিক তার বিবাহিত স্ত্রীকে সরিয়ে দিয়ে নতুন লায়লাকে নিয়ে সংসার করার স্বপ্ন দেখে।

অনেক সময় ছোট শিশু সন্তান মায়ের প্রেম-সাফল্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বেপরোয়া হয়ে কাবাবের হাড্ডি দূর করতে তাকে খুন করে রাক্ষসিনী! সানন্দে তার প্রেম-কল্লোলিত মনে তখন সে গেয়ে থাকে,

'গোপন প্রেমের মোহন বাঁশি এখন বাজাব,
আমি কোলের ছেলে জলে ফেলে যৌবন সাজাব।
আর সরু ক'রে সিঁথি কেটে চ্যাংড়া নাচাব!'

প্রেমিকার প্রেমের ভিখারী অন্য কেউ আছে জানতে পেরে ঈর্ষায় সেই শরীক প্রেমিককে খুন করে প্রেমিক।

প্রেমিকা অন্যকেও প্রেম-নিবেদন করে জানতে পেরে রাগ ও ঈর্ষায় নিজ হাতে প্রেমিকাকেই খুন করা হয়ে থাকে! 'তুই আমার হবি না তো তোকে কারো হতে দেব না' বলে তাকে দুনিয়া থেকেই সরিয়ে দেয় অথবা এ্যাসিড ছুঁড়ে তার সৌন্দর্যই ছিনিয়ে নেয় এবং তার প্রেমে বিশ্বাসঘাতকতার বদলা নেয়!

প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হলে অনেক সময় প্রেমিক প্রেমিকাকে খুন করে। আর অনেক সময় প্রেমিকাকে নষ্ট করার পর প্রত্যাখ্যান করলে প্রেমিকা প্রতিশোধ নিতে প্রেমিককে খুন করে অথবা করায়।

অপেক্ষাকৃত ছোট পাপ করতে করতে পরিশেষে এত বড় মহাপাপ ক'রে ফেলে প্রেমের পাগলরা, যে পাপের শাস্তি (আল্লাহ মাফ না করলে) দোযখ ছাড়া কিছু নয় পরকালে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (٩٣) سورة النساء

"আর যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার শাস্তি হবে জাহান্নাম, সেখানেই সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন।" *(নিসা ৯৩)*

অনেক সময় মেয়ের অভিভাবক মেয়েকে কোন ছেলের সাথে প্রেম করতে দেখে সম্মান রাখতে তাকে খুন করে।

আর পরিশেষে পরিণাম হয়, খুনের বদলে খুন নতুবা কারাবাস।

১৩। আত্মহত্যা

অসফল প্রেমের একটি অনিবার্য পরিণতি আত্মহত্যা।

প্রেমের একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতায় ধোঁকা খেয়ে গেলে আক্ষেপের সাথে নিজেকে

ধিক্কারে ধ্বংস ক'রে দিতে ইচ্ছে হয়। তখন আত্মহত্যা করা কঠিন মনে হয় না।

ভালোবাসার পাত্র ফাঁকি দিলে, মন-চোর হাতছাড়া হলে ক্ষোভে আত্মহনন করে কোন কোন প্রেম-পাগল।

প্রেমকান্ড জানাজানি হওয়ার পর জীবনের চারিদিক থেকে লাঞ্ছনা, অপমান, হতাশা ও মানসিক পীড়ন ঘিরে ধরলে আত্মঘাতী হয় অনেক প্রেমের নায়ক-নায়িকা।

গাঢ় প্রেমের পর কোন কারণে উভয়ের মাঝে বিবাহে বাধা পড়লে এবং এ জগতে একমাত্র চাওয়া ও পাওয়া মন-প্রাণ দিয়ে চেয়েও না পাওয়া গেলে, জীবন রাখায় যে লাভ আছে, তা মনে করে না অনেকে।

জীবন দুর্বিষহ বিষময় হয়ে উঠলে বিষ খেয়ে সেই বিষময়তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে চায় মন। চিত্ত-বিকারে অনেক সময় মন চায় নিজেকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিতে।

প্রেমকান্ডের জেরে মা-বাবার কাছে অযথা বকুনি খেলে জীবনকে ধিক্কার দিয়ে প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখার অযোগ্য মনে হতে পারে।

পরকীয় প্রেমে জড়িয়ে গেলে স্বামীর কাছে উপেক্ষিতা হলে দুর্বল মনে জীবনকে নষ্ট করাই উত্তম মনে হতে পারে।

স্ত্রী প্রতারণা করলে লাঞ্ছনা ও ধিক্কারে জীবনের পাতা থেকে নিজেকে মুছে দেওয়া ভাল মনে হতে পারে।

প্রেমিক বা প্রেমিকার কাছে উপেক্ষিত হলে অথবা প্রেমে অসফল হলে ধিক্কারে জীবন বিসর্জন দেওয়াকে ভাল মনে হতে পারে।

প্রেমরোগজ্বালায় অতিরিক্ত ক্লিষ্ট হলে আরাম পাওয়ার আশায় নিজেকে হত্যা করা শ্রেয় মনে হতে পারে।

নগ্ন ছবি মোবাইল বা ক্যামেরাবন্দি ক'রে ব্লাকমেল করার চেষ্টা করা হলে লজ্জা ঢাকার জন্য আত্মহত্যা করে অনেক প্রবঞ্চিতা।

'পেরেছি যতেক কুড়ায়ে লয়েছি দুই হাতে ভালোবাসা,
বাধ্য আজিকে করিতে সাঙ্গ জীবনের কাঁদা-হাসা।'

গলায় ফাঁসি দিয়ে, বিষপান ক'রে, ছুরিকাঘাত ক'রে, উঁচু জায়গা হতে ঝাঁপ দিয়ে, পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, রেলের সামনে ঝাঁপ দিয়ে বা রেল লাইনে শুয়ে থেকে, গায়ে আগুন লাগিয়ে, নিজেকে গুলি ক'রে আত্মঘাতী হয় অনেক লায়লা-মজনু।

মার্কিন মুল্লুকে প্রতি বছর ছয় হাজারেরও বেশী তরুণ আত্মহত্যা করে শুধু ঐ অবৈধ প্রণয়-ঘটিত কারণে। *(অপসংস্কৃতির বিভীষিকা ৯২পৃঃ দ্রঃ)*

কিন্তু হে প্রেম-দেওয়ানা লায়লা-মজনু! কেন করবে আত্মহত্যা?

তোমার মনের বিশ্বাস অমূলক বা অদৃঢ় হওয়ার ফলে এমন সিদ্ধান্ত হয়তো

গ্রহণ করতে পার। যেহেতু মরণের পর তোমার কী হবে, তা জানা না থাকলে অথবা জানা থাকলেও তাতে অবিশ্বাস থাকলে অথবা অমূলক বিশ্বাস থাকলে তুমি আত্মহত্যায় প্ররোচিত হতে পার।

যেমন, তুমি যদি ধারণা কর যে, মরণের পর মানুষের আর কোন জীবন নেই। মৃত্যুর সাথেই সব কিছু শেষ। তাহলে এ জীবনের কষ্ট থেকে মুক্তিলাভের আশায় তুমি আত্মহত্যা করতে পার।

যদি মনে কর, মরণের পর জীবন আছে এবং সে জীবনে তুমি তোমার মনের মানুষটির সাথে মিলিত হতে পারবে, তাহলে প্রেমে অসফল হয়ে আত্মহত্যা ক'রে কেবল হোটেল বা দেশ পরিবর্তন করার মতো পরজীবনে গিয়ে দু'জনে মিলিত হয়ে সফল প্রেম-জীবন লাভ করবে। তাহলে তো অতি সহজে বুকে মাথা রেখে অথবা জড়াজড়ি ক'রে অথবা হাত ধরাধরি ক'রে হোটেল বা দেশ পরিবর্তন করাই ভাল।

অনেক প্রেমের বীর-বাহাদুর ধারণা করে, প্রেমের পথে মরণ শহীদী মরণ।

অনেকে ধারণা করে, ভালোবাসার সহমরণ সুধাময়, সে মরণ মর্যাদা ও গর্বের মরণ। তাদের ধারণা হল,

'একদিন হবে প্রাণ অবশ্য হরণ,
তার তরে মরি সে তো সুখের মরণ।
প্রিয়তম সে আমার অতি প্রিয়তম,
মরণ তাহার পথে সুধাময় সম।
প্রকৃত প্রেমের জানো ইহাই ধরন,
নীরবে সহিয়া লয় জীবন-মরণ।
জীবন যে ধন্য তার প্রেমের পূজায়,
জীবন জুড়ায় এই মরণের পায়।'

মানুষ যখন বিশ্বাস রাখে যে, মরণের পর আবার তার পুনর্জন্ম হবে এই পৃথিবীতে। তখন জায়গা পরিবর্তন করার মতো পরজন্মে প্রেম সাফল্য করার লক্ষ্যে আত্মহনন করে!

'পরজনমে দেখা হবে প্রিয়!
ভুলিও মোরে হেথা ভুলিও।।
এ - জনমে যাহা বলা হ'ল না
আমি বলিব না, তুমিও বলো না।
জানাইলে প্রেম করিও ছলনা,
যদি আসি ফিরে, বেদনা দিও।।'

ইসলাম-পরিপন্থী বিশ্বাসের বিশ্বাসী লায়লা-মজনু! জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস রেখে

যদি ধারণা হয় যে, তুমি মরণের পর আবার ইচ্ছামতো এ পৃথিবীতে জন্ম নিতে পারবে, তাহলে তুমি আত্মহত্যা করতে পার। কুমোর যেমন নরম মাটিকে নিজ ইচ্ছামতো এক পাত্র গড়ে পুনরায় তা ভেঙ্গে অন্য পাত্র গড়তে পারে, তেমনি তুমিও নিজের জীবনটাকে ইচ্ছা ও মনোমতো গড়ে নেবে না কেন?

আর সেই ক্ষেত্রে বাংলার অলি-গলিতে সেই বহুল প্রচলিত গান তুমিও হয়তো গাইতে পার,

'এবার ম'লে সুতো হব
তাঁতির ঘরে জন্ম নেব
পাছা-পেড়ে শাড়ি হয়ে
দুলব তোমার কোমরে!'

কিন্তু না। তুমি নিজের প্রাণ নিজের হাতে ধ্বংস করতে পার না। কারণ এ জীবন তোমার নয়। এ দেহ, এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মালিক তুমি নও। এ হৃদয়-মন, এ হৃদি-স্পন্দনের মালিকানা তোমার নয়। তুমি তাতে খেয়ালখুশি ও স্বেচ্ছাচারিতার আচরণ করতে পার না।

এ জীবন, এ দেহ মানুষের নিজস্ব এমন সম্পত্তি নয় যে, সে তাতে যাচ্ছে-তাই ব্যবহার করতে পারে। অতএব আল্লাহর দেওয়া এই আমানতে সে খিয়ানত করতে পারে না। জীবন যখন মানুষ দান করতে পারে না, তখন তা ধ্বংস করার অধিকারও তার নেই।

যে জীবন তোমার সৃষ্ট নয়, সে জীবনকে নষ্ট করায় তোমার কোন এখতিয়ার নেই। দুনিয়ার যন্ত্রণা থেকে আরাম পাওয়ার আশায় পরবর্তী জীবনের দিকে দৌড়ে পালালেও পালাবার পথ নেই। কারণ যাকে তুমি মুক্তিদাতা মনে কর, সে আসলে আরো বড় জল্লাদ।

তুমি মুসলিম হলে এসব ধারণা তোমার আদৌ সঠিক নয়, এমন বিশ্বাস তোমার যথার্থ নয়। সঠিক ও যথার্থ বিশ্বাস হল, মরণের পরে জীবন আছে এবং সেটা একটাই জীবন। হিসাবের পর জান্নাত অথবা জাহান্নাম। সঠিক ঈমান রেখে সৎ কাজ ক'রে ইহলোক ত্যাগ করতে পারলে জান্নাতে অবশ্য ইচ্ছাসুখ পাবে। সেখানে গিয়ে তুমি তোমার মনের মানুষটিকে চেয়ে নিতে পারবে। মনের মতো ক'রে জীবন-যাপন করতে পারবে। আর অসৎ কাজ ক'রে ইহলীলা সাঙ্গ করলে জাহান্নামে যেতে হবে। আর সেখানে কোন সুখ নেই, চাওয়া নেই, পাওয়া নেই। সেখানে আছে শাস্তি আর শাস্তি।

পরন্তু আত্মহত্যা মহাপাপ। আর তার শাস্তিও আছে দোযখে। তাহলে আত্মহত্যায় যে নিষ্কৃতি নেই, তা সহজে অনুমান করতে পারছ।

কেউ মনে করতে পারে, 'চিন্তা আর চিতা দু'ই এক। তবে চিতাটা ভাল,

একেবারে পুড়িয়ে মারে। কিন্তু চিন্তা সারা জীবন জ্বালায়।'

কিন্তু জীবনের বাস্তবতা এড়িয়ে যারা রেহাই বা নিষ্কৃতির লোভে নিজেদেরকে ধ্বংস করে, তারা আসলে রেহাই বা নিষ্কৃতি পায় না। যে প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমে অসফল হয়ে পর-জীবনে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় আত্মহনন করে, তাদের আকাঙ্ক্ষা আদৌ পূর্ণ হয় না। পরন্তু সেখানে গিয়ে ভোগ ক'রে অতিরিক্ত শাস্তি। প্রাণ হত্যা করার শাস্তি।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

((مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا)).

"যে ব্যক্তি কোন পাহাড় হতে নিজেকে ফেলে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে ফেলে অনুরূপ শাস্তিভোগ করবে। যে ব্যক্তি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও সর্বদা চিরকালের জন্য বিষ পান ক'রে যাতনা ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি কোন লৌহখন্ড (ছুরি ইত্যাদি) দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি জাহান্নামেও ঐ লৌহখন্ড দ্বারা সর্বদা ও চিরকালের জন্য নিজেকে আঘাত ক'রে যাতনা ভোগ করতে থাকবে।" *(বুখারী ৫৭৭৮, মুসলিম ৩১৩নং প্রমুখ)*

তিনি আরো বলেন,

((الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ)).

"যে ব্যক্তি ফাঁসি নিয়ে আত্মহত্যা করবে সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ ফাঁসি নিয়ে আযাব ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা আত্মহত্যা করবে, সে ব্যক্তি দোযখেও অনুরূপ বর্শা বা ছুরিকাঘাত দ্বারা (নিজে নিজে) আযাব ভোগ করবে।" *(বুখারী ১৩৬৫নং)*

আত্মহত্যা আসলে কষ্টের সময় অধৈর্য হওয়ারই চরম পরিণতি। অথচ ধৈর্য হল জীবনের অন্ধকারে আলোকবর্তিকা। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করার আদেশ দিয়েছেন।

তাছাড়া জীবন যখন মানুষ দান করতে পারে না, তখন তা ধ্বংস করার অধিকারও তার নেই। জীবনদাতা মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا} (٣٠) سورة النساء

"তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। পরন্তু যে কেউ সীমা লংঘন ক'রে অন্যায়ভাবে তা করবে, আমি অচিরেই তাকে অগ্নিদগ্ধ করব এবং তা আল্লাহর পক্ষে সহজসাধ্য।" *(নিসাঃ ২৯-৩০)*

তিনি আরো বলেছেন,

{وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (١٩٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ো না। *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৫)*

কিন্তু কেউ পরকালের চিন্তা করে না, যেহেতু তার বুকে ঈমান নেই, অথবা বড় দুর্বলরূপে আছে। সুতরাং সে অতি সহজে আত্মহত্যার দিকে অগ্রসর হয়।

কেউ পরকালের পরোয়া করে, যেহেতু তার ঈমান তত দুর্বল নয়। সে জানে আত্মহত্যা মহাপাপ। আত্মহত্যা ক'রে আরাম পাওয়া যাবে না অথবা পরকালে আরো বেশী কষ্ট ভোগ করতে হবে, তা জানে। সেও আত্মহনন করতে পারে না।

মু'মিনের উচিত হল, জীবনকে সর্বাবস্থায় সন্তুষ্টচিত্তে বরণ করা, সমস্ত কষ্টের শিকার হয়ে অসংখ্য বন্ধন মাঝে মুক্তির স্বাদ লাভ করা। নচেৎ তার আসল মুক্তি নেই। 'মরলে আরাম পাওয়া'র কথার নিশ্চয়তা থাকলে তো মরণই ভাল ছিল। কিন্তু আত্মহত্যা ক'রে যে অতিরিক্ত কষ্টের আশঙ্কা আছে!

সুতরাং মুসলিম যুবককে সতর্কতার সাথে জেনে রাখা উচিত যে, এমন প্রণয় মহাপাপের কাজ। পক্ষান্তরে যদি কোন প্রকারে প্রেম হয়ে গিয়ে প্রেমিকা তাকে ধোঁকা দিয়েই ফেলে, তাহলে তার জন্য আত্মহত্যা করতে হবে কেন? আত্মহত্যা যে আর এক মহাপাপ। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ধৈর্যের সাথে আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। কারণ, তিনি তাকে এমন দ্বিচারিণী নারী থেকে রক্ষা করেছেন। যে নারী অতি সংগোপনে তার প্রেমে অন্যকেও শরীক করেছিল, সে নারীকে তার জীবন থেকে দূর করে দিয়েছেন।

আর এ কথাও মনে করা ঠিক নয় যে, দুনিয়াতে কেবল তার উপযুক্ত প্রেমময়ী মাত্র একটা লায়লাই জন্ম নিয়েছিল এবং এ জগতে আর এমন কোন নারী নেই, যে তাকে ঐ হারিয়ে যাওয়া লায়লার মতো ভালোবাসবে। বরং বাস্তব কথা এই যে, অভিনীত ও অতিরঞ্জিত অবৈধ প্রেমের চাইতে বৈবাহিক-সূত্রে সৃষ্ট পবিত্র প্রেম আরো প্রগাঢ়, আরো নির্মল। কারণ, তা হল আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। তিনি বলেন,

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (٢١) سورة الروم

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পেতে পার। আর তিনি তোমাদের মাঝে পারস্পরিক প্রেম ও

স্নেহ সৃষ্টি করেছেন।” *(সূরা রূম ২১ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, আত্মহত্যার মাধ্যমে নিজের দ্বীন-দুনিয়া ধ্বংস ক'রে দুর্বল মনের পরিচয় দেওয়া কাপুরুষের কাজ। পক্ষান্তরে ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে সবল মনে নতুন ক'রে পবিত্র জীবন গড়ে তোলাই হল সুপুরুষের কাজ।

১৪। অন্যায়-অত্যাচার

অবৈধ প্রেম-ঘটিত কারণে অনেকের সোনার সংসার ধ্বংস হয়ে যায়। অপর এক নারীকে ভালোবাসতে গিয়ে নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি অবিচার ও অত্যাচার করা হয়। অথবা কোন কুলবধূর প্রেমে পড়ে অথবা তার প্রেমকে প্রশ্রয় দিয়ে, তাকে প্রেমপত্র লিখে বা গায়ে-পড়া হয়ে সাক্ষাতে অথবা ফোনে মধুর কথা বলে প্রেমজালে আবদ্ধ করার চেষ্টা ক'রে তার স্বামীর সংসারে অশান্তির মহাপ্রলয় আনয়ন করা হয়। লম্পট হলেও কোন স্বামীই চায় না যে, তার স্ত্রী অন্যাসক্তা হোক, যেমন কোন স্ত্রীও চায় না যে, তার স্বামী অন্যাসক্ত হোক বা দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করুক। সুতরাং উভয় প্রকার ধ্বংসই যে মহাধ্বংস তা বলাই বাহুল্য।

একটি মানুষের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার যুলুম হয়ে থাকে। প্রেম বলতে তেমন কিছু না ঘটলেও সামান্য কিছু দেখে রটানো হয় অনেক কথা। সে যা করেনি, তা লোকে বলে করেছে। শয়ে একজন মিথ্যায়ন করে, কিন্তু সত্যায়ন করে নিরানব্বই জন।

সত্য চলে, কিন্তু মিথ্যা ছোটে। শুকনা কাশফুলে আগুন ছড়িয়ে পড়ার মতো রটা খবর ছড়িয়ে পড়ে। কারো প্রতিবাদ করতে গেলে বলে, 'যা রটে, তার কিছু না কিছু বটে।' অথচ বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, 'যা রটে, তার কিছুই নয় বটে।'

অনুরূপ যুলুম ও অন্যায় হল এক শ্রেণীর যুবকের, যারা এমন যুবতীর সাথে প্রেম-সম্পর্ক দাবী করে, যে তাকে চেনেও না, জানেও না। কিন্তু লোকে তার কথায় বিশ্বাস ক'রে ঐ যুবতী ও তার পরিবারের প্রতি কুধারণা ক'রে বসে এবং তাদের চোখে তারা অকারণে ছোট হয়ে যায়। বিবাহিতা হলে স্বামীর মনেও সন্দেহ সৃষ্টি হয় এবং শুরু হয় নানা অশান্তি।

যারা প্রেম ঘটাতে সহযোগিতা করে, কোটনা-কুটনী বা দূত-দূতীর কাজ করে, যাদু-টোনা ক'রে তাবীয ইত্যাদি দিয়ে প্রেম সৃষ্টি করে, অন্যায়ে সহযোগীরাও কম বড় যালেম নয়।

আর অবৈধ প্রেমের আগাগোড়াই হল অন্যায় ও যুলুম। কারণ যে পাপ করে, সে আসলে নিজের প্রতি যুলুম ও অত্যাচার করে। যুলুম করে অন্যের প্রতি, যেহেতু প্রেমে ফাঁসিয়ে তার দ্বীন-দুনিয়া বরবাদ করে। তার বিবেক-বুদ্ধি, মান-সম্ভ্রম, ধন-সম্পদ, সুখ ও স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রে ছাড়ে।

অন্যায়ের প্রতিশোধে অন্যায়ও এক প্রকার অন্যায়। যেমন স্বামী অন্য মেয়ের সাথে প্রেম করে, তাই প্রতিশোধ নিতে স্ত্রীও অন্য ছেলের সাথে প্রেম করে।

প্রেমঘটিত যুলুম-অত্যাচার হল, শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, এ্যাসিড ছুঁড়া ও হত্যা করা। আর ইসলামের সতর্কবাণী হল,

((اتَّقُوا الظُّلْمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

"তোমরা অত্যাচার করা থেকে বাঁচ। কেননা, অত্যাচার কিয়ামতের দিনের অন্ধকার।" *(মুসলিম ৬৭৪১নং)*

১৫। আত্মীয়তার বন্ধন ছেদন

প্রেম যখন প্রেমিক-প্রেমিকাকে পাগল ক'রে তোলে, তখন তাদের উদ্‌ভ্রান্ত মনে লজ্জা-শরম কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তখন তাদের বুলি হয়, 'পিয়ার কিয়া তো ডরনা কিয়া?' 'কিসের লজ্জা কিসের ভয়, প্রেম-পিরীতে সবই সয়।' ভয় হয় না সমাজকে। ভয় হয় না পিতামাতার ভালোবাসার কুরবানীকে।

'প্রণয়ের পাত্র যথা যার মন চায়,
মাতা-পিতা ক্রোধে তারে যদিচ তাকায়।'

অবৈধ প্রণয় প্রণয়ীকে নিজ মা-বাপের স্নেহ-দুআ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলে। যে যুবতীকে নৈতিক কারণে মা-বাপ পছন্দ করে না, সে যুবতীর প্রেমে ফেঁসে প্রেম অনির্বাণ রাখতে গিয়ে সংসার-জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস মা-বাপকে কুরবান করতে হয়।

জান-পিয়ারা প্রেমিকা প্রেমিককে তার বেহেশ্‌ত থেকে দূরে সরিয়ে আনে। অন্যান্য আত্মীয়ের চোখে তাকে তুচ্ছ ক'রে তোলে। তাদের প্রেম-পুলকিত উল্লসিত মন বলে,

'পিরীতি নগরে বসতি করিব
পিরীতে বাঁধিব ঘর,
পিরীতই আপন পিরীতই স্বজন
তা ভিন সকলই পর।'

দিল-ওয়ালা দুলা-মিঞা প্রেমিকাকে তুলে নিয়ে আসে। মায়ের গর্ভনাড়ি এবং বাপের স্নেহ-ডোর ছিন্ন ক'রে নিজের মনের সিংহাসনের দেবী বানায়। তারা জানে না বা মানে না যে, পিতার সম্মতি ছাড়া কোন মেয়ে তার বউ হতে পারে না। কারণ তখন তারা কোন মযহাবের দোহায় দিয়ে বা আইনের সাহায্য নিয়ে নেকার ডোর মজবুত ক'রে ফেলে।

আত্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী বাবা বলে, 'আমার মেয়ে নাবালিকা। তাকে অপহরণ করা হয়েছে।'

কিন্তু ছেলের হয়ে মেয়েই বলে, 'আমি সাবালিকা। আমিই ওকে বের ক'রে নিয়ে এসেছি!'

পুলিশ বলে, 'আর নিজেকে লজ্জিত করবেন না। আপনার মেয়ে এ্যাডাল্ট্। সে স্বেচ্ছায় পালিয়ে এসেছে। আমাদের কিছু করার নেই।'

অনেক সময় পুলিশ মেয়েকে এখতিয়ার দেয়, 'তুমি কার সাথে যেতে চাও? বাবার সাথে, নাকি প্রেমিকের সাথে?'

ফিল্ম্-দেখা মেয়ে সিনেমার নায়িকার মতো জবাব দেয়, 'আমি নিজের মতো বাঁচতে চাই। বাবার সাথে যাব না।'

বোকা মেয়ে তখন বুঝতে পারে না, বাবার সাথে চিরবন্ধনের কথা। তাই সাময়িক প্রেম-বন্ধনের উপর পরিপূর্ণ ভরসা ক'রে বাবার রক্তের বন্ধনকে ছিন্ন ক'রে ফেলে। তখন সে ভাবতেও পারে না যে, এমন কোন দিন আসতে পারে, যেদিন তার সেই দুর্বল বন্ধন সামান্য ভুল বুঝাবুঝির ফলে নষ্ট হয়ে গেলে আবার তাকে বাবার বুকেই এসে লাগতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (٢٣) سورة محمد

"ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। ওরা তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত ক'রে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।" *(মুহাম্মাদ ঃ ২২-২৩)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ ، فَإِنْ شِئْتَ ، فَأَضِعْ ذلِكَ البَابَ ، أَو احْفَظْهُ)).

"পিতা-মাতা জান্নাতের দুয়ারসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দুয়ার। সুতরাং তুমি যদি চাও, তাহলে এ দুয়ারকে নষ্ট কর অথবা তার রক্ষণাবেক্ষণ কর।" *(তিরমিযী ১৯০০নং)*

১৬। কষ্টের জীবন বরণ

পরিবেশ প্রেমের অনুকূল না হলে প্রেমিক-প্রেমিকা অন্যত্র বাসা বাঁধার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় কখন? একান্তভাবে বাধ্য না হলে কেউ আপন ঘর ছেড়ে বাইরের কোন অজানা জায়গায় যেতে চায় না। তারা ভাবে, কিছু দিনকার জন্য বের হয়ে গিয়ে বিয়ে ক'রে সংসার করার পর পরিস্থিতি ঠান্ডা হলে যথাসময়ে ফিরে আসবে। ঠিক বাবা-মা তাদেরকে মেনে নেবে। তবে সাধারণতঃ দু'টির একটি

পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে প্রেমিক-প্রেমিকা নিজেদের মমতার বাসা ছেড়ে উড়ে যায় না।

(এক) মিলনের ফলে পেটে বাচ্চা এসে গেলে এবং তার সামাল দিতে না পারলে।

(দুই) বিবাহের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলে এবং গার্জেন অন্য জায়গায় বিবাহ ঠিক ক'রে ফেললে।

সুতরাং তখন তারা অন্য উপায় না দেখে প্রেম পাকা করতে চোরের মতো লুকিয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। তাদের পিছনে লোক লাগে। পুলিশও তাড়া ক'রে বেড়ায়। শান্তির জীবনটাকে অশান্তি দিয়ে পরিপূর্ণ করে। নিরাপদ জীবনকে ভয় ও আতঙ্কে পরিপূর্ণ ক'রে ফেলে।

ভালোবাসার সাফল্যের জন্য সহযোগিতা লাগে। বন্ধুরা জায়গা দেয়। পাপাচারীরা পাপাচারীদের সাহায্য করে। সেখানে পুলিশ বা বাড়ির লোকজন যাচ্ছে শুনতেই অন্য বন্ধুরা টেলিফোনে খবর দিয়ে দেয়। তারা অন্যত্র পলায়ন করে।

কোথাও পরের আশ্রিত হয়ে থাকতে হয়। নানা লোকের টিপ্পনী ও কুমন্তব্য শুনতে হয়।

শহুরে জীবন ছেড়ে গেঁয়ো জীবন অবলম্বন করতে হয়। এসি ছেড়ে ফ্যানে, ফ্যান ছেড়ে বাঁশ-বাগানের বাতাসে রাত্রিযাপন করতে হয়।

মহল ছেড়ে পর্ণকুটিরে, পালঙ্ক ছেড়ে মাটির বিছানায় ঘুমাতে হয়। কখনো বা পোড়ো বাড়িতে বাস করতে হয়। যেখানে থাকে নানা আশঙ্কা ও আতঙ্ক। এক দিকে ধরা পড়ার ভয়, অন্য দিকে লম্পট-গুন্ডার অত্যাচারের শিকার হতে হয়।

আলালের ঘরে দুলালী মেয়ে ঘরের রান্নার কাজে মায়ের সহযোগিতা করত না। এখন সে নিজের হাত পুড়িয়ে রান্না করে! নতুন বরও পরিশ্রমের কাজকর্ম ক'রে কোন রকম দু-বেলার অন্ন যোগাড় ক'রে আনে।

এত কষ্টের প্রেম-জীবন। এটা নাকি তাদের বড় আনন্দের ও পুলকের জীবন! টক না খেলে কি মিষ্টির মিষ্টতা পূর্ণমাত্রায় অনুভব করা সম্ভব হয়?

নিকৃষ্ট এ জীবন। মন নীচ না হলে নীচতা কেউ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে?



অবৈধ প্রেমের সম্মানগত ক্ষতিসমূহ

প্রেমে পড়ার মেয়ের সম্ভ্রম থাকে না। সে মানুষের চোখে ছোট হয়ে যায়। এমনকি যাকে সে ভালোবাসে এবং যাকে সে ধারণা করে যে, তাকে ভালোবাসে, তার চোখেও হীন হয়ে যায়।

মেয়ে ভাবে, ও আমাকে ভালোবাসে, তাই আমি তার কাছে অকপট হই। কিন্তু তার মনে সন্দেহ আসে যে, যে মেয়ে আমার নিকট তার স্বামী বা পরিবারের চোখে ধূলা দিয়ে আসতে পারে, সে মেয়ে আমার হওয়ার পরে আমাকেও ধোঁকা দিয়ে অন্যের কাছে যেতে পারে।

যদিও মানবরূপী নেকড়েদের প্রেম ক'রে বিয়ে না করার এটা একটা অজুহাত। ভালোবাসার নামে মেয়ের সবচেয়ে বেশি মূল্যবান জিনিস লুঠে নিয়ে তাকে বিদায় দেওয়ার একটা ওজর।

'নিজেদের নেই মনুষ্যত্ব, জানি না কেমনে তারা-
নারীদের কাছে চাহে সতীত্ব হায়রে শরম-হারা!'

আসলে তারা সতীত্ব চায় না, তারা চায় নব নব নারীত্ব। কিন্তু নারী সেটা বুঝতে পারে না। ফলে অতি সহজে এমন নেকড়ের সুলভ শিকারে পরিণত হয়। অনায়াসে তাকে নিজের যৌবন বিলিয়ে দেয়। বিলিয়ে দেয় নিজের তথা পরিবারের মান-সম্মান, সম্ভ্রম ও মর্যাদা।

** কুলমান ধ্বংস

প্রেমে পড়া মানুষ নিজ মর্যাদার খেয়াল রাখে না। প্রেমের নেশা তাকে সে খেয়াল রাখার মতো সুযোগ দেয় না। সে একবার ভেবেও দেখে না যে,

তার বংশীয় মর্যাদার কী হবে?

তার মা-বাপ-ভাইদের সম্মান কী হবে?

তার বাপ-ভাইদের দাড়ির সম্মান কোথায় থাকবে?

আলেম বা হাজী সাহেব আত্মীয়দের মর্যাদার অবস্থা কী হবে?

'কুল রাখি না শ্যাম রাখি হায় মনে আমার দ্বন্দ্ব,
কে যে আমায় বাসবে ভাল, কে বাসিবে মন্দ?
বেছে নেওয়ার পাইনি সুযোগ আজ তার শেষ দিন,
শ্যাম রাখতে কুলে কালি, তা-ধিনাধিন ধিন!'

যা ভুল ক'রে চাওয়া হয়, তা পেতে কুল যায়। আর সেটা হল ভালোবাসা। তাতে পুরুষের মান-সম্মান থাকে না। লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত হয় সভ্য সমাজে। আর একজন নারী, সে তো পরিপূর্ণ উলঙ্গ হয়ে যায় সকলের চোখে। সঠিকভাবে তওবা করলে

মহান করুণাময় আল্লাহ হয়তো ক্ষমা ক'রে থাকেন। কিন্তু সমাজ তার তওবা গ্রহণ বা স্বীকার করে না। ফলে আজীবন সেই কলঙ্কের কালিমা গায়ে নিয়েই সংসার করতে হয়। বিশেষ ক'রে প্রেম সফল করতে গিয়ে থানায় যায়, আদালতে যায় এবং আপনজনের বিরুদ্ধে প্রশাসনের সাহায্য নেয় অথবা সুরক্ষিত কেল্লা ছেড়ে রসিক নাগরের সাথে চোরের মতো পলায়ন করে। অতঃপর একদিন না একদিন মাথা নিচু ক'রে ঘর ঢোকে।

মান থাকে না বলেই কোন ভুল হলে কথায় কথায় খোঁটা খেতে হয়, 'বেরিন-জুউনী মেয়ে বটে!' 'কোর্টের কাঠগড়ায় চাপা মেয়ে বটে!' কলঙ্কের এ দাগ আজীবন থেকে যায় এবং মাথা নিচু ক'রে মনের হীনতা ও গ্লানি নিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়।

কেবল প্রেমিক-প্রেমিকারই মান-সম্মান ধূলালুণ্ঠিত হয় তাই নয়, বরং তাদের সাথে তাদের আত্মীয় ও বংশের কুলমান ভাসমান হয়।

প্রেমের বহুবিধ ক্ষতিকারী দিক খেয়াল করেই কবি বলেছেন,

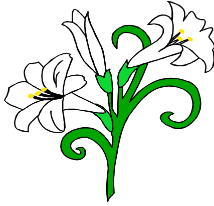
'গোলাপ ফুল ফুটে আছে মধুপ হোতা যাসনে,
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাস্নে।'

কিন্তু যাদের মান-লজ্জা-ভয় জিরো এবং নৈতিকতার অবক্ষয়ে হিরো, তারা তার জবাবে বলে,

'কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে?'

তারা বলে, 'ভালোবাসা ও যুদ্ধে কোন সম্মান নেই।' সম্মানের কথা ভাবতে গেলে যুদ্ধে ও প্রেমে জয়লাভ হয় না।

বাস্তব এটাই যে, লায়লা-মজনুদের মনে ধৃষ্টতা, প্রগল্ভতা ও নির্লজ্জতা থাকে। তাই তারা অনায়াসে প্রেমের এভারেস্ট্ জয়লাভ করে। নতুবা জয়ের আশায় চড়তে চড়তে বরফের নিচে চাপা পড়ে।



অবৈধ প্রেমের স্বাস্থ্যগত ক্ষতিসমূহ

প্রেমের স্বাস্থ্যগত ক্ষতি আছে একাধিক। প্রেম-জগতে তার বহু নজীর পাওয়া যায়।

প্রেম একটা রোগ। সবার আগে এটা একটা মানসিক রোগ। আর সেই থেকেই আসে শারীরিক অসুস্থতা।

প্রেমরোগ ক্ষতিকর ও ভয়ানক হয় তখন, যখন প্রেমে বাধা পড়ে, প্রতারণা ধরা পড়ে অথবা অসাফল্য স্পষ্ট হয়ে যায়। প্রেমিক-প্রেমিকার দূরত্বও প্রেমরোগ ভীষণ আকার ধারণ করার কারণ হতে পারে।

উক্ত সকল অবস্থায় প্রেমের স্মৃতি বড় কষ্ট দেয়। প্রেম চলে গেলে স্মৃতি রেখে যায়। গোলাপ শুকিয়ে গেলে কাঁটা রয়ে যায়। আর স্মৃতি থেকে মোছা যায় না সে প্রেমকে, প্রেমের সে পাত্রকে। আধুনিক যুগের প্রেমের প্রত্যাখ্যান দেখে এক কবি বলেছেন,

'বল কী কী থেকে মুছে ফেলবি আমায়?
তোর ল্যাপটপ তোর প্রোফাইল
তোর ইনবক্স তোর মোবাইল
মুছতে পারবি সেই ঠাট্টা-হাসি
আদর অভিমান ভালোবাসাবাসি?
পাল্টে ফেলেছিস বাড়ি ফেরার পথ
এক সাথে চলার সেই ছায়াপথ
ভুলতে পেরেছিস ফোন-নম্বর
চেনা মুখ আর পরিচিত স্বর?'

স্মৃতি শুধু বেদনা। সে বেদনা মনকে ক্লিষ্ট করে। দেহে অসুস্থতা আনয়ন করে। অসফল প্রেমের স্মৃতি মানুষকে শান্তি দেয় না, স্বস্তিও দেয় না। প্রতারিতা বলে,

'গলায় যে গো পরিয়ে গেলে বিষ-মাখানো কাঁটার মালা,
ঘুমের ঘোরে ছিলাম যবে, রাখলে তাতে স্মৃতির জ্বালা।
ভাবছি বসে ঘরেই কেন জ্বেলেছিলাম প্রেমের আলো,
আজকে সে যে আগুন হয়ে পুড়িয়ে মোরে করছে কালো।
ওগো আমার পায়ে চলার সাথী !
আমায় ফেলে গোপন পথে অচিন্ দেশে জ্বালাও বাতি।
তোমার সাথে বহু দিনের অনেক কথা রয় যে বাকি,
ভালোবাসার এই কি রীতি! এমন ক'রে দিলে ফাঁকি?
তড়িৎ সুরে আভাষ দিয়ে লুকিয়ে র'লে অজান্ দেশে,
কেমন ক'রে বেড়াও সেথা ওগো আমার সর্বনেশে।

ওগো মোর সব হারানোর মূল !
জগৎটাকে চিনতে নারি সবটা যেন ভুল।'

প্রেম মানসিক যন্ত্রণা, বুকের ব্যথা ও বেদনা। পিরীতের রীতিই এটা।

'আপনি পুড়ে পোড়ায় এ প্রাণ, তারই যে নাম পিরীতি,
ধরা দিয়ে দেয় না ধরা হায়রে এ তার কি রীতি?
মালায় বেঁধে যদি ভাবি দেব না আর পালাতে,
কাছে পেয়ে মরি যে তার ছলনারই জ্বালাতে।
না ফুটে যায় শুকিয়ে ফাগুনের হায় ফুল কুঁড়ি,
একটু জ্বলে যায় যে নিভে সোহাগের সে ফুলঝুরি।'

প্রেমের পরে ব্যথার জ্বালায় কাতর হয়ে প্রেমিক-প্রেমিকা বলে,

'ফুল কেন ফুটেছিলে যদি ঝরে যাবে,
ভালো কেন বেসেছিলে যদি ব্যথা দেবে?'

সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কেউ থাকলে ধৈর্যহারা প্রেমিক-প্রেমিকাকে সান্ত্বনা ও সাহস দিয়ে বলে,

'প্রেমের গোলাপ পেতে হলে, কাঁটা সইতে হবে,
জ্বালা বিনা ভালোবাসা, কে পেয়েছে কবে?'

ভালোবাসা চোখের পানি। প্রেমে অসফলতা, দূরত্ব ও বিরহের বেদনা প্রেমিক-প্রেমিকার অক্ষিদ্বয়ে অশ্রু ঝরায়। অভিজ্ঞরা বলেছেন,

'ভালোবাসা মহাপাপ,
প্রেম তার অভিশাপ।
ভালোবাসার শেষফল,
বুকে ব্যথা চোখে জল।'

কেউ বলেছেন, 'ভালোবাসা আচ্ছাদন নয়, বরং চোখের পানি।'

'আকাশ সাগরকে ভালোবাসে। তাই তো সে তাকে না পেয়ে বৃষ্টির কান্না কেঁদে পৃথিবী ভাসিয়ে দেয়।'

অনির্বাণ পিরীত-পীড়িত দোস্ত্ আমার! সুস্বাস্থ্য তোমার জন্য আল্লাহর দেওয়া এক বড় নেয়ামত ও আমানত। প্রেমের দুশ্চিন্তায় পড়ে তা হারিয়ে ফেলায় তোমার কোন অধিকার নেই। ভালো মানুষ প্রেমে পড়ে অনেক সময় রোগক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। যেখানে দূরত্ব ও বাধা বেশী, সেখানেই প্রেমের বাড় বেশী। কারণ, অবৈধ প্রেম বাড়াতে শয়তান সহায়ক কোটনা হয়। যার ফলে নানান্ অশুভ চিন্তা, অবৈধ বাসনা, অবাস্তব কল্পনা এবং প্রিয়তমা হারিয়ে যাওয়া বা প্রেম অসফল হওয়ার বিভিন্ন আশঙ্কা হৃদয়-কোণে এসে বাসা বাঁধে। ফলে কখনো খাওয়াতে অরুচি জন্মে, অনিদ্রা দেখা দেয়। কখনো বা মানসিক চাপে শারীরিকভাবে ব্যাধিগ্রস্ত ও

দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে।

'আসক্তির ছয় চিহ্ন জেনো হে তনয়,
দীর্ঘশ্বাস, ম্লানমুখ, সিক্ত অক্ষিদ্বয়।
জিজ্ঞাসিলে, অন্য তিন লক্ষণ কোথায়,
স্বল্পাহার, অল্পভাষ, বঞ্চিত নিদ্রায়।'

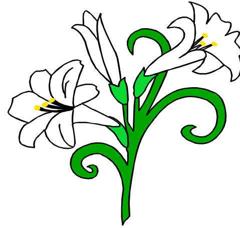
তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ ক'রে একজন বিজ্ঞ বলেছেন, 'ভালোবাসায় না গিয়ে যুদ্ধে যাওয়া ভালো। কারণ যুদ্ধে গেলে মানুষ হয় মরে, না হয় বাঁচে। কিন্তু ভালোবাসায় মরেও না, বাঁচেও না।'

এ যেন জাহান্নামের জীবন! যেখানে অপরাধী মরবেও না, বাঁচবেও না। *(আ'লাঃ ১৩)*

পরিবেশের হাওয়া যখন প্রেমের প্রতিকূলে চলে, তখনই প্রেমিকের মনের আকাশে দুঃখের কালো মেঘ ছেয়ে আসে, কষ্ট পায় নানাভাবে। প্রেমিক অথবা প্রেমিকার হিতাকাঙ্ক্ষী অথবা শত্রু এমন প্রেমে বাধা দিতে চায়। ব্যথিত হৃদয় না-পাওয়ার আক্ষেপ জানিয়ে দেয় প্রেমিকার কাছে,

'--- ভুলি নাই তবু তোমারেই ভালোবেসেছি
কখনো জীবনে কাল বোশেখীর ঝড়
এসেছে গোপনে, ভেঙ্গে গেছে বাঁধা ঘর
কত হারানোর ব্যথারে ভুলিতে নীরবে গোপনে কেঁদেছি।।
অগ্নি-শিখায় কভু এই মন নিজেরে করেছি ছাই,
কত অশ্রুর ধারায় এ বুক ভাসিয়েছি আমি হায়।---'

প্রেম রোগ স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। অতিরিক্ত কান্না ও দুশ্চিন্তার কারণে চোখের কোণে কালি জমে। গালে মেচেতা পড়ে। হার্টের রোগ হয়ে যায়। মূর্ছা যাওয়া, খিঁচুনি হওয়ার কারণ প্রেমরোগ হতে পারে। প্রেমরোগ অনেক সময় ঘটায় প্রাণহানিও। প্রেমে অসফল হয়ে অনেকে হার্টফেলও করে! *(আর-রিয়ায পত্রিকা ১১১১৩ সংখ্যা, ৩৫পৃঃ)*



অবৈধ প্রেমের আর্থিক ক্ষতিসমূহ

প্রেম করতে অর্থ খরচ হয়। বিনা পয়সায় কি প্রেম পাওয়া যায়? বিনা পয়সায় ফকীরেও দুআ দেয় না।

তারাই বলে, 'একজন কপর্দকহীন লোককে নিয়ে কল্পনা-বিলাস করা চলে। কিন্তু তাকে নিয়ে সংসারের ইট-পাথরের ঘর বাঁধা যায় না।'

'দরজা দিয়ে অভাব প্রবেশ করলে জানালা দিয়ে ভালোবাসা গোপনে পলায়ন করে।'

'অভাব যখন তুফান হয়ে এসে ঘরের জানালায় আঘাত করে, তখন ভালবাসার ফুলদানি পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।'

'দারিদ্রের ঝড়ে ভালবাসার প্রদীপ নিভে যায়।'

'জীবনের গাড়ি চলে টাকার চাকায়।'

'টাকা আর বউ, একটা না হলে অন্যটা হয় না।'

'কড়ি ফটকা চিঁড়ে দই, কড়ি বিনে বন্ধু কই?'

সুতরাং প্রেমের পথে প্রেমিক যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দেয়, চাকরি, ব্যবসা নষ্ট করে, অনেকে উন্নতির নাগাল পেয়েও নারীর মায়াজালে ফেঁসে গিয়ে পদ হারায়, চাকুরী হারায়, হারায় অনর্থক বহু ধন-সম্পদ।

কথা বলার জন্য মোবাইলে ব্যালেন্স্ ভরে দিতে বলে। তা দিয়ে নিজের অন্য কাজ চালায়।

টেলিফোনে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে। নেটে ঘন্টার পর ঘন্টা চ্যাট করে, ভিডিও-কল করে। তাতে কত বিল আসে!

সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে প্রেমিকার মনকে তুষ্ট করতে গিয়ে মার্কেট, মেলা, লজ, হোটেলে কত শত-সহস্র টাকা ব্যয় হয়।

আরবের এক ধনীকন্যা তার প্রেমিকের প্রয়োজনে ব্যয় করত। চার মাসে তার ব্যয়ের পরিমাণ হয়ে দাঁড়াল আঠারো হাজার রিয়াল! *(আল-জাযীরাহ পত্রিকা ৮৬৬৩ সংখ্যা, ১৩পৃঃ)*

নিশ্চয় ভালোবাসার মানুষের জন্য ব্যয়, আনন্দের ব্যয়। কিন্তু অপব্যয় ভালো নয়। বিশেষ ক'রে তার পিছনে কোন উপকার না থাকলে এবং প্রতারণা বা প্রত্যাখ্যান হলে কী হয়?

আমাদের এই আল-মাজমাআহ শহরে এক বাঙালী গৃহবধূ পরিচারিকার কাজ করত। স্বামী ছিল দেশে এবং সে তার অপছন্দ ছিল। একদা হঠাৎ রং কানেকশনে এক ছেলের সাথে তার পরিচয় হয়। সে যেন হাতে চাঁদ পায়।

সে যুবক বলে, 'আমি কলেজে পড়াশোনা করি। আমার মা নেই, সৎ-মা আছে।

পড়াশোনার খরচ দেয় না।’ যুবতী সদয় হয়ে নিজ পরিশ্রমের টাকা পাঠায়।

একবার কম্পিউটার প্রয়োজন হওয়ার কথা বলে। সে তার মূল্য পাঠিয়ে দেয়। চাকরির আশা, বিয়ের ওয়াদা---এ সব মিলে যুবতী খুশ ছিল। হঠাৎ ক’রে কানেকশন অফ। মোবাইল বন্ধ!

এটাই না আসলে

‘আমি বৃথায় স্বপন করেছি বপন আকাশে,
তাই আকাশ-কুসুম করেছি চয়ন হতাশে।’

মেয়েরা মজে গেলে কী না দিতে পারে? ধন, মন, দেহ, যৌবন সব কিছু উজাড় ক’রে দিতে পারে।

ছেলেরা বলে, ‘দিল দিয়া হ্যায় জাঁ (জান) ভী দেঙ্গে এ্যায় সনম্ তেরে লিয়ে।’

আর মেয়েরা হিন্দী গান বলতে না পারলেও তারা বলে,

‘ওগো কাঙাল! আমায় কাঙাল করেছ
আরো কি তোমায় চাই?
ওগো ভিখারী! আমার ভিখারী-
পলকে সকলি সঁপেছি চরণে
আর তো কিছুই নাই।’

এ ছাড়া প্রেমের জেরে আরো কত অর্থব্যয় হয়ে থাকে। অনেক সময় থানা-পুলিশ, কোর্ট-কাছারিতেও অনেক টাকা ব্যয় হয়।

এ অর্থ সম্বন্ধে কি লায়লা-মজনু ও তাদের অভিভাবককে কিয়ামতে জিজ্ঞাসা করা হবে না?

মীরাস থেকে বঞ্চনা

অবৈধ প্রেম ক’রে সংসার করার ফলে পিতামাতার মান-সম্মান খোয়া যায়। যার দরুন তারা তাদের অবাধ্য সন্তানকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করে। জীবিতাবস্থায় অন্য ভাই-বোনদের নামে উইল ক’রে দেয়। প্রেমের জয় হয়, সম্পদের ক্ষয় হয়।

ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন আলাদা। কাফের হয়ে গেলে ঠিক আছে। কিন্তু কাফের না হলে কোন পাপ বা অবাধ্যাচরণের কারণে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বৈধ নয়। তবুও প্রেমের খেলা এমন যে, সে খেলায় কেবল প্রেমিক-প্রেমিকায় জিতবে, তা হয় না। তাদের জেদ থাকলে লালনকারী মানুষদের জেদ কেন বজায় থাকবে না?



প্রেমরোগের চিকিৎসা

প্রেমের ব্যথা দারুণ, যার কোন ঔষধ নেই, এ কথা প্রেম-পাগলরা বলে থাকে। কিন্তু যার অনুভূতি আছে যে, প্রেম একটা রোগ, তার চিকিৎসা সহজ।

কেউ যদি বিদআতকে দ্বীন মনে করে, তাহলে তার তওবার আশা থাকে না, তেমনি কেউ যদি প্রেমকে হালাল বা কৃতিত্ব বলে বিশ্বাস করে, তাহলে তার চিকিৎসা দুরূহ।

মুসলিম তরুণ-তরুণী! যদি স্বীকার কর যে, তোমার মাঝে যে প্রেম আছে, তা অবৈধ প্রেম, কোন কোন সমাজ ও পরিবেশে তার বৈধতা থাকলেও ইসলাম তাকে স্বীকৃতি দেয় না এবং তোমাদের মাঝে যা ঘটে গেছে তা আবেগময় মনের ভুল, তাহলে তোমরা সেই মনোরোগের চিকিৎসা করাতে চাইলে, এই চিকিৎসা ফলপ্রসূ হবে ইন শাআল্লাহ।

পক্ষান্তরে মনে যদি ঈমানী দুর্বলতা থাকে অথবা প্রেম অপরাধ নয় বলে ধারণা থাকে অথবা মনের গহিনে ঔদ্ধত্য ও অহংকার থাকে, তাহলে অবশ্য চিকিৎসার আশা আমরা করব না। আর এ প্রেসক্রিপশন তোমাদের কোন কাজে লাগবে না। ঔষধ না খেলে চিকিৎসার লাভই কী?

তবে আমরা আশা করব, বকেয়া ঈমানের আলোতে তোমাদের আলো বৃদ্ধিলাভ করবে এবং তোমরা এ রোগ সারাতে নিয়মিত ঔষধ সেবন করবে। মহান আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে সুখ ও স্বস্তির জীবন দান করবেন।

১। আল্লাহকে ভয় কর

যেহেতু তা অবৈধ প্রণয়। সেহেতু তুমি সবার উপর আল্লাহকে ভয় কর। অতঃপর ভয় কর মুসলিম সমাজকে।

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পথ সহজ করে দেন। সংকটে বাঁচার উপায় বের করে দেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} (٢) سورة الطلاق

“যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ ক’রে দেবেন।” *(ত্বালাক্ব ঃ ২)*

{وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} (٤) سورة الطلاق

“আল্লাহকে যে ভয় করবে, আল্লাহ তার সমস্যার সমাধান সহজ ক’রে দেবেন।” *(ত্বালাক্ব ঃ ৪)*

প্রেম আল্লাহর তরফ থেকে পাওয়া মানুষের জন্য এক বড় নেয়ামত। তা

যথাস্থানে প্রয়োগ করা এক ইবাদত। আর তা অপপ্রয়োগ করা হল গোনাহর কাজ। অর্থাৎ অবৈধ প্রেম হল সচ্চরিত্রতা ও নৈতিকতার পরিপন্থী। বিবাহের পূর্বে হৃদয়ের আদান-প্রদান বা পছন্দ অথবা ভালোবাসার নামে যুবক-যুবতীর একত্রে ভ্রমণ-বিহার, নির্জনে খোশালাপ, অবাধ মেলামিশা ও দেখা-সাক্ষাৎ, গোপনে চিত্তবিনোদন প্রভৃতি আদর্শ ধর্ম ইসলামে বৈধ নয়। যেহেতু এই অবৈধ প্রেম মহান আল্লাহর ভালোবাসা থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়।

বর্তমান পরিবেশে কেবল সেই যুবক-যুবতীই অবৈধ প্রণয় থেকে বাঁচতে পারে, যার হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয়। আর আল্লাহর ভয় বুকে থাকলে শত বাধা ও বিপত্তির মাঝে চলার পথ সহজ হয়ে যায়। আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে---এই ভয়ে যে নিজের প্রবৃত্তি দমন করবে, তার ঠিকানা হবে বেহেশ্তে। বরং তার জন্য রয়েছে দু'টি বেহেশ্ত্। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} (٤٦) سورة الرحمن

"যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি (জান্নাতের) বাগান।" *(রাহমানঃ ৪৬)*

পক্ষান্তরে আল্লাহর ভয় হৃদয়ে থাকলে আল্লাহ বান্দাকে এমন নোংরামি থেকে বাঁচিয়ে নেন। ঈমানে আল্লাহর প্রতি ইখলাস থাকলে তিনি বান্দাকে অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখেন। নবী ইউসুফ ﷺ ও যুলাইখার ব্যাপারে তিনি বলেন,

{وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ} (٢٤) سورة يوسف

"সেই মহিলা তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত, যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। তাকে মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখার জন্য এইভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। নিশ্চয় সে ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত দাসদের একজন।" *(সূরা ইউসুফ ২৪ আয়াত)*

সুতরাং মনের কুপ্রবৃত্তি ও কামনার বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রধান অস্ত্র হল ঈমান। ঈমান সুদৃঢ় রাখ, কারো অবৈধ ভালোবাসায় ফাঁসবে না এবং অবৈধ উপায়ে কেউ তোমার মন চুরি করতে পারবে না। আর চুরি হয়ে গেলেও তুমি নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

আল্লাহর ভয় এবং অদৃশ্যভাবে আল্লাহর ভয় যার মনে থাকবে, সে রক্ষা পাবে অবৈধ প্রেমের মন্দ পরিণাম থেকে। রাজা বিন আম্‌র নাখ্‌য়ী বলেন, কূফায় এক আবেদ যুবক ছিল, সে ছিল বড় সুশ্রী ও সুদর্শন। একদা নিজ পরিবারের সাথে মরু অঞ্চলে গিয়ে এক সম্প্রদায়ের প্রতিবেশী হয়ে তাঁবু গাড়ল। এক সময় হঠাৎ ক'রে তাদের এক সুন্দরী কিশোরীর প্রতি তার দৃষ্টি পড়ল। আর সাথে সাথে সে তার

প্রেমে পড়ে গেল। এমন প্রেম যে, তাতে তার বিবেক-বুদ্ধি যেন লয় হতে লাগল। সে প্রেম ছিল হৃদয় থেকেই। সে প্রেমে কোন কপটতা ছিল না।

কিশোরীটিরও অবস্থা ছিল অনুরূপ। যুবকের পক্ষ থেকে কিশোরীর পরিবারের তাঁবুতে বিয়ের পয়গাম গেল। কিন্তু কিশোরীর বাবা বলল, তার চাচাতো ভাইয়ের সাথে তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, সে বাগদত্তা।

কিশোরীর মন চাচাতো ভাইয়ের প্রতি ছিল না। সেও মনেপ্রাণে এই সুশ্রী শিক্ষিত যুবককে মনের মানুষ রূপে পাওয়ার কামনা ও প্রচেষ্টা করতে লাগল। সাক্ষাৎ কামনা ক'রে তাকে তার তাঁবুতে আসতে বলল অথবা যুবকের তাঁবুতে তাকে ডেকে নিতে বলল। কিন্তু যুবক বলল, 'চারিদিকে লোকজন। কখন সে সুযোগ হবে?'

কিশোরী বলল, 'যখন সবাই ঘুমিয়ে যাবে।'

যুবকটি বলল, 'কিন্তু সবাই ঘুমালে একজন তো সদা-সর্বদা জেগে থাকেন। মহান আল্লাহ কখনো ঘুমান না।

{هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ} (٢٥٥) سورة البقرة

"তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না।" *(বাক্বারাহঃ ২৫৫)*

{إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ} (١٥) سورة الأنعام

"আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করি, তবে আমি ভয় করি যে, মহা দিনের শাস্তি আমার উপর আপতিত হবে।" *(আন্আমঃ ১৫)*

আমি তো সেই আগুনকে ভয় করি, যার শিখা লেলিহান, যা কোনদিন নেভে না।' *(যাম্মুল হাওয়া ২৬৩পৃঃ)*

আল্লাহু আকবার। মহান আল্লাহর ভয় ও তাঁর জাহান্নামের ভয় তাকে পাপ ও প্রেমের পাগলামি থেকে রক্ষা করল। পক্ষান্তরে যাদের মনে ভয় নেই, আল্লাহর ভয় নেই, সমাজেরও ভয় নেই, তারা বলে, 'পিয়ার কিয়া তো ডরনা কিয়া?'

মহান আল্লাহর প্রতি সবল ঈমান থাকলে এবং তার সামনে দাঁড়ানোর ভয় থাকলে প্রেম বর্জন করা যায়। প্রত্যাখ্যান করা যায় সুন্দরীর প্রেমের আহবান।

আহমাদ বিন সাঈদ আল-আবেদ বলেন, আমাদের কূফা শহরে এক সুঠাম-দেহী সুদর্শন যুবক ছিল। প্রায় সময় মসজিদে থাকত। একদা এক সুন্দরীর সুরমার সাথে কোনভাবে তার দেখা হয়। আর সেখান থেকেই তার মনে ঐ যুবকের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। কিছু দিন পর মেয়েটি তার ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য এক সময় তার মসজিদ যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে যায়। সে কাছে এলে বলে, 'এই শোনো! তোমার সাথে আমার কিছু কথা ছিল।'

কিন্তু যুবক কথায় কান না দিয়ে পথ অতিক্রম করল।

মেয়েটির মনে প্রেম দ্বিগুণ ছিল। সুতরাং তার বাড়ি ফেরার পথে আবার দাঁড়িয়ে গেল। কাছে এলে তার সাথে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করল। যুবক মাথা নিচু ক'রে বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে তোমার সাথে কথা বললে লোকে অপবাদ দেবে। আর আমি নিজের চরিত্রকে কলঙ্কিত করতে চাই না।'

মেয়েটি বলল, 'আল্লাহর কসম! আমি তোমার ব্যাপারে না জেনে এখানে দাঁড়াইনি। আর তোমরা আবেদের দল কাঁচের পাত্রের মতো। সামান্য কিছুতেই ময়লা ধরে যায়। মোটকথা আমি বলতে চাই, আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি। আল্লাহর কসম! আমি সদা-সর্বদা তোমার কথা মনে করি। সুতরাং তুমি আমার ব্যাপারে ভেবে দেখো। আমি তোমার জবাবের অপেক্ষায় রইলাম।'

যুবকটি তাৎক্ষণিক কোন জবাব না দিয়ে বাড়ি ফিরল। কিন্তু মেয়েটির মোহনীয় কথা তাকে মুগ্ধ ক'রে ফেলল। নামায পড়তে গেলে নামাযেও তার কথা স্মরণ হতে লাগল। নামাযেও তার মনোযোগ দূর হয়ে গেল!

পরিশেষে সে একটি চিঠি লিখে মেয়েটির নিকট পৌঁছে দিল। সে চিঠি খুলে পড়ল। তাতে লেখা আছে, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। জেনে রেখো নারী! মহান আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করা হলে তিনি সহ্য ক'রে নেন। বান্দা পাপ করলে তিনি গোপন ক'রে নেন। কিন্তু কেউ যদি পাপের লেবাস পরিধান ক'রে নেয়, (পাপকে নিজের অভ্যাস বানিয়ে নেয়), তাহলে প্রতাপশালী প্রভু এমন রাগান্বিত হন, যার ফলে আকাশ-পৃথিবী সংকুচিত হয়ে যায়। সুতরাং তাঁর সেই রাগ ও ক্রোধ নিজের উপর কে নেবে?

তুমি ভালোবাসার ব্যাপারে যা আমাকে বলেছ, তা যতি মিথ্যা হয়, তাহলে আমি তোমাকে সেই দিনের ভীতি প্রদর্শন করছি,

{يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاء كَالْمُهْلِ (٨) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ} (٩) سورة المعارج

"সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মতো এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গীন পশমের মতো।" *(মাআ'রিজঃ ৮-৯)*

যেদিন সকল জাতি সেই মহা প্রতাপশালী বাদশার নিকট হাঁটু গেড়ে উপস্থিত হবে।

আর যদি তোমার ভালোবাসার কথা সত্য হয়, তাহলে আমি তোমাকে ব্যাধিগ্রস্ত হৃদয়সমূহের চিকিৎসকের কথা বলে দিই। তুমি তাঁর প্রতি সত্যতার সাথে রুজু কর। তিনি হলেন রব্বুল আলামীন। আমি তো তাঁর কথাই মনে করি,

{وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (١٨) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (١٩) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ....} (٢٠)

"ওদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, যখন দুঃখে-কষ্টে ওদের হৃদয় কণ্ঠাগত হবে। সীমালংঘনকারীদের জন্য অন্তরঙ্গ কোন বন্ধু নেই এবং এমন কোন সুপারিশকারীও নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য করা হবে। চক্ষুর চোরা চাহনি ও অন্তরে যা গোপন আছে, সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। আল্লাহ সঠিকভাবে ফায়সালা করবেন।" *(মু'মিনঃ ১৮-২০)*

সুতরাং তাঁর পাকড়াও থেকে বাঁচার পথ কোথায়?'

অতঃপর দু-একদিন পর মেয়েটি আবার তার পথে দাঁড়িয়ে গেল। যুবকটি তাকে লক্ষ্য করলে ঘুরে যেতে উদ্যত হল। মেয়েটি বলল, 'এই শোনো! তুমি ঘুরে যেয়ো না। আজকের পর আমি আর তোমার সাথে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করব না।'

অতঃপর সে ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, 'আমি সেই আল্লাহর কাছে দুআ করি, যাঁর হাতে হৃদয়সমূহের চাবিকাঠি আছে, তিনি যেন আমার মনকে শক্ত করেন। তুমি সবশেষে আমাকে একটি উপদেশ দাও, আমি চিরদিন তা পালন করব।'

যুবক বলল, 'আমি তোমাকে মনের দাসত্ব থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিচ্ছি। আর স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মহান আল্লাহর এই বাণী,

{وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (٦٠) سورة الأنعام

"তিনিই রাত্রি কালে তোমাদের (মৃত্যুরূপ) সুষুপ্তি আনয়ন করেন এবং দিবসে তোমরা যা কিছু করে থাক, তা তিনি জানেন। অতঃপর দিবসে তোমাদেরকে তিনি পুনরায় জাগরিত করেন, যাতে নির্ধারিত কাল পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, অনন্তর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে তিনি অবহিত করবেন।" *(আন্আমঃ ৬০)*

উপদেশ নিয়ে মেয়েটি বিদায় নিল। যেতে যেতে সে বলল, 'এ (প্রেমের) ব্যাপারে আমি অবশ্যই লৌহবর্ম পরিধান করব। আর দুনিয়ার সুখভোগের দিকে আকৃষ্ট হব না।'

অতঃপর সেই মেয়ে (অতি প্রয়োজন ছাড়া) ঘর ছেড়ে বের হতো না। মহান আল্লাহর ইবাদতে মন আবদ্ধ রাখত। কোন সময় মনে দুর্বলতা অনুভব করলে সেই চিঠি নিয়ে চোখে লাগাত এবং সেই প্রেম ও তার ফলে সৃষ্টি হওয়া নানা কুচিন্তা ও কষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ক'রে আল্লাহর কাছে দুআ করত। *(দ্রঃ অমিনাল হুব্বি মা ক্বাতাল ১৫পৃঃ)*

প্রেমের জালে আবদ্ধ মুসলিম তরুণ-তরুণী! ভেবে দেখেছ কি, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা তোমাদেরকে সদা-সর্বদা দেখছেন এবং তোমাদের মনের কথা জানছেন? তিনি সারা বিশ্বের সকল খবর রাখেন। মানুষ যা করে, যে কল্পনা ও পরিকল্পনা

করে, তাও তিনি জানেন।

{أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللّهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ} (٧٨) سورة التوبة

"তারা কি জানত না যে, আল্লাহ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ অবগত আছেন? এবং নিশ্চয় আল্লাহ অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী?" *(তাওবাহঃ ৭৮)*

{يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} (١٩) سورة غافر

"চক্ষুর চোরা চাহনি ও অন্তরে যা গোপন আছে, সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত।" *(মু'মিনঃ ১৯)*

এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি মানুষের সদা-সঙ্গী হিসাবে ফিরিশতা নিযুক্ত রেখেছেন। তাঁরা সবকিছু রেকর্ড করছেন, ভিডিও করছেন।

{أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ} (٨٠) الزخرف

"ওরা কি মনে করে যে, আমি ওদের গোপন বিষয় ও গোপন পরামর্শের খবর রাখি না? অবশ্যই (রাখি)। আমার দূতগণ তো ওদের কাছে থেকে সব লিপিবদ্ধ করে।" *(যুখরুফঃ ৮০)*

{وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَاماً كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ} (١٢)

"অবশ্যই তোমাদের উপর (নিযুক্ত আছে) সংরক্ষকগণ; সম্মানিত (আমল) লেখকবর্গ (ফিরিশ্তা); তারা জানে, যা তোমরা ক'রে থাক।" *(ইনফিত্বারঃ ১০-১২)*

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (١٦) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنْ الْيَمِينِ وَعَنْ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (١٧) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} (١٨)

"অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার মন তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয়, তা আমি জানি। আমি তার ঘাড়ে অবস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর। যখন দুই সংগ্রাহক (ফিরিশ্তা তার কর্ম) সংগ্রহ (লিপিবদ্ধ) করে (যারা তার) ডাইনে ও বামে বসে আছে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে (তা লিপিবদ্ধ করার জন্য) তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।" *(ক্বাফঃ ১৬-১৮)*

আর তা একদিন দেখানো হবে, শোনানো হবে। শেষ বিচারের দিন। বিচার হবে সেদিন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (٦) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه} (٨)

"সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়। সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে, সে তা দেখতে পাবে

এবং কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে, তাও সে দেখতে পাবে।" *(যিলযাল ঃ ৬-৮)*

সেদিন প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামা দেখতে আহবান করা হবে এবং বলা হবে, 'তোমরা যা করতে, আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হবে।' মহাবিচারক বলবেন,

{هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (٢٩) سورة الجاثية

"আমার (নিকট সংরক্ষিত) এ আমলনামা, যা তোমাদের ব্যাপারে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে, নিশ্চয় আমি তা লিপিবদ্ধ করাতাম।" *(জাষিয়াহ ঃ ২৯)*

গোপন প্রেমিক-প্রেমিকা ও দ্বীনদার যুবক-যুবতী বন্ধুরা আমার! তোমাদের অবৈধ প্রেমের সকল আচরণ দুনিয়াতে গোপন থাকলেও কিয়ামতে তা প্রকাশ হয়ে যাবে। দ্বীনী পরিবেশের আড়ালে দিনের বেলায় মোল্লাগিরি ও রাতের বেলায় কলাই চুরি করার কথা সমাজে গোপন থেকে গেলেও সেদিন গোপন থাকবে না। আর তার ফলে তোমাদের সকল আমলও পন্ড হয়ে যেতে পারে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ فَيَجْعَلُهَا اللهُ هَبَاءً مَنْثُورًا))،

"আমি নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের কয়েক দল লোককে চিনি যারা কিয়ামতের দিন তিহামা (মক্কা ও ইয়ামানের মধ্যবর্তী এক বিশাল লম্বা শ্রেণীবদ্ধ) পর্বতমালার সমপরিমাণ বিশুদ্ধ নেকী নিয়ে উপস্থিত হবে; কিন্তু আল্লাহ তাদের সে সমস্ত নেকীকে উড়ন্ত ধূলিকণাতে পরিণত করে দেবেন।"

ষওবান ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সে লোকেরা কেমন হবে তা আমাদের জন্য খুলে বলুন ও তাদের হুলিয়া বর্ণনা করুন, যাতে আমরা আমাদের অজান্তে তাদের দলভুক্ত না হয়ে পড়ি।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন,

((أَمَا إِنَّهُمْ مِنْ إِخْوَانِكُمْ ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا)).

"শোন! তারা তোমাদেরই ভাই এবং তোমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত হবে। তোমরা যেমন রাত্রি জাগরণ ক'রে ইবাদত কর, তেমনি তারাও করবে। কিন্তু যখনই তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকবে, তখনই তা অমান্য ও লংঘন করবে।" *(ইবনে মাজাহ ৪২৪৫, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৪২৩২, সাগীর ৬৬২ নং)*

তোমরা কি ধারণা কর যে, তিনি কিছু করতে মানুষকে আদেশ অথবা নিষেধ করলেন, অতঃপর তিনি আর খবর নেন না এবং দেখেন না যে, মানুষ তা পালন করছে কি না? অদৃশ্যভাবে কি আল্লাহর ভয় হয় না? তাহলে আল্লাহ আছেন, এ বিশ্বাস কি নেই?

যাদের বুকে ঈমান আছে, তাদের অবশ্যই ভয় হয়। ভয় হয় পাপ-পথে পা

বাড়াতে। মনে পাপচিন্তা হলেও সেই ভয় তাদেরকে পাপ করতে বাধা প্রদান করে।

একদা দ্বিতীয় খলীফা উমার ﷺ রাত্রে টহল দিচ্ছিলেন। গভীর রাত্রে রাস্তার পার্শ্ববর্তী বাড়ি থেকে এক মহিলার কণ্ঠ থেকে গুন্‌গুন্ শব্দে এই গান ভেসে এল,

تطاول هذا الليل واسود جانبه   وأرقني أن لا ضجيع ألاعبه

فوالله لولا الله لا شيء غيره   لنفض من هذا السرير جوانبه

ولكنني أخشى رقيبا موكل   بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه

مخافة ربي والحياء يصدني   وإكرام بعلي أن تنال مراكبه

অর্থাৎ, এ রাত লম্বা হয়ে যায় এবং তার সবটাই কালো অন্ধকার! আর আমার এমন দুরবস্থা যে, আমার শয়ন-সাথী নেই, যার সাথে আমি খেলা করব।

আল্লাহর কসম! অন্য কিছু নয়, যদি আল্লাহ (ভীতি) না থাকত, তাহলে এই পালঙ্কের চারিদিক আন্দোলিত হত।

কিন্তু আমি ভয় করি সেই পর্যবেক্ষক (ফিরিশ্তাকে যিনি আমাদের কর্মাকর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য) ভারপ্রাপ্ত এবং যে লেখক আদৌ আলস্য, শৈথিল্য ও ক্লান্তিবোধ করেন না।

আমার প্রতিপালকের ভয়, লজ্জাশীলতা ও আমার স্বামীর মর্যাদা আমাকে বাধা দিচ্ছে, যাতে তার সওয়ারী (স্ত্রী) অন্য কেউ ব্যবহার না করে।

উমার ﷺ খবর নিয়ে জানলেন, তার স্বামী আছে জিহাদে। তার আল্লাহ-ভীতির কথা শুনে তিনি তার স্বামীকে কাছে পাওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

কাছে কেউ না থাকুক, উপরে আল্লাহ আছেন। কেউ না দেখুক, আল্লাহ দেখছেন। তিনি সদা-সর্বদা জাগ্রত। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তাঁর দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে যেতে পারে কে? কালো অন্ধকার রাতে কালো পাথরের ভিতরে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কালো পিঁপড়েও তার দৃষ্টি এড়াতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ} (٦١) سورة يونس

অর্থাৎ, তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন, যে অবস্থাতেই তুমি কুরআন হতে যা কিছু পাঠ কর না কেন এবং তোমরা যে কাজই কর না কেন, যখন তোমরা সে কাজ করতে শুরু কর, তখন আমি তোমাদের পরিদর্শক হই; আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ধূলিকণা পরিমাণও কোন বস্তু তোমার প্রতিপালকের (জ্ঞানের) অগোচর নয় এবং তা হতে ক্ষুদ্রতর অথবা তা হতে বৃহত্তর কোন কিছু নেই, যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লাওহে

মাহ্‌ফুযে লিপিবদ্ধ) নেই। *(সূরা ইউনুস ৬১ আয়াত)*

আরবী কবি বলেছেন,

إذا ما خلوت الدهـر يوما فلا تقل   خلـوت ولكن قل علي رقـيب

ولا تحسـبن الله يغفـل ساعة   ولا أن مـا تخفـيه عنه يغـيب

অর্থাৎ, যদি কোন সময় তুমি একাকিত্ব অবলম্বন কর, তাহলে বলো না যে, আমি নির্জনে একা আছি। বরং বল, 'আমার উপর পর্যবেক্ষক আছেন।' তুমি এ ধারণা করো না যে, যা ঘটে গেছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ বেখবর আছেন। আর এও ধারণা করো না যে, গোপন জিনিস তাঁর অগোচর থাকে। সুতরাং গোপনে করলে আল্লাহ দেখেন না। তাই মানুষের চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে নির্জনে গোপন প্রেমের বাঁশি বাজিয়ে যাও। মানুষকে গোপন করা, অথচ যার কিছুই গোপন থাকে না, তাকে গোপন কর না। এ কোন্ বুদ্ধি তোমাদের?

মহান আল্লাহ এক শ্রেণীর খিয়ানতকারী সম্পর্কে বলেন,

{وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا}

অর্থাৎ, আর তুমি তাদের পক্ষে কথা বল না যারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠকে ভালবাসেন না। এরা মানুষকে লজ্জা করে (মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করে), কিন্তু আল্লাহকে লজ্জা করে না (তাঁর দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে পারে না) অথচ তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন যখন রাত্রে তারা তাঁর (আল্লাহর) অপছন্দনীয় কথা নিয়ে পরামর্শ করে। আর তারা যা করে তা সর্বতোভাবে আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে। *(সূরা নিসা ১০৭-১০৮ আয়াত)*

তোমরা হয়তো শুনে থাকবে একটি সত্য কাহিনী। বানী ইসরাঈলের যুগে তিন ব্যক্তি একদা সফরে বের হল। চলতে চলতে রাত এসে গেল। সুতরাং তারা রাত কাটানোর জন্য একটি পর্বত-গুহায় প্রবেশ করল। অল্পক্ষণ পরেই একটা বড় পাথর উপর থেকে গড়িয়ে নীচে এসে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। এ দেখে তারা বলল যে, 'এহেন বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই যে, তোমরা তোমাদের নেক আমলসমূহকে অসীলা বানিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ কর।' সুতরাং তারা স্ব স্ব আমলের অসীলায় (আল্লাহর কাছে) দুআ করতে লাগল। তাদের মধ্যে একজন পিতামাতার সেবার কথা ও অন্য একজন আমানত রক্ষা তথা দানশীলতার কথা উল্লেখ করল।

কিন্তু আর একজন তার দুআয় উল্লেখ করল, "হে আল্লাহ! আমার একটি

চাচাতো বোন ছিল। সে আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তমা ছিল। (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী) আমি তাকে এত বেশী ভালবাসতাম, যত বেশী ভালবাসা পুরুষরা নারীদেরকে বাসতে পারে। একবার আমি তার সঙ্গে যৌন মিলন করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু সে অস্বীকার করল। পরিশেষে সে যখন এক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল, তখন সে আমার কাছে এল। আমি তাকে এই শর্তে ১২০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিলাম, যেন সে আমার সঙ্গে যৌন-মিলন করে। সুতরাং সে (অভাবের তাড়নায়) রাজী হয়ে গেল। অতঃপর যখন আমি তাকে আয়ত্তে পেলাম। (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী) যখন আমি তার দু'পায়ের মাঝে বসলাম, তখন সে বলল, তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং অবৈধভাবে (বিনা বিবাহে) আমার সতীচ্ছদ নষ্ট করো না। সুতরাং আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম; যদিও সে আমার একান্ত প্রিয়তমা ছিল এবং যে স্বর্ণমুদ্রা আমি তাকে দিয়েছিলাম তাও পরিত্যাগ করলাম। হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে তুমি আমাদের উপর পতিত মুসীবতকে দূরীভূত কর।"

এর ফলে পাথর সম্পূর্ণ সরে গেল এবং সকলেই (গুহা থেকে) বের হয়ে চলতে লাগল। *(বুখারী ২২৭২ নং মুসলিম ২৭৪৩ নং)*

মহান আল্লাহর স্মরণে তাঁকে ভয় করার মাহাত্ম্য তোমরাও অর্জন করতে পার অনুরূপ প্রেম ও প্রণয়-ঘটিত নানা পাপাচরণ বর্জন করার মাধ্যমে। আল্লাহ তোমাদেরকে তওফীক দিন।

২। মহান আল্লাহর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দাও

প্রেমিক-প্রেমিকা মুসলিম বন্ধু আমার! তোমরা যদি মুসলিম হও, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহকে ভালোসবে এবং এটাও চাইবে যে, তিনি তোমাদেরকে ভালোবাসুন। তাহলে অন্য কেউ বা কিছুর ভালোবাসার উপরে তাঁর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

তোমরা যদি মুসলিম হয়ে থাকো, তাহলে নিশ্চয়ই ঈমানের মিষ্টতা পেতে চাইবে। আর তা চাইলে কী করতে হবে শোনো। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبّ المَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إلاَّ للّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللّه مِنْهُ ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ)).

"যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে, সে ঈমানের মিষ্টতা লাভ ক'রে থাকে। আল্লাহ ও তাঁর রসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে অধিক প্রিয় হবে; কাউকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহ'র জন্যই ভালবাসবে। আর কুফ্‌রী থেকে তাকে আল্লাহর বাঁচানোর

পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করবে, যেমন সে নিজেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করাকে অপছন্দ করে।" *(বুখারী ১৬, মুসলিম ১৭৪নং)*

তাহলে কেন প্রেমিকের ভালোবাসা প্রাধান্য পায় তোমাদের কাছে? কেন আল্লাহর স্মরণ অপেক্ষা তার স্মরণ বেশি হয় হয় তোমাদের হৃদয়-মনে? কেন তাকে তোমাদের শয়নে-স্বপনে-নিশি জাগরণে সদা-সর্বদা স্মরণ কর? কেন তার ছবি নিয়ে মূর্তিপূজকদের মতো পূজা কর?

এমনকি নামাযেও? যে নামায মহান প্রতিপালকের বিশেষ যিক্র, সে নামাযেও প্রেমিকের কথাই স্মরণে আসে। নামায পড়তে পড়তেও তার মুখের ছবি তোমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। আর তার স্মরণে মন নিরত হলে নামাযে ভুল হয়ে যায়। প্রায় নামাযে সহু-সিজদা দিতে হয়। কেন এ সবকিছু? কেন তাকে তোমরা তোমাদের হৃদয়ের আসনে আসীন কর?

সে কি তোমাকে সৃষ্টি করেছে? সে তোমাদেরকে এমন কী দিয়েছে যে, স্রষ্টার যিক্রও বিস্মৃত করে? কোন্ কারণে তোমরা সৃষ্টিকর্তার স্মরণ অপেক্ষা তার স্মরণ বেশি কর? সে কি তোমাদেরকে এই যৌবনের নেয়ামত দান করেছে? সে কি তোমাদেরকে ভালোবাসার মতো হৃদয় দান করেছে?

তাহলে কেন? জেনে রেখো, মহান আল্লাহর উপযুক্ত ঈর্ষা আছে, যেমন মানুষের ঈর্ষা আছে নিজের মতো। একজনের নুন খেয়ে অন্য জনের গুণ গাইলে পরিণাম কী হয়, নিশ্চয় তা তোমাদের অজানা নয়।

৩। আল্লাহর যিক্রের মজলিসে ওঠাবসা কর

মনে হয়, আল্লাহর যিক্র বাদ দিয়ে তোমাদের এখন প্রেমের পুতুলের যিক্র বেশি হয়। আর তার মানেই সে আল্লাহর যিক্র থেকে তোমাদের মনকে সরিয়ে নেয়। আর তাহলেই তার ভয়ানক পরিণতি খেয়াল কর। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ} (٣٦) سورة الزخرف

"যে ব্যক্তি পরম দয়াময় আল্লাহর স্মরণে উদাসীন হয়, তিনি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করেন, অতঃপর সে হয় তার সহচর।" *(যুখরুফঃ ৩৬)*

{وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} (١٢٤) طه

"যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার হবে সংকীর্ণতাময় জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।" *(ত্বা-হাঃ ১২৪)*

বলা বাহুল্য, শয়তান তোমাদের সাথী হবে এবং সংকীর্ণতাময় জীবন তোমাদের অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে। পক্ষান্তরে প্রেম ও প্রেমিকের যিক্র ভুলে যদি মহান আল্লাহর যিক্র কর, তাহলে হৃদয়ে প্রশান্তি পাবে। তিনি বলেছেন,

{الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়। জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়। *(সূরা রা'দ ২৮ আয়াত)*

হ্যাঁ, যিক্র আল্লাহর করবে তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে, মনে ও মুখে। যিক্রের মজলিসে বসবে, মানে ইল্মী মজলিসে বসবে। যেখানে দ্বীনের কথা আলোচনা হয়, সেখানে বসবে। দ্বীনী বই-পুস্তক পড়বে, দ্বীনী আলোচনা শুনবে। অবশ্যই পাগলা মনে শান্তি আসবে। আর শুনেছ তো, আযানের শব্দ শুনে শয়তান পাদতে-পাদতে পালায়।

নিয়মিত অর্থ-সহ কুরআন পড়বে, তাহলে প্রেমের ভুত পালিয়ে যাবে।

৪। চক্ষু সংযত কর

প্রেমে পড়েছ তুমি? তার ছবি দেখা বন্ধ কর, যার ফাগুনের আগুন-লাগা রূপ দেখে তোমার প্রেমের আগুন দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে ওঠে। বন্ধ কর চ্যানেলগুলোতে প্রেমের নানা ছবি দেখা। কারণ এতেও রয়েছে আগুনে ঘি ঢালার ব্যবস্থা।

বাড়িতে মা-বোন-ভাইদের সাথে একই সোফাতে বসে টিভির পর্দায় প্রেম নিবেদন দেখছ! প্রেমালাপ শুনছ! ভাবছ একা দেখার থেকে অনেক ভালো। কিন্তু তোমার লজ্জা-শরম কোথায় গেল? বন্ধ কর সিরিয়াল দেখা। বন্ধ কর প্রেমের অভিনয় দেখা। এতে ঘায়ে মলম পড়ে না, বরং পড়ে মরিচ-বাঁটা। তুমি হয়তো নায়িকাকে তোমার প্রেমিকা কল্পনা করবে। নায়ককে তোমার প্রেমের দেবতা জ্ঞান করবে। তাহলে পারবে না সে জঙ্গল হতে বের হতে, যেখান হতে বাঘ-ভল্লুকের ভয়ে পলায়ন করতে চাইছ।

মানুষ ও তার ছবি কি এক হয়? বাস্তব ও কল্পনা কি একাকার? কল্পনা জগতে বিচরণ ক'রে কেন নিজেকে দগ্ধ করছ? বাস্তবে ফিরে এসো। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসো। শান্তি ও স্বস্তি পাবে।

যার প্রেম তোমার মনকে পাগল করেছে, সে যদি সামনেও এসে পড়ে, তবুও দেখবে না তার দিকে মুখ তুলে। তার কোন ছবি থাকলে অথবা তোমাদের কোন যৌথ সেলফী থাকলে তা নষ্ট ক'রে ফেল। যাকে তুমি পাবে না, পাওয়া সম্ভব নয়, তার ছবি ধরে রেখে মনকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী?

নির্জনেও দেখো না তার ছবি। অন্য কারো যৌন নিবেদনমূলক ছবি, অশ্লীল ভিডিও ও পর্ণগ্রাফী।

মুক্তি পেতে চাইলে তোমার মহান প্রতিপালকের নির্দেশ মেনে নাও। তিনি বলেছেন,

{قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ}

"মু'মিন পুরুষদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে (নজর ঝুঁকিয়ে চলে) এবং তাদের যৌনাঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য উত্তম। ওরা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। আর মু'মিন নারীদেরকে বল, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও লজ্জাস্থান সংরক্ষা করে---।" *(নূরঃ ৩০-৩১)*

যে জিনিস দেখলে মনে তুফান তোলে, সে জিনিস না দেখে তুফান বন্ধ করা কি জ্ঞানীর কাজ নয় বন্ধু?

৫। ধৈর্যধারণ কর

প্রেমে পড়ে কষ্ট পাবে, যদি প্রেম সত্য হয়। সেই কষ্টে তুমি ধৈর্যধারণ কর। যে প্রেম তোমার সফল হবে না, সে প্রেমের প্রতিমার পিছনে কেন কষ্টভোগ করবে?

সবুর কর, সবুরে মেওয়া ফলে। হয়তো এর বিনিময়ে তুমি মহান প্রভুর ভালোবাসা লাভ করবে। চেষ্টা করলেই পারবে ধৈর্য ধরতে ও পবিত্র থাকতে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ . وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ)).

"যে ব্যক্তি পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন। আর যে ব্যক্তি (চাওয়া থেকে) অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করবে আল্লাহ, তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা প্রদান করবেন। আর কোন ব্যক্তিকে এমন কোন দান দেওয়া হয়নি, যা ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও বিস্তর হতে পারে।" *(বুখারী ১৪৬৯, ৬৪৭০, মুসলিম ২৪৭১নং)*

হ্যাঁ, প্রেম হয়ে যাওয়ার পর যদি কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে সবর করে এবং প্রেমিকার প্রতি দৃক্‌পাত না করে ও তার সাথে কথা বলার চেষ্টাও না করে; বরং মহান আল্লাহর ভয়ে পবিত্রতা বজায় রাখে এবং তার নিকটবর্তী হওয়ারও চেষ্টা না করে। অথচ ইচ্ছা করলে সে এ সব কিছুই অনায়াসে করতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার মনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গোপনে দমন ক'রে রাখে এবং আল্লাহর প্রেম, ভয় ও সন্তুষ্টিকে এ সবের উপর অগ্রাধিকার দান করে, তাহলে সে আল্লাহ তাআলার এই প্রতিশ্রুতির আওতাভুক্ত হওয়ার আশা রাখতে পারে, যে প্রতিশ্রুতির কথা তিনি কুরআন মাজীদে দিয়েছেন,

{وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} (٤١)

"যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং খেয়াল-খুশী হতে মনকে বিরত রাখে, অবশ্যই জান্নাত হবে তার আশ্রয়স্থল।" *(সূরা নাযিআত ৪০-৪১ আয়াত)*

{وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ} (٤٦) سورة الرحمن

"আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হতে হবে---এই ভয় রাখে (এবং সেই ভয়ে সকল পাপ-পঙ্কিলতা বর্জন করে) তার জন্য রয়েছে দু'টি বেহেশ্ত।" *(সূরা রাহমান ৪৬ আয়াত)*

সুতরাং পরকালে পাওয়ার আশায় ইহকালে ধৈর্য ধর। মনকে পাথরের মতো শক্ত কর। নচেৎ স্পঞ্জের মতো করলে পাঠ্য, শ্রাব্য ও দৃশ্য সকল প্রকার পাত্র থেকেই তোমার মন অবৈধ প্রেমের পানি শোষণ করতে থাকবে।

৬। সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ কর

অবৈধ প্রেমে যখন পড়েছ, তখন জেনে রেখো, প্রেম বড় শক্তিশালী। সুতরাং প্রস্তুতি নাও, তার বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে। নচেৎ তুমি তার হাতে পরাজিত ও পরাধীন থাকবে।

অবৈধ প্রণয় ও তার নানা কর্মকান্ড আসলে মনের কামনা, বাসনা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে সৃষ্টি হয়। আর কুপ্রবৃত্তির আনুগত্য হল সর্বনাশী।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَشُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ المرءِ بِنَفْسِهِ)).

"---আর ধ্বংসকারী কর্মাবলী হল; এমন কৃপণতা যার অনুসরণ করা হয়, এমন প্রবৃত্তি যার আনুগত্য করা হয় এবং মানুষের আত্মমুগ্ধতা।" *(বায্যার ৬৪৯১, বাইহাকী প্রমুখ, সহীহ তারগীব ৫৩নং)*

প্রেমরোগের সবচেয়ে বড় অব্যর্থ ও আসল ঔষধ হল ধৈর্য ও মনের দৃঢ়-সংকল্পতা এবং সুপুরুষের মতো মনের স্থিরতা। ইচ্ছা পাকা থাকলে উপায়ের পথ বড় সহজ। মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে পারলে প্রেমরোগ দমন করা অতি সহজ। তবে তা কঠিন। আর কঠিন বলেই সে জিহাদ সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه و هواه)).

"স্বীয় মন ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ হল মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।" *(ইবনে নাজ্জার, সঃ জামে' ১০৯৯নং)*

প্রেমিক বন্ধু আমার! তুমি হয়তো ভাবতেও পার যে, তোমার প্রেম পবিত্র। কিন্তু জেনে রেখো যে, মানুষের মন বড় মন্দপ্রবণ। এ কথা (এক মতে) ইউসুফ

নবী ﷺ স্বীকার ক'রে বলেছেন,

{وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٥٣)

"আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্ম প্রবণ, কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *(ইউসুফ ঃ ৫৩)*

যেটা করতে নিষিদ্ধ, সেটা করেই যেন মানুষের আনন্দ বেশী। আর যেটা নিয়ে মানুষ আনন্দে মত্ত ও উদাস হতে পারে, সেটাই দ্বীনে নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি অনুরাগ, আকর্ষণ ও কৌতুহল মানুষের প্রকৃতিগত গুণ। বলা বাহুল্য, এখানেই থাকে সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যের আসল পরীক্ষা।

যে বইয়ের উপর লেখা থাকে, 'অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য পড়া নিষেধ' সে বইটাই অপ্রাপ্তবয়স্করা আগে পড়ার চেষ্টা করে। নচেৎ যেন, শান্তি পায় না, স্বস্তি পায় না। অধিকাংশ মানুষেরই মনের প্রবণতা ঠিক পাগলার মত; যখন পাগলাকে বলা হল, 'পাগলা সাঁকো নাড়িস্ নে!' পাগলা বলল, 'মনে ছিল না, ভালো, মনে করে দিলি।' আর এই বলে সে অর্ধভগ্ন বাঁশের সাঁকো নেড়ে ভেঙ্গেই ফেলল।

এমনই ঘটে থাকে। যার যাতে আনন্দ, তাকে সে কাজ করতে নিষেধ করলে অনেক সময় তার সেই প্রবৃত্তি অধিকতর প্রবল হয়ে ওঠে। পরন্তু যার যে কাজে প্রবৃত্তি, তাকে সেই কাজে নিষেধ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, তার সে প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে, যা সে ভুলে ছিল।

আশা করি যে, তুমি সে প্রকৃতির নও। কারণ, তোমাকে মনে রাখতে হবে যে, "বেহেশ্তের পথ বড় কাঁটাময় এবং দোযখের পথ বড় আনন্দময়।" *(বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৩১২৬, ৩১৪৭ নং)* আর সে আনন্দের কি কোন মূল্য আছে, যার পশ্চাতে অপেক্ষা করে দুঃখ ও কষ্ট?

কিন্তু মনের উপর তোমার যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তাহলেই সর্বনাশ! পরন্তু আকাঙ্ক্ষার ধন যত দুর্লভ হয়, মনের আকাঙ্ক্ষা তত বাড়ে। আর ভোগ যেমনই হোক, তার একটা তীব্র নেশা আছে। একপাত্র নিঃশেষ করে অবিলম্বে আর এক পাত্রের দিকে হাত বাড়াতে ইচ্ছা হয়। মন্দপ্রবণ মন যত ভোগ করে, তার ভোগের বাসনা ততই বেড়ে চলে। তুমি যদি কারুনের সমান ধন-মাল পাও, ফেরাউনের মত সুস্বাস্থ্য ও দেহ পাও এবং সর্বপ্রকার রঙ, রূপ ও লাবণ্যের দশ হাজার উদ্ভিন্ন-যৌবনা সুন্দরী যুবতী শয্যা-সঙ্গিনীরূপে পাও, তবুও তুমি কি মনে কর যে, এতে তোমার মন-জান ভরবে? কক্ষনো না। অবৈধ পথে বল্গাহীন মনের প্রবৃত্তি ও প্রবণতাই হল এমনি। পক্ষান্তরে হালাল পথের একটি নারীই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। মনের সকল চাহিদা তারই মাঝে মিটে যাবে; যদি তোমার নিয়ন্ত্রণে থাকে তবে। নচেৎ অবৈধ প্রণয় ও কামনার জ্বালা তোমার মনকে কোনদিন শান্তি দিতে

পারবে না।

'কহিবে না কথা তুমি! আজ মনে হয়,
প্রেম সত্য চিরন্তন, প্রেমের পাত্র সে বুঝি চিরন্তন নয়।
জন্ম যার কামনার বীজে
কামনারই মাঝে সে যে বেড়ে যায় কল্পতরু নিজে।
দিকে দিকে পাখা তার করে অভিযান,
ও যে শুষিয়া নেবে আকাশের যত বায়ু প্রাণ।
আকাশ ঢেকেছে তার পাখা
কামনার সবুজ বলাকা!
প্রেম সত্য, প্রেম-পাত্র বহু অগণন,
তাই -চাই, বুকে পাই, তবু কেন কেঁদে ওঠে মন।'

অবশ্য এই কুপ্রবৃত্তি ও কামনার পিছনে উদ্বুদ্ধকারী রয়েছে আরো একজন। সে সাথেই থাকে অথচ তার কথাও টের পাওয়া সহজ নয়। সে হল মানুষের আদি ও চিরশত্রু শয়তান। সুতরাং মনের খেয়াল-খুশীকে নিয়ন্ত্রণে রেখে দৃঢ়-সংকল্প হও যে, তুমি ঐ শয়তানী কুমন্ত্রণায় সায় দেবে না। শয়তান হল তোমার প্রধান শত্রু এবং এই প্রণয়ের প্রধান দূত। তাই তার বিরুদ্ধেও জিহাদ করতে হবে। আর তার আনুগত্য তো করাই যাবে না।

মহান প্রতিপালকের নির্দেশ শোনো,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (٢١) سورة النــور

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমাদের কেউই কখনও পবিত্র হতে পারত না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র ক'রে থাকেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" *(নূর ঃ ২১)*

অতএব ধৈর্যের সাথে মন ও শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও।

৭। আরশের ছায়া লাভের আশা রাখো

রোজ কিয়ামত পঞ্চাশ হাজার বছরের দিন। সূর্য অতি নিকটে থাকবে, মাত্র এক মাইল দূরে। তাতে ঘাম হবে। সেই ঘাম অনেকের নাক-বরাবর পৌঁছে যাবে। সে

ময়দানে ছায়াদার কিছু থাকবে না। কেবল মহান আল্লাহর আরশের ছায়া থাকবে। আর সে ছায়ায় জায়গাও পাবে না সবাই।

তুমি কি সেই ছায়ায় জায়গা পেতে চাও সেদিন?

তাহলে আজকের এই পাপের সূর্যতাপে ছায়াগ্রহণ করতে হবে, ইসলামের ছায়া। বিশেষ ক'রে তোমাকে বলছি। কারণ তুমি প্রেমরোগী। তোমারই সানস্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

তোমাকে তোমার গোপন প্রেমিকা পাপের দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

তোমার অভিসারিকা তোমাকে আকুল আবেদন জানাচ্ছে।

নানা দৃষ্টি-আকর্ষী প্রসাধনে প্রসাধিকা তোমার প্রতি আকৃষ্টা হয়ে তোমাকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে।

সুরমা নিজ সৌরভ নিয়ে তোমাকে মুগ্ধ ক'রে তুলছে।

অলংকারের ঝংকারে তোমার মনকে চমকে ও থমকে দিচ্ছে।

রূপসীর রূপের ঝলক ও যৌনাবেদনময়ীর অশালীন পোশাক তোমার নজর ও মন কেড়ে নিচ্ছে।

সকল দরজা বন্ধ ক'রে যেন প্রেমিকা যুলাইখা তোমাকে বলছে, 'এই! এসো না।'

ছলনার ললনা নানা অঙ্গভঙ্গি ক'রে তোমাকে প্রেমপুরীতে যেতে ইঙ্গিত করছে।

বাঁচতে পারবে তুমি? এ তপন-তাপে ছায়ার খোঁজ করবে তুমি?

প্রেমিক বন্ধু আমার! কেউ যদি তোমার কাছে অযাচিতভাবে প্রেম নিবেদন করতে চায়, তবে সর্বপ্রকার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তার ছলনায় সাড়া দিয়ো না। আর মনে রেখো যে, "আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তাদের মধ্যে একজন হল,) সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহ্বান করে, কিন্তু সে বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।" *(বুখারী ৬৬০নং, মুসলিম ১০৩১নং)*

ছলনাময়ী ললনার চক্রান্তে যাতে না পড়, তার জন্য বাংলা প্রবাদেও সতর্কবাণী এসেছে, তা মনে রেখো; 'কখনো খেয়ো নাকো তালে আর ঘোলে, কখনো ভুলো নাকো ঢেমনের বোলে।' ঠিকই তো 'বালির বাঁধ, শঠের প্রীতি, এ দুয়ের একই রীতি।' আর তাছাড়া 'জলের রেখা, খলের পিরীত' থাকেও না বেশীক্ষণ। এ ধরনের চক্রান্তময় প্রেমে থাকে এক প্রকার সুড়সুড়ি, এক ধরনের স্বার্থ। যা শেষ হলে সব শেষ। সুতরাং মনে রেখো বন্ধু আমার! 'জল-জঙ্গল-নারী, এ তিনে বিশ্বাস নাই, বড়ই মন্দকারী।'

নারী শারীরিকভাবে দুর্বল হলেও এবং অনেকে নারীকে সামান্য জ্ঞান করলেও

আসলে মনের দিক দিয়ে নারী বিশাল। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য হল নারীর মন। সুবিস্তৃত মেঘমালা এবং ক্ষিপ্রগামী বাতাসের গতিবেগ হয়তো নির্ণয় করা সহজ; কিন্তু নারীর মনের গতিবেগ নির্ণয় করা মোটেই সহজ নয়। তা মাপা বা অনুমান করা আদৌ আসান নয়। আর এ জন্যই অনেকে সরল মনে নারীর ছলনার গরল পান ক'রে ধোকা খায়।

'বুঝিনু না, ডাকিনীর ডাক এ যে,
এ যে মিথ্যা মায়া,
জল নহে, এ যে খল, এ যে ছল
মরীচিকা-ছায়া।'

৮। তওবা কর

তুমি প্রেমিক হও বা প্রেমিকা, আকৃষ্ট হও আকর্ষক, আল্লাহর কাছে তওবা কর। একটার পর আর একটা পাপের যে কারণ হয়েছ তুমি তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হও।

তওবার ছয়টি শর্ত আছে, তা পূরণ ক'রে তওবা করলে অবশ্যই তুমি অবৈধ প্রেম ও প্রেম-ঘটিত পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি পাবে। দূর হয়ে যাবে তোমার দেহ-মন থেকে দুরারোগ্য প্রেমরোগ।

এক ঃ এই তওবায় তোমার ইখলাস থাকতে হবে।

তোমার মধ্যে ভুলের স্বীকারোক্তি থাকবে এবং একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য তওবা করবে। তুমি তাঁরই অবাধ্য হয়ে এমন পাপে ফেঁসেছিল, তাই কেবল তাঁরই ভয়ে তাঁর কাছে তওবা করবে। বাধ্য হয়ে বা চাপে পড়ে তওবা করলেও নিয়তকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেবে। কেউ কোন লোভ দেখিয়ে তওবা করতে উদ্বুদ্ধ করলেও তুমি তোমার অন্তরকে মহান প্রতিপালকের জন্য বিশুদ্ধ করবে।

আর জেনে রাখবে তোমার মনে যে কুপ্রবৃত্তির আগুন জ্বলেছে, তা আল্লাহর জন্য ইখলাসের পানি ছাড়া নিভবে না। সুতরাং ইখলাসকেই প্রেমরোগের অব্যর্থ ঔষধ জানবে। মহান আল্লাহ ইউসুফ নবী ﷺ-এর জন্য বলেছেন,

{وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أَن رَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ} (٢٤) سورة يوسف

"নিশ্চয় সেই মহিলা (যুলাইখা) তার প্রতি আসক্তা হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত; যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখবার জন্য এইভাবে নিদর্শন

দেখিয়েছিলাম। অবশ্যই সে ছিল আমার নির্বাচিত বান্দাদের একজন।" *(ইউসুফ ঃ ২৪)*

সুতরাং বিষয়টিকে তওবার সময় মাথায় রেখো।

দুই ঃ বর্তমানে প্রেম-ভালোবাসার যাবতীয় কর্মকান্ড বন্ধ করতে হবে।

কারণ পাপ বর্জন করার আগে পাপ থেকে তওবার কোন অর্থ হয় না। তওবার অর্থই হল ফিরে আসা। পাপ থেকে পুণ্যের দিকে, বাতিল থেকে হকের দিকে, অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতার দিকে, নোংরামি থেকে পরিচ্ছন্নতার দিকে ফিরে আসার নাম তওবা। না ফিরে তওবা হয় না।

তিন ঃ প্রেমের দিকে আর জীবনেও ফিরব না, এই দৃঢ়সংকল্প হতে হবে।

নচেৎ পাপ থেকে ফিরে আসার পর আবার পাপের দিকে ফিরে গেলে তওবা হতে পারে না। অবশ্য তার জন্য সর্বদা অনুভূতিতে পাপবোধটা থাকতে হবে।

যে কাজ করলে আবার প্রেম ফিরে আসতে পারে, সে কাজ আর করা যাবে না।

যে কথা শুনলে আবার প্রেম ফিরে আসতে পারে, সে কথা আর শোনা যাবে না।

যে জিনিস দেখলে আবার প্রেম ফিরে আসতে পারে, সে জিনিস আর দেখা যাবে না।

যে জায়গা গেলে আবার প্রেম ফিরে আসতে পারে, সে জায়গা আর যাওয়া যাবে না।

তওবার পর মজনু বলেছিল, 'হে মন তুমি তো ওয়াদা দিয়েছিলে যে, আমি লায়লা থেকে তওবা করলে তুমিও তওবা করবে। আমি তো তওবা করেছি, তাহলে লায়লার নাম শুনে তুমি গলে যাও কেন?!

মনকে এমন দুর্বল ক'রে রাখলে তওবার সুফল ভাগ্যে জুটবে না।

চার ঃ অবৈধ প্রেম করার ফলে মনে মনে অনুতপ্ত হতে হবে।

নচেৎ প্রেম নিয়ে গর্ব থাকলে অথবা প্রেম করা বা প্রেমিকরূপে কারো আকাঙ্ক্ষিত হওয়াকে সৌভাগ্য ধারণা করলে তওবার কোন উপকারিতা পরিদৃষ্ট হবে না।

অনেক ধৃষ্ট ও নির্লজ্জ প্রেমিক প্রেম ক'রে গর্ব করে। কেউ তাকে পেতে চায়, তাই সে তাতে আনন্দিত ও গর্বিত হয়। গর্বের সাথে আস্ফালন ক'রে প্রেমের কথা বন্ধুমহলে প্রচার করে। মনে মনে দুঃখিত, লজ্জিত, লাঞ্ছিত বা অনুতপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, প্রেম ক'রে সে যে ভুল করেছে, সেটাও স্বীকার করতে চায় না। তাছাড়া তা নিয়ে সে গর্ব ও প্রচার করবে কেন? এমন প্রেমিক-প্রেমিকা কি প্রেম থেকে মুক্তি পেতে পারে? প্রেমের পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র হওয়ার তওফীক ও মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ করতে পারে? কক্ষনই না।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ

وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ)).

“আমার প্রত্যেক উম্মতের পাপ মাফ করে দেওয়া হবে, তবে যে প্রকাশ্যে পাপ করে (অথবা পাপ ক’রে বলে বেড়ায়) তার পাপ মাফ করা হবে না। আর পাপ প্রকাশ করার এক ধরন এও যে, একজন লোক রাত্রে কোন পাপ ক’রে ফেলে, অতঃপর আল্লাহ তা গোপন করে নেন। (অর্থাৎ, কেউ তা জানতে পারে না।) কিন্তু সকাল বেলায় উঠে সে লোকের কাছে বলে বেড়ায়, ‘হে অমুক! গত রাতে আমি এই এই কাজ করেছি।’

রাতের বেলায় আল্লাহ তার পাপকে গোপন রেখে দেন; কিন্তু সে সকাল বেলায় আল্লাহর সে গোপনীয়তাকে নিজে নিজেই ফাঁস ক’রে ফেলে।” *(বুখারী ৬০৬৯নং, মুসলিম ৭৬৭৬নং)*

পাঁচ ঃ প্রেম করতে গিয়ে কারো কোন অধিকার হরণ ক’রে থাকলে তা ফেরৎ দিতে হবে নতুবা তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

বাপ-মাকে কত কষ্ট দিলে! তাদের কত কি চুরি করলে! আত্মীয়-স্বজনের মান-সম্মান ধূলিস্মাৎ করলে! তাদের অধিকার ফিরিয়ে দাও, তাদের নিকট ক্ষমা চাও।

ছয় ঃ এখনো সময় আছে, সময় শেষ হওয়ার আগে আগে তওবা কর। নচেৎ প্রাণ কণ্ঠাগত হলে আর তওবা কবুল হবে না। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হলে আর তওবার সময় থাকবে না।

প্রেমিক-প্রেমিকা মুসলিম মানিকজোড়! তওবা কর। জানি তা বড় কষ্টের কাজ। কষ্ট বরণ কর, তার বিনিময়ে স্বস্তি পাবে। অকল্যাণ বর্জন কর, বিনিময়ে কল্যাণ লাভ করবে ইন শাআল্লাহ।

আল্লাহর দিকে ফিরে এসো। আল্লাহকে পেলে কোন দুঃখ থাকবে না, কোন কষ্ট থাকবে না। আল্লাহ তোমাকে সুমতি দান করুন এবং তোমার সকল দুঃখ-কষ্ট দূর করুন। আমীন।

৯। দুআ কর

মন উতলা মুসলিম প্রেমিক-প্রেমিকা! মানুষের মন হল ফাঁকা ময়দানে পড়ে থাকা এক টুকরা হাল্কা পালকের মত। বাতাসের সামান্য দোলায় সে মন দুলতে থাকে, হিলতে থাকে, ছুটতে থাকে। মন হল পরিবর্তনশীল। যে মন কখনো শ্যাম চায়, কখনো কুল চায়। সে মন থাকে আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝে। তিনি মানুষের মন ঘুরিয়ে ও ফিরিয়ে থাকেন। অতএব এ বলেও দুআ করো তাঁর কাছে,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ.

অর্থাৎ, হে মনের গতি পরিবর্তনকারী! আমার মনকে তোমার দ্বীনের উপর স্থির রাখ।

আনাস ﷛ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বেশি বেশি বলতেন, “হে হৃদয়সমূহকে বিবর্তনকারী! তুমি আমার হৃদয়কে তোমার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো।” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার প্রতি এবং আপনি যা আনয়ন করেছেন তার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনি কি আমাদের ব্যাপারে ভয় করেন?’ তিনি বললেন,

((نَعَمْ ، إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ ، يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ)).

“হ্যাঁ, হৃদয়সমূহ আল্লাহর আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দু’টি আঙ্গুলের মাঝে আছে। তিনি তা ইচ্ছামত বিবর্তন ক’রে থাকেন।” *(তিরমিযী ২১৪০, ইবনে মাজাহ ৩৮৩৪, মিশকাত ১০২নং)*

প্রেমিক বন্ধু আমার! নারীর ছলনা থেকে বাঁচার জন্য, নারীর ফিতনা থেকে দূরে থাকার জন্য তুমি ইউসুফ নবী ﷵ-এর মতো দুআ কর,

﴿رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْ إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجَاهِلِيْنَ﴾

অর্থাৎ, হে পরোয়ারদেগার! ওরা আমাকে যে বিষয়ের দিকে আহ্বান করছে, তা অপেক্ষা কারাগার আমার নিকট অধিক প্রিয়। তুমি যদি আমাকে ওদের ছলনা হতে রক্ষা না কর, তবে আমি ওদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞ মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। *(সূরা ইউসুফ ৩৩)*

মহান আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতিতেই সব কিছু ঘটে থাকে। তাই তাঁর নিকটেই আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কোন উপায় নেই মানুষের। সুতরাং পড়তে থাকো সেই যিক্র, যা জান্নাতের একটি ধনভান্ডার, “লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।”

অর্থাৎ, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া নড়া-চড়া করার (পাপ ও অশুভ জিনিস থেকে বেঁচে থাকা এবং পুণ্যার্জন ও মঙ্গল সাধন করার) ক্ষমতা নেই। *(বুখারী ৪২০২, মুসলিম ৭০৩৭নং)*

জ্বিন ও মনুষ্য-শয়তানের কুমন্ত্রণা ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে সকাল-সন্ধ্যায় নিয়মিত ৩ বার ক’রে ৩ ‘কুল’ পড়। মহান আল্লাহর তোমার সহায় হোন। দূর করুন তোমার প্রেমরোগ।

প্রেমরোগী একজন আর্ত-পীড়িত ব্যক্তি। আর মহান আল্লাহ আর্তের আহবানে সাড়া দেন। তিনি বলেছেন,

{أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ} (٦٢) سورة النمل

“অথবা তিনি, যিনি আর্তের আহবানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং

বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাক।" *(নাম্ল ঃ ৬২)*

১০। নিয়মিত নামায পড়

প্রেমরোগী মুসলিম তরুণ-তরুণী! প্রেমরোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য নিয়মিত নামায আদায় কর। যেহেতু নামায নামাযীকে পাপাচরণ ও মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখে। নামায পড়লে মানুষের চারিত্রিক জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। বলা বাহুল্য, একজন নামাযী মিথ্যুক হতে পারে না, চোর ও দাগাবাজ হতে পারে না, মাতাল ও লম্পট হতে পারে না ইত্যাদি। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} (٤٥) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, তোমার প্রতি যে গ্রন্থ অহী করা হয়েছে তা পাঠ কর এবং যথাযথভাবে নামায পড়। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর অবশ্যই আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন। *(আনকাবূত ঃ ৪৫)*

প্রশ্ন হতে পারে, বহু নামাযীকে দেখা যায়, তারা প্রেম করে, পাপ করে। বরং নামাযের ঘর মসজিদে বসেও অনেকে প্রেমকার্য ও পাপাচরণ চালায়। তাহলে নামায পড়ে ফল কোথায়?

উত্তরে বলা যায় যে, মহান আল্লাহর এ খবর নিশ্চয় মিথ্যা বা অবাস্তব নয়। তাহলে সুনিশ্চিতভাবে ঐ নামাযীর নামায মিথ্যা। নচেৎ নামায সত্য ও সফল হলে তার চারিত্রিক সুফল অবশ্যই ফলতো।

১১। বিবাহ ক'রে নাও

কুলকুল-তান যৌবনের যুবক বন্ধু আমার! যদি কাউকে ভালো লেগেই যায়, তাহলে হালাল ও বিধেয় উপায়ে তাকে পাওয়ার চেষ্টা কর। আর ভেবো না যে, প্রেম ক'রে বিয়ে বেশী সুখময়। বরং বিয়ে করলেই দায়িত্ববোধের সাথে প্রেমের চেতনা অধিক বাড়ে। এ পবিত্র প্রেমে কোন প্রকার ধোঁকা থাকে না, থাকে না কোন প্রকার অভিনয় ও কপটতা। যে নির্মল প্রেমে থাকে দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যপরায়ণতা। আর এ জন্যই সমাজ-বিজ্ঞানী নবী ﷺ বলেন,

((لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ)).

"প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য বিবাহের মত অন্য কিছু (বিকল্প) নেই।" *(ইবনে*

মাজাহ ১৮৪৭, হাকেম ২৬৭৭, বাইহাক্বী ১৩৮৩৫, সহীহুল জামে' ৫২০০ নং)

এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আমাদের তত্ত্বাবধানে একটি এতীম মেয়ে আছে, তাকে বিয়ে করার জন্য একজন গরীব ও একজন ধনী প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু মেয়েটি গরীবকে পছন্দ করছে, আর আমরা ধনীকে পছন্দ করছি।' এ কথা শুনে নবী ﷺ উক্ত হাদীস বলেছিলেন।

অতএব প্রেম প্রকাশ ও বৃদ্ধি করার জন্য, প্রেমের ডালি খালি করার জন্য, প্রেম অনির্বাণ রাখার জন্য, প্রেম-রোগ উপশম করার জন্য, পবিত্র বিবাহ-বন্ধনের মত আর অন্য কোন বিকল্প গত্যন্তর নেই। তাই আল্লাহর কাছে দুআ ক'রে গোপনে তোমার মানুষটিকে চেয়ে নাও এবং তাঁর নিকট হারামকারিতা থেকে শতবার পানাহ চাও। আর উপযুক্ত লোক লাগিয়ে বৈধ উপায়ে তাকে তোমার জীবন-সঙ্গিনী বানিয়ে নাও। যে রতি হয়ে তোমার মনে এসেছিল, তাকে সতী হয়ে তোমার ঘরে আসতে দাও। যে প্রিয়া হয়ে প্রেমে ছিল, সে বধূ হয়ে তোমার অধরে আসুক। যে তোমার 'দ্রাক্ষা-বুকে শিরীন-শারাব' হয়ে এতদিন গোপনে লুকিয়ে ছিল, সে এবার প্রকাশ্যে তোমার পেয়ালায় এসে যাক্।

আর একান্তই যদি তোমার ঐ ধারণা সত্য হয়ে থাকে, তাহলে অবৈধ প্রেম খেলে কেন, লুকোচুরি করে ফিস্‌ফিসিয়ে কেন, গোপন প্রেম-পত্র লিখে কেন? বরং বৈধ উপায়ে তার অভিভাবকের নিকট পয়গাম পাঠিয়ে তাকে তোমার প্রণয়-সূত্রে গেঁথে নাও। হালাল উপায়ে তুমি তাকে তোমার জীবনে নিয়ে এসো এবং আল্লাহ ও রসূলের নাফরমানি করো না।

প্রেম-ভিখারী বন্ধু আমার! প্রেম ক'রে যদি জীবন-সাথী বানাতেই চাও, তাহলে ক্ষণস্থায়ী এ ঢলন্ত-যৌবনা ফুরন্ত রূপের রূপসীদের সাথে কেন? অসৎচরিত্রা অসতীদের সাথে কেন? হ্যাঁ, সে অসতী বৈকি? যে তোমার সাথে অবৈধভাবে প্রেম করতে আসে, অবাধ মিলামিশা, দেখা-সাক্ষাৎ, চোখাচোখি, হাসাহাসি করে, সে অসতী বৈকি?

সুতরাং প্রেম যদি করতেই হয়, তাহলে চিরকুমারী অনন্ত-যৌবনা, অফুরন্ত রূপের রূপসীদের সাথে কর। কাঞ্চন-বদনা, সুনয়না, আয়তলোচনা, লজ্জা-বিনম্র, প্রবাল ও পদ্মরাগ-সদৃশ, উদ্ভিন্ন-যৌবনা ষোড়শীদের সাথে কর। যে তরুণীরা হবে সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্রা, যারা তুমি ছাড়া আর কারো প্রতি নজর তুলেও দেখবে না। যে সুরভিতা রূপসীদের কেউ যদি পৃথিবীর অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে উঁকি মারে, তাহলে তার ঝলমলে রূপালোকে ও সৌরভে সারা বিশ্বজগৎ আলোকিত ও সুরভিত হয়ে উঠবে। যে সুরমার কেবলমাত্র মাথার ওড়না খানিকে পৃথিবী ও তার সমস্ত সম্পদ ব্যয় করলেও ক্রয় করা সম্ভব হবে না। *(বুখারী ৬৫৬৮ নং)*

সুতরাং হালাল উপায়ে বিবাহ কর এবং তার সাথেই চুটিয়ে প্রেম কর। আর

আল্লাহর আনুগত্য করার মাধ্যমে ঐ রূপসীদেরকে বিবাহ করার লক্ষ্যে মোহর সংগ্রহ করতে লেগে যাও।

আর যদি পছন্দের তাকে পাওয়া সম্ভব না হয়, তাহলেও অন্য কোন পছন্দের মানুষকে জীবনসঙ্গী বানিয়ে নাও। বিবাহের মাধ্যমেও ভালোবাসা আছে। এটা মহান আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি বলেছেন,

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (٢١) سورة الروم

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।" *(রূমঃ ২১)*

কিছু মেয়ে লোক আছে, যাদের সাথে শয়তান থাকে। ফলে তাদের আচরণ শয়তান দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং শয়তান তার মাধ্যমে মানুষকে পাপে লিপ্ত করাতে কৃতার্থ হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ)).

"মেয়ে মানুষ (সবটাই) লজ্জাস্থান (গোপনীয়)। আর সে যখন বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে সুশোভন ক'রে তোলে।" *(তিরমিযী ১১৭৩, মিশকাত ৩১০৯ নং)*

ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন, "মহিলারা গোপন জিনিস। কোন অসুবিধা ছাড়াই মহিলা যখন নিজ বাড়ি থেকে বের হয়, তখন শয়তান তাকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে (অথবা তাকে সুশোভিতা করে)। অতঃপর তাকে বলে, 'তুমি যার পাশ বেয়েই অতিক্রম করবে, তাকেই মুগ্ধ করবে।' মহিলা যখন তার পোশাক পরিধান করে, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করছ?' সে বলে, 'আমি কোন রোগীকে দেখা করতে যাব, কোন মরা-ঘর যাব অথবা মসজিদে গিয়ে নামায পড়ব।' অথচ মহিলা তার ঘরে থেকে নিজ রবের ইবাদত করার মতো ইবাদত আর অন্য কোথাও করতে পারে না।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৩৪৮নং)*

অনেক ক্ষেত্রে শয়তান নারী দ্বারা বিবাহিত পুরুষকেও প্ররোচিত করতে সক্ষম হয়। এই জন্য মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا)).

"মহিলা যখন সামনে আসে, তখন শয়তান রূপে আসে (এবং যখন পিছন ফিরে যায়, তখন শয়তান রূপে যায়), সুতরাং তোমাদের কাউকে যখন কোন মহিলা মুগ্ধ করবে, তখন সে যেন নিজ স্ত্রীর কাছে ফিরে গিয়ে মিলন করে। কারণ তার কাছে তার মতোই (সব কিছু) আছে।" *(তিরমিযী ১১৫৮, দারেমী ২২১৫, সিঃ সহীহাহ ২৩৫নং)*

কিন্তু যে অবিবাহিত অথবা যার স্ত্রী কাছে নেই সে কী করবে?

সে ধৈর্যধারণ করবে। তবুও হারাম পথ বেছে নেবে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (٢٥) سورة النساء

"তোমাদের মধ্যে কারো স্বাধীনা বিশ্বাসী (মুমিন) নারীকে বিবাহ করার সামর্থ্য না থাকলে, তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত বিশ্বাসিনী (মুমিন) যুবতী বিবাহ করবে। আর আল্লাহ তোমাদের বিশ্বাস (ঈমান) সম্বন্ধে খুব ভালোরূপে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরে সমান। সুতরাং তারা (প্রকাশ্যে) ব্যভিচারিণী অথবা (গোপনে) উপপতি গ্রহণকারিণী না হয়ে সচ্চরিত্রা হলে, তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিবাহ কর এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে তাদের মোহর প্রদান কর। অতঃপর বিবাহিতা হয়ে যদি তারা ব্যভিচার করে, তাহলে তাদের শাস্তি (অবিবাহিতা) স্বাধীন নারীর অর্ধেক। এ (দাসী-বিবাহের বিধান) তাদের জন্য যারা তোমাদের মধ্যে (কষ্ট ও) ব্যভিচারকে ভয় করে। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে তাতে তোমাদের মঙ্গল রয়েছে। আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" *(নিসাঃ ২৫)*

আর অভিভাবকদের উচিত, ছেলেমেয়ের বিয়ের বয়স হলে অথবা তাদের প্রেম-ভালোবাসার কথা আঁচ করলে---যদি দ্বীনী বা চারিত্রিক কোন ক্ষতি না থাকে, তাহলে---বিয়ে দিয়ে দেওয়া। অতিরিক্ত একটা মানুষের খরচের ভয় ক'রে অথবা স্বার্থে আঘাত লাগলে ছেলেমেয়েকে ভুল পথে, নৈতিক অবক্ষয় বা ব্যভিচারের পথে ঠেলে দেওয়া আদৌ উচিত নয়। যেহেতু মহান আল্লাহর নির্দেশ,

{وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (٣٢) سورة النــور

"তোমাদের মধ্যে যাদের স্বামী-স্ত্রী নেই, তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ, তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত ক'রে দেবেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" *(নূর ঃ ৩২)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ)).

"তোমাদের নিকট যখন এমন ব্যক্তি (বিবাহের পয়গাম নিয়ে) আসে; যার দ্বীন ও চরিত্রে তোমরা মুগ্ধ তখন তার সাথে (মেয়ের) বিবাহ দাও। যদি তা না কর, তাহলে পৃথিবীতে ফিৎনা ও মহাফাসাদ সৃষ্টি হয়ে যাবে।" *(তিরমিযী ১০৮৪, ইবনে মাজাহ ১৯৬৭, মিশকাত ৩০৯০, সিঃ সহীহাহ ১০২২নং)*

আর সে মহা ফাসাদ হবে, অবৈধ সম্পর্ক ও তার জেরে ব্যভিচার ইত্যাদি। আর তার জন্য দায়ী হবে অভিভাবকরাও। সুতরাং সাবধান!

১২। নফল রোযা রাখো

প্রেম-পাগল বন্ধু আমার! একান্তই তোমার আশা যদি দুরাশা হয়ে থাকে, তুমি যেমন পাওয়ার যোগ্য, তার চাইতে বড় যদি চাওয়া হয়ে থাকে, অথবা অন্য কোন কারণে যদি তুমি তোমার গোপন প্রিয়াকে তোমার জীবন-তরীতে না-ই পেয়ে থাক, তাহলে দুঃখ করো না। নিশ্চয়ই তাতে তোমার কোন মঙ্গল আছেই আছে, তাই তুমি তাকে পাওনি। অতএব এ ক্ষেত্রে তাকে মনে চাপা দেওয়ার জন্য খোঁজ করে তার চেয়ে বা তারই মত একজন (দ্বীনদার) সুন্দরীকে তোমার হৃদয়ের সিংহাসনে বসিয়ে ফেল। এটাই তোমার দ্বীন-দুনিয়ার জন্য উত্তম। এতে তোমার পূর্ব নেশা কেটে যাবে, মন স্থির হয়ে সংসার সুখের হবে এবং ফাটা ও কাটা মনে প্রলেপ পড়বে। আর বিবাহ যদি একান্তই সম্ভব না হয়, তাহলে অবৈধ প্রণয় ও যৌন-প্রবৃত্তিকে দমন করতে আল্লাহর ওয়াস্তে রোযা পালন কর। ইন শাআল্লাহ, তোমার মনের সকল 'অস্অসা' দূর হয়ে যাবে, কারণ, রোযা হল ধৈর্যধারণের সহায়ক এবং 'তাকওয়া' ও আল্লাহ-ভীতির কারখানা।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ».

"হে যুবকদল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (বিবাহের অর্থাৎ স্ত্রীর ভরণপোষণ ও রতিক্রিয়ার) সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কারণ, বিবাহ চক্ষুকে দস্তুরমত সংযত করে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে। আর যে ব্যক্তি ঐ সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোযা রাখে। কারণ, তা যৌনেন্দ্রিয় দমনকারী।" *(বুখারী ৫০৬৫-৫০৬৬, মুসলিম ৩৪৬৪-৩৪৬৬, মিশকাত ৩০৮০নং)*

১৩। পরকাল চিন্তা কর

প্রেমরোগী মুসলিম তরুণ ও তরুণী! হয়তো প্রেমব্যাধিতে জরাজর্জরিত হয়ে তোমাদের মনে মরিচা পড়ে গেছে। প্রয়োজন আছে তা পরিষ্কার করার, মেজে-ঘসে চকচকে করার।

আর তার জন্য তোমরা রোগী দেখতে যাও। হাসপাতালে গিয়ে দেখ কত রোগী কত ভাবে কষ্ট পাচ্ছে। কত ভাবে আর্তনাদ করছে। মা শাআল্লাহ তোমরা সুস্থ আছ, তাদের তুলনায় অনেক ভালো আছ। তোমরা তাদের দুরবস্থা দেখে শিক্ষা গ্রহণ কর।

কেউ মারা গেলে, বৈধভাবে দর্শন কর। মৃত্যুর কথা ভেবে চিন্তা কর। লাশ দেখে উপদেশ গ্রহণ কর।

মুসলিম যুবক বন্ধু আমার! জানাযায় অংশগ্রহণ কর, কবর যিয়ারত কর ও পরকাল নিয়ে চিন্তাভাবনা কর। দেখবে, এতে প্রেম-জনিত অনেক পীড়ার উপশম হয়েছে। মনের কুপ্রবৃত্তির উদীয়মান নেশা অনেকটা কেটে যাচ্ছে। মনের ভিতর থেকে পাপচিন্তা দূরীভূত হয়ে যাচ্ছে।

গান-বাজনা শুনলে যেমন মৃত যৌনলালসা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে, তেমনি মরণ ও পরকালকে স্মরণ করলে বা তার কথা শুনলে অবৈধ যৌনবাসনা প্রদমিত হয়। মহান আল্লাহ তোমাদেরকে তওফীক দিন। আমীন।

১৪। উপকারী কাজে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা কর

অভিজ্ঞগণ বলেছেন, প্রেম হল শূন্য হৃদয়ের কর্মকান্ড। মনের ভিতরে যত শূন্যতা, অবসর, অবকাশ ও একাকিত্ব থাকবে, ততই প্রেমের সুখপাখি নির্বিঘ্নে বাসা বাঁধার সুযোগ লাভ করবে।

চেষ্টা কর দ্বীনের কোন কাজ নিয়ে ব্যস্ত হতে।

সমাজ-সেবা ও পরোপকারের কোন কাজে ব্রতী হতে।

হাতের কোন কাজ করতে, তাতে তা যত ছোটই হোক।

কোন একটা চাকরি খুঁজে নিতে, তাতে তা যত কম বেতনেরই হোক।

অর্থকরী কাজ না পেলেও 'বসে থাকি না বেগার যাই', প্রেমরোগ সারতে অপরের বেগার খাটতেও দোষ নেই।

পিতামাতা বা ভাই-বেরাদারের কোন সাংসারিক কাজে সহযোগী হতে পারলেও উপকার সাধন হয় সকলের।

মোটকথা মনটাকে কাজ দিতে হবে। কাজের ব্যস্ততা না থাকলে মন প্রেমের দিকে বাঁধন-ছেঁড়া ঘোড়ার মতো দৌড় দেবে। ব্যথা-বেদনা ও স্মৃতির দংশন-জ্বালা অনুভব করার মতো সুযোগ পাবে।

মনোরোগী বন্ধু আমার! অভিজ্ঞদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কীভাবে কাজের নেশা ও তার বিরামহীন ব্যস্ততা দিয়ে মনের দুঃখ-কষ্টকে চাপা দিতে হয়।

রুটিন ও প্রোগ্রাম করা জীবন, যন্ত্রের মতো চলে। কর্ম-তালিকায় নজর রাখতে রাখতে রাতে ঘুমাবার সময় আসে। সময়ের আগেই ঘুম আসতে চায়। বিছানায় পড়েই মরে যেতে হয়। স্বপ্নেও দেখতে হয় সেই কাজের ফিরিস্তি। কখন আর ভাবা যায় দুঃখ-কষ্টের কথা?

কোন এক কাজে নিরত হলে, কোন এক ব্যস্ততায় ব্যাপৃত হলে প্রেমের নেশা ধীরে ধীরে মন থেকে কেটে যাবে। মুছে যাবে জীবনের ভুল পদক্ষেপের অভিশাপ।

জ্ঞানী-গুণীদের আরো কিছু উপদেশ তোমার মনের মণিকোঠায় তুলে রাখো ঃ-

'দুঃখী হয়ে ওঠার রহস্য হল, তুমি সুখী না দুঃখী ভাবতে পারার মতো সময় থাকা।'

'দুশ্চিন্তা হল বেকারত্বের বন্ধু। কর্ম ও জ্ঞান-চর্চাকারী মানুষের কোন দুশ্চিন্তা হয় না, মানসিক রোগ হয় না। কারণ তাদের কোন অবসরই নেই।'

'দুনিয়ার নেয়ামতের মধ্যে ইসলাম যথেষ্ট, ব্যস্ততার মধ্যে ইবাদত যথেষ্ট, উপদেশের জন্য মৃত্যু যথেষ্ট।'

১৫। প্রেমের মানুষটি থেকে দূরে থাকো

হ্যাঁ, কষ্ট হলেও যাকে তুমি বৈধভাবে পেতে পার না, পাওয়া সম্ভব নয়, তার নিকট থেকে তুমি দূর হয়ে যাও। তার চোখের আড়ালে গেলে 'চোখ আড়, না পাহাড় আড়।' চোখের আড়াল হলে মনের আড়াল হবে।

পারলে বাসা চেঞ্জ কর। কোন অজানা ঠিকানায় গিয়ে বাসা বাঁধো।

শুনে থাকবে, কত তরুণ-তরুণী কলেজ ছেড়েছে। শুধু প্রেমরোগে নিজেকে ধ্বংস হওয়ার ভয়ে। চাকরি ছেড়েছে, যাতে প্রেমঝড়ে তার বংশের কুলমান উড়ে না যায়। দেশ ছেড়েছে, যাতে সে প্রেমের দায়ে নিজেকে অত্যাচারের শিকার না বানিয়ে ফেলে।

হ্যাঁ, তারা জ্ঞানী। প্রেমের খপ্পড়ে পড়লেও পাগল হয়ে যায়নি। পাগল হওয়ার

আগেই নিজেকে সামলে নিয়েছে। কারণ তারা জানে, তারা বাস্তব জগতের সাধারণ মানুষ। তারা কল্পনা জগতের রূপালী পর্দার কোন হিরো-হিরোইন নয়।

সুতরাং মনে দৃঢ়সংকল্প আনো, 'যে পুকুরের পানি খাব না, সে পুকুরের পাড়ে যাব না।'

মনের মানুষটির বিয়ে হয়ে গেছে। তবুও তুমি তার পথ চেয়ে বসে আছ। কিসের আশায়? তাকে একনজর দেখে তুমি শান্তি পাবে? মোটেই না, তাতে তুমি কষ্ট পাবে।

যে পথ দিয়ে সে পার হয়ে যায়, সে পথের ধারে বসো না।

যে জায়গায় গেলে তার সাথে সাক্ষাৎ হতে পারে, সে জায়গায় ভুলেও যেয়ো না।

যে বাজারে গেলে তার উপর তোমার দৃষ্টি পড়তে পারে, সে বাজারে তুমি মোটেও যেয়ো না।

যে ফোনে কথা বললে, তার সাথে আগে বলতে হবে, সে ফোনে তুমি কথাই বলো না।

তার সাথে সমস্ত সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিন্ন কর। তার টেলিফোন এলে উত্তর দিয়ো না। পত্র এলে জবাব দিয়ো না। পারলে ফোন-নম্বর পাল্টে ফেলো।

তোমার প্রণয়ের ব্যাপারে তাকে আশকারা দিয়ো না।

এমন ব্যবহার তাকে প্রদর্শন করো না, যার ফলে সে তোমার প্রতি আশা ও ভরসা ক'রে ফেলতে পারে। বরং পারলে তাকে নসীহত করো এবং এমন অসৎ উপায় বর্জন করতে উপদেশ দিয়ো। তাতে ফল না হলে পরিশেষে ধমক দিয়েও তাকে বিদায় দিয়ো।

জানই তো, রোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে, রোগের সংস্পর্শ ও ছোঁয়া থেকে দূরে থাকতে হবে। হাদীসে এসেছে,

((.... وَفِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنْ الْأَسَدِ)).

"তোমরা কুষ্ঠরোগী হতে পলায়ন কর; যেমন বাঘ হতে দূরে পলায়ন কর।" *(বুখারী ৫৭০৭নং)*

১৬। ভালোবাসা ফিরে আসে বা বৃদ্ধি পায় এমন কর্ম থেকে দূরে থাকো

এমন অনেক কর্ম আছে, যা করলে পুরনো প্রেম আবার মনের আঙিনায় ফিরে আসে। সে সব কর্মকান্ড থেকে দূরে থাকো। যেমন ঃ-

১। গান-বাজনা শোনা থেকে দূরে থাকো। কারণ, গানে যুব-মন প্রশান্তি পায় না; বরং মনের আগুনকে দ্বিগুণ ক'রে জ্বালিয়ে তোলে। গানের নাগিন বাঁশীতে প্রেমের সাপ নেচে ওঠে। গানের ধুনার গন্ধে প্রেমের মনসা জেগে ওঠে। আরবীতে বলে,

'আল-গিনা রুক্বয়্যাতুয যিনা।' অর্থাৎ, গান হল ব্যভিচারের মন্ত্র।

বলা বাহুল্য, প্রেমময় মনের দুর্বলতা দূর করতে অধিকাধিক মরণকে স্মরণ কর। উলামাদের ওয়ায-মাহফিলে উপস্থিত হও, তাদের বক্তৃতার ক্যাসেট শোন। কুরআন তেলাঅত কর।

২। অভিনয় দেখা পরিহার কর। কারণ, ফিল্ম্-যাত্রা-নাটক-থিয়েটার ইত্যাদি তো প্রেমের আগুনে পেট্রোল ঢালে। আর এ সব এমন জিনিস যে, তাতে থাকে অতিরঞ্জিত প্রেম। অবাস্তব কাল্পনিক প্রেম-কাহিনী ও রোমান্টিক ঘটনাবলী। অতএব সে অভিনয় দেখে মজনু তুমি ভাবতে পার যে, তুমিও ঐ হিরোর মতো প্রেমিক হতে পারবে, অথবা ঐ হিরোইনের মতো তুমিও একজন প্রেমিকা পাবে, অথবা ঐ অভিনীত প্রেম তোমার বাস্তব-জীবনেও ঘটবে। অথচ সে ধারণা তোমার ভুল।

লায়লা ভাবতে পার যে, তুমিও ঐ হিরোইনের মত প্রেমিকা হতে পারবে, অথবা ঐ হিরোর মত তুমিও একজন প্রেমিক পাবে, অথবা ঐ অভিনীত প্রেম তোমার বাস্তব-জীবনেও ঘটবে। অথচ সে ধারণা তোমার ভুল।

আগেও বলেছি, প্রেম-জীবনের ঝুঁকি ও যুদ্ধে ফিল্মের ডিরেক্টর (পরিচালক) তো হিরো-হিরোইনকে বড় আসানীর সাথে বাঁচিয়ে নেয়। কিন্তু তোমাদেরকে বাঁচাবে কে? পক্ষান্তরে ঐ সকল প্রেক্ষাগৃহ বা রঙ্গমঞ্চের ধারে-পাশে উপস্থিত হয়ে চিত্তবিনোদন করার মতো গুণ আল্লাহর বান্দাদের নয়; বরং প্রবৃত্তির গোলামদের।

মেয়েদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আরো কিছু পালনীয় উপদেশ হল ঃ-

১। বেপর্দা হয়ো না। কারণ তোমার সৌন্দর্য প্রকাশে রয়েছে মহা ফিতনা।

২। বাড়িতে বেগানা কেউ থাকলে সাজসজ্জা করবে না। সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। বাজনাদার আকর্ষণীয় কোন অলংকার ব্যবহার করবে না। তাতে দৃষ্টি আকর্ষণ হতে পারে। আর জেনে রেখো যে, সাজসজ্জা ও সুগন্ধি কেবল তোমার স্বামীর জন্য।

৩। কোন বেগানা পুরুষের সাথে ফোনে কথা বলে মন খোলাসা করার চেষ্টা করো না। কারণ, তাতে ব্রণ গালতে গিয়ে ফোঁড়া হয়ে যেতে পারে। এ সময় কোনই বেগানা পুরুষ ---এমনকি তোমার স্বামীর ভাই অথবা বোনের স্বামী বুনাই অথবা ননদের স্বামী নন্দাইকে প্রশ্রয় দিয়ো না। দিয়ো যদি নিত্যি, ঘটবে একটা কিত্তি।

প্রয়োজনে যে লোকদের সাথে তোমাকে কথা বলতেই হবে, তাদের সাথে কথা বল; কিন্তু সে ব্যাপারে তোমার সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর এই নির্দেশ মাথায় রেখো,

{إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা সদালাপ কর। (স্বাভাবিক স্বর ও ভঙ্গিমায় কথা বল।) *(সূরা আহযাব ৩২ আয়াত)*

৪। একাকিনী থাকলে কোন বেগানাকে বাড়ি প্রবেশের অনুমতি দিয়ো না। 'ষাঁড়ের ঘরে ষাঁড়ের বাসা' করো না। আত্মীয় ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে? তাতে তোমার কী করার আছে? যদি কেউ অবুঝ হয়, তাহলে অবুঝ আত্মীয় না থাকাই ভাল।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা মহিলাদের নিকট প্রবেশ করা হতে সাবধান থেকো।" এ কথা শুনে আনসার গোত্রের এক ব্যক্তি বলল, 'কিন্তু স্বামীর ভাই সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী?' তিনি বললেন, "স্বামীর ভাই তো মৃত্যুস্বরূপ।" *(বুখারী ৫২৩২, মুসলিম ২১৭২, তিরমিযী ১১৭১ নং)*

নবী ﷺ বলেন, "তোমরা এমন মহিলাদের নিকট গমন করো না, যাদের স্বামী বর্তমানে উপস্থিত নেই। কারণ শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের রক্ত-শিরায় প্রবাহিত হয়।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ১৭৭৯, সহীহ তিরমিযী ৯৩৫নং)*

তিনি আরো বলেন, "যখনই কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করে, তখনই শয়তান তাদের তৃতীয় সাথী (কোটনা) হয়।" *(তিরমিযী, সহীহ তিরমিযী ৯৩৪নং)*

১৭। যে তোমার মনের আসন দখল করেছে, তার মন্দ দিকটা খেয়াল কর

প্রথম দফায় যে চোখে ও মনে ধরে যায়, সেই হয়ে যায় মনের মানুষ। শূন্য হৃদয়ে যে সর্বপ্রথম আসন পেতে নিতে পারে, সেই হয় মনের রাজা, মনের রানী।

আর যাকে ভালো লেগে যায়, তাকে ভালোবাসা হয়। কোন কিছু ভালো দেখে ভালো লেগে যায়। তখন কিন্তু তার কেবল ভালো দিকটাই মাথায় আসে। খারাপ দিকও যে থাকতে পারে, সে নিয়ে চিন্তাভাবনা আসে না। এই এক চোখা অন্ধত্বের নামই ভালোবাসা। ভালোবাসার সবই ভালো, তার কোন কিছু মন্দ হতেই পারে না।

প্রেমপাগল মজনু! যদি তোমার এই ধারণাই প্রবল হয়, তাহলে পাগলের দশাই প্রাপ্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি এমন পাগলামি থেকে মুক্ত হতে চাও, তাহলে অবশ্যই তোমাকে সুস্থ বিবেকে ভালোমন্দ উভয় দিকই বিবেচনা করতে হবে। বরং যে তোমার মনের সুখ কেড়ে নিয়েছে, তার মন্দ দিকটাই ভাবতে হবে।

ইবনে মসঊদ رضي الله عنه বলেন,

إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مناتنها.

'যখন কোন (বেগানা) নারী তোমাকে মুগ্ধ ক'রে ফেলে, তখন তুমি তার নোংরা দিকটা খেয়াল করো।' *(যাম্মুল হাওয়া, ইবনুল জাওযী ৩৮-পৃঃ)*

অতএব নজর পড়ার সাথে সাথে মনের মানসপটে কোন রূপসীর ছবি অঙ্কিত হয়ে গেলে তার মন্দ দিকটা মনে করো। ভেবো,

সে হয়তো আচমকা সুন্দরী, আসলে সুন্দরী নয়। নতুবা বোরকার ভিতরে হয়তো

অসুন্দরী।

হয়তো তার মুখের শ্রী আছে কিন্তু কথার শ্রী নেই।

নতুবা ওর হয়তো কোন রোগ বা অসুখ আছে।

সে হয়তো ভালো মেয়ে নয়, অপরিস্কার থাকে, গায়ে গন্ধ আছে।

হয়তো সে ধৃষ্ট ও গর্বিতা।

নতুবা ওর হয়তো বংশ ভালো নয়।

নতুবা ওর হয়তো ঘর-বাড়ি ভালো নয়।

নতুবা হয়তো ওর সাথে বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়।

নতুবা ও হয়তো তোমাকে পছন্দ করবে না, ভালোবাসবে না।

নতুবা সে হয়তো অন্য কাউকে ভালোবাসে।

নতুবা ওর অতীত হয়তো কলঙ্কিত, ইত্যাদি।

আঙ্গুর ফল নাগালের মধ্যে না পেলে টক মনে করলে মনে সবুর হয়।

প্রেম-পাগলিনী লায়লা! দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে মনের মানসপটে কোন 'হ্যাণ্ডসাম' সুদর্শন যুবকের ছবি অঙ্কিত হয়ে গেলে তার মন্দ দিকটা মনে করো। ভেবো, সে হয়তো আচমকা সুন্দর, আসলে সুন্দর নয়। নতুবা ওর হয়তো কোন অসুখ আছে। নতুবা ওর হয়তো বংশ ভালো নয়। নতুবা ওর হয়তো ঘর-বাড়ি ভালো নয়। নতুবা ওর হয়তো কোন উপার্জন নেই। নতুবা হয়তো ওর সাথে বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। নতুবা ও হয়তো তোমাকে পছন্দ করবে না। নতুবা ওর অতীত হয়তো কলঙ্কিত ইত্যাদি। আঙ্গুর ফল টক মনে করলে মনে সবুর হয়।

তাছাড়া বেল পাকলে কাকের কী? দেখছ কী ভ্যাল্‌ভ্যাল্? যার সরষে তার ত্যাল! তা দেখে তোমার কাজও নেই, লাভও নেই।

প্রেয়সী লায়লা! আজ যাকে তুমি ভালবাসছ, যে তোমাকে তার চোখের ইশারায় প্রেমের জালে আবদ্ধ করেছে, আজ যাকে তুমি তোমার জানের জান মনে করছ, কাল হয়তো সে তোমার কোন অসুখ দেখে, কোন ব্যবহার দেখে অথবা তোমার চাইতে ভালো অন্য কোন নায়িকার ইশারা দেখে, তোমাকে 'টা-টা' দিতে পারে। যে তোমার ইশারায় তার নিজের মা-বাপ, বংশ, মান-সম্ভ্রম প্রভৃতি অমান্য ও পদদলিত করে তোমার কাছে এসে যেতে পারে, সে যে তোমার ও তোমার মা-বাপের মান রাখবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়? আর এ কথাও জেনে রেখো যে, হয়তো তোমার মিষ্টতা চুষে নিয়ে চুইংগামের মত তোমাকে ফেলে দিতে পারে। সুতরাং এমন প্রেমের পুতুলের জন্য এত কুরবানী কিসের?

প্রেম-পাগলা মজনু বন্ধু! আজ যাকে তুমি ভালোবাসছ, যে তোমাকে তার চোখের ইশারায় প্রেমের জালে আবদ্ধ করেছে, আজ যাকে তুমি তোমার জানের জান মনে করছ, কাল হয়তো সে তোমার অভাব দেখে, কোন অসুখ দেখে, কোন

ব্যবহার দেখে অথবা তোমার চাইতে ভালো আর কোন নাগরের ইশারা দেখে, তোমাকে 'টা-টা' দিতে পারে। যে তোমার ইশারায় তার নিজের মা-বাপ, বংশ, মান-সম্ভ্রম প্রভৃতি অমান্য ও পদদলিত ক'রে তোমার কাছে এসে যেতে পারে, সে যে তোমার ও তোমার মা-বাপের মান রাখবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়? আর এ কথাও জেনে রেখো যে, আজ তুমি মারা গেলে কাল সে আবার অন্যকে বিয়ে করে নতুন সংসারের নতুন বউ হবে। সুতরাং এমন প্রেমের প্রতিমার জন্য এত বলিদান কিসের?

প্রেমিক বন্ধু! পৃথিবীতে যত রকম আশ্চর্যময় জিনিস আছে, তার মধ্যে সব চাইতে বেশী আশ্চর্যময় জিনিস হল মেয়ে মানুষের মন। সাগরের মত নারী ডাগর জিনিস। তাকে জয় করতে বড় পন্ডিত ও জ্ঞানী লোকেও হিমসিম খেয়ে যায়। সুতরাং তুমি কে? তুমিও হয়তো একদিন বলতে বাধ্য হবে যে,

'এ তুমি আজ সে - তুমি তো নহ; আজ হেরি তুমিও ছলনাময়ী,
তুমিও হইতে চাও মিথ্যা দিয়া জয়ী?
কিছু মোরে দিতে চাও, অন্য তরে রাখ কিছু বাকী,
দুর্ভাগিনী! দেখে হেসে মরি! কারে তুমি দিতে চাও ফাঁকি?
---প্রাণ নিয়ে এ কি নিদারুণ খেলা খেলে এরা হায়,
রক্ত-ঝরা রাঙা বুক দ'লে অলক্তক পরে এরা পায়!
এরা দেবী, এরা লোভী, এরা চাহে সর্বজন প্রীতি!
ইহাদের তরে নহে প্রেমিকের পূর্ণ পূজা, পূজারীর পূর্ণ সমর্থন,
পূজা হেরি' ইহাদের ভীরু-বুকে তাই জাগে এত সত্য-ভীতি!
নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো,
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় তত আরো।
ইহাদের অতি লোভী মন,
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়, যাচে বহু জন!'

বন্ধু আমার! যদি তুমি ভাব যে, সব নারী তো আর এক রকম নয়। আমার লায়লা আমাকে ধোঁকা দেবে না।

কিন্তু এ কথার নিশ্চয়তা কোথায় বন্ধু? তার কি কোন বন্ধনী বা বেষ্টনী আছে?

নারী-পাগলা বন্ধু আমার! পুরুষের পক্ষে নারীর ফিতনার মত বড় ফিতনা আর অন্য কিছু নেই। মহানবী ﷺ বলেন, "আমার গত হওয়ার পরে পুরুষের পক্ষে নারীর চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকর কোন ফিতনা অন্য কিছু ছেড়ে যাচ্ছি না।" *(আহমাদ, বুখারী ৫০৯৬, মুসলিম ২৭৪০ নং, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

নারী-ঘটিত ফিতনা অথবা নারীকে কেন্দ্র করে ঘটিত ফিতনার সংখ্যা এ জগতে কম নয়। আর এই ফিতনায় পুরুষের ধন যায়, জ্ঞান হারায়, মান হারায়, দ্বীন

হারায় এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রাণও হারায়। তাই তো মহানবী ﷺ পুরুষকে সাবধান করে বলেন, “অতএব তোমরা দুনিয়া ও নারীর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর জেনে রেখো যে, বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা যা ছিল, তা ছিল নারীকে কেন্দ্র করে।” *(আহমাদ, মুসলিম ২৭৪২, তিরমিযী ২১৯১, ইবনে মাজাহ ৪০০০ নং)*

শয়তানের যেমন কৌশল, চক্রান্ত ও ছলনা আছে, পুরুষের ব্যাপারে নারীরও বিভিন্ন কৌশল, চক্রান্ত ও ছলনা আছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে উভয়ের চক্রান্তের কথা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বিতাড়িত শয়তানের চক্রান্ত ও কৌশলের ব্যাপারে কুরআন বলেছে, “নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দুর্বল।” *(সূরা নিসা ৭৬ আয়াত)* পক্ষান্তরে নারীর কৌশল ও ছলনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, “নিশ্চয় তোমাদের ছলনা ভীষণ!” *(সূরা ইউসুফ ২৮ আয়াত)*

সুতরাং জ্ঞানী বন্ধু! সাবধান থেকো। শয়তান ও নারীর চক্রান্ত-জালে ফেঁসে গিয়ে নিজের দ্বীন-দুনিয়া বরবাদ ক'রে দিয়ো না।

ছলনাময়ী ললনাকে তুমি হয়তো চেনো না। তুমি হয়তো গাইতে বাধ্য হবে,

‘বুঝতে নারি নারী কী চায়---
মাঝখানে ছেদ কইতে কথা,
চাইতে চাইতে মুদে পাতা
হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলে
আসতে কাছে ফিরে যায়।
বুঝতে নারি নারী কী চায়।’

তুমি হয়তো অবাক হয়ে একদিন ভাববে,

‘নয়ন কেবল নীল উৎপল
মুখ শতদল দিয়া গঠিল,
কুন্দে দন্ত পাঁতি রাখিয়াছে গাঁথি
অধরে নবীন পল্লব দিল।
শরীর সকল চম্পকের দল
দিয়া অবিকল বিধি রচিল,
তাই ভাবি মনে তবে কী কারণে
পাষাণেতে তব মন গঠিল।’

তুমি হয়তো প্রতারিত হয়ে কোনদিন বলবে, ‘মহিলার হৃদয় হল মরুভূমির বালির মতো। গতকাল যা লিখেছে আজ তার কোন চিহ্ন দেখতে পায় না।’

‘বলো না আমার কথা কভু তার কাছে,
হৃদয়ে পাথর যার বিদ্যমান আছে।

ফুল সে হলেও ফুল ফুলের মতন,
ভ্রমরা যাহার নিকট পায় না যতন।
গেয়ো না তাহার কাছে কভু মোর গান,
ঝর্না যে হাজারে করায় পিপাসায় পান।
যদিও বলিবে ভাল মরুসম মাঠে,
নহে তা তাহার মত প্রেম মধু তটে।
আকাশ করিলে আকাশ সাক্ষাৎ যেমন,
করিলে তাহার মাঝে বাতাস গমন।
উদিবে কি কভু সেই আকাশ হৃদিতে,
দুই প্রেমিক রবি প্রেম প্রকাশিতে?
কভু যেন নাহি শোনে প্রাতের বাতাস,
আমি চাই তার কাছে আরামের শ্বাস।
বড় প্রতারকা সে যে বিশ্বাসঘাতকী,
সূর্যের মতো সে হতে চাহে সখী।
গরম হইয়া প্রেম করে বিসর্জন,
সাবধান হয়ে যাও ও পাগল মন।'

তখন তুমি নিজের ভুল স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে বলবে।

'পলাশ লোচনে মনোহর তুমি সত্যি পলাশ ফুল,
সুবাস বিনে ভালোবাসা মোর হইয়াছে শত ভুল।'

১৮। ভালোবাসার মানুষটির হারিয়ে যাওয়ার কথা খেয়াল কর

তুমি যাকে ভালোবেসে ফেলেছ, তাকে ভোলার জন্য তার হারিয়ে যাওয়ার কথা ধারণা কর।

সে হয়তো হারিয়ে যাবে।

সে হয়তো অল্প দিনে মারা যাবে।

দাম্পত্য সুখের না হয়ে তালাক হয়ে যাবে।

সুতরাং ক্ষণিকের জন্য কাল্পনিক ভালোবাসায় নিজেকে দগ্ধ ক'রে তার পথে এত কুরবানী কেন?

যে তোমার নিকট কত দিন থাকবে, তার নিশ্চয়তা নেই, তাহলে তাকে না পেলে তুমি বাঁচতে পারবে না কেন?

সে মরলে তুমিও মরবে, তাহলে মরণের পরে কি সুখের নিশ্চয়তা আছে? আর মরার উপরে কি তোমার নিজস্ব কোন এখতিয়ার আছে?

প্রকৃতিস্থ হও, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসো। বাস্তবতাকে এড়িয়ে যেয়ো না। কল্পনার জগতে খেয়ালি পোলাও খাওয়া বন্ধ কর। সুখী হবে।

১৯। আঙ্গুর ফল টক মনে কর

নিশ্চয় তোমার আঙ্গুর ফল টকের গল্প মনে আছে। শিয়াল বারবার ঝাঁপ দিয়ে যখন ঝুলন্ত পাকা আঙ্গুর গুচ্ছের নাগাল পেল না। তখন নিরাশ মনকে সান্ত্বনা দিয়ে এই কথা বলতে বলতে পালিয়ে গেল, 'আঙ্গুর ফল টক।'

হ্যাঁ, যে জিনিস তোমার পাওয়ার নয়, তার পিছনে মন ফেলে রেখে কোন লাভ আছে কি?

ভালোবাসা লাভের জন্য যোগ্যতা চাই। আর সে যোগ্যতা লাভ হলে প্রেম করার প্রয়োজন পড়ে না।

ভালোবাসা পাওয়ার জন্য প্রচুর টাকা চাই। উপযুক্ত চাকরি অথবা ব্যবসা চাই।

ইঁদুর হয়ে উটের সাথে ভালোবাসা কি চলে? তাকে কি তোমার গর্তে এনে রাখবে?

হাতিকে ভালোবেসে ঘরে আনলে তার কি খাবার যোগাতে পারবে?

একজন অমুসলিমকে ভালোবেসে তুমি কি সামাল দিতে পারবে?

সুতরাং মনোরমা লায়লা! তুমি যাকে ভালবেসে ফেলেছ, সে ধনীর ছেলে নয় তো? অর্থাৎ, কোন প্রকারে সে তোমার জীবনে এসে গেলে, তুমি তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার চাহিদা পূর্ণ ক'রে চলতে পারবে তো? যদি তা না হয়, তাহলে শোন, 'বড় গাছের তলায় বাস, ডাল ভাঙলেই সর্বনাশ।' 'বড়র পিরীত বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণে চাঁদ।' সুতরাং প্রেমের নামে নিজের জীবনে বঞ্চনা ও অভিশাপ ডেকে এনো না।

আবার কাউকে শুধু ভালো লাগলেই হয় না। তুমি তার বা তাদের পরিবেশ ও বাড়ির উপযুক্ত কি না, তাও ভেবে দেখ। নচেৎ 'বাওনের চাঁদ চাওয়া'র মত ব্যাপার হলে শুধু শুধু মনে কষ্ট এনে লাভ কী? তাছাড়া তুমি যদি তোমার রূপ, শিক্ষা, চরিত্র, ব্যবহার ও সাংসারিক যোগ্যতায় তাদেরকে মুগ্ধ করতে পার, তাহলে গরীব হলেও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে। আর তুমিই হবে তাদের যোগ্য বউ। পক্ষান্তরে লুকোচুরিতে চরিত্র নষ্ট ক'রে থাকলে, তুমি তাদের চোখে খারাপ হয়ে যাবে। শেষে আর বউও হতে পারবে না।

মনোচোর মজনু! তুমি যাকে ভালোবেসে ফেলেছ, সে ধনীর মেয়ে নয় তো? অর্থাৎ, কোন প্রকারে সে তোমার জীবনে এসে গেলে, তুমি তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তার বাসনা পূর্ণ ক'রে চলতে পারবে তো? যদি তা না হয় তাহলে শোন, দরজা দিয়ে অভাব ঢুকলে জানালা দিয়ে ভালোবাসা লুকিয়ে পালিয়ে যায়। সুতরাং প্রেমের নামে নিজের জীবনে বঞ্চনা ও অভিশাপ ডেকে এনো না।

আবার কাউকে শুধু ভালো লাগলেই হয় না। তুমি তার বা তাদের পরিবেশ ও বাড়ির উপযুক্ত কি না, তাও ভেবে দেখ। নচেৎ 'বাওনের চাঁদ চাওয়া'র মত ব্যাপার হলে শুধু শুধু মনে কষ্ট এনে লাভ কী? তাছাড়া তুমি যদি তোমার শিক্ষা, চরিত্র, ব্যবহার ও সাংসারিক যোগ্যতায় তাদেরকে মুগ্ধ করতে পার, তাহলে গরীব হলেও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে। আর তুমিই হবে তাদের যোগ্য জামাই। পক্ষান্তরে লুকোচুরিতে চরিত্র নষ্ট ক'রে থাকলে তুমি তাদের চোখে খারাপ হয়ে যাবে। শেষে আর জামাইও হতে পারবে না।

সুতরাং সতর্ক হও, সেই দিন আসার আগে, যেদিন তুমি বলবে,

'আমি বৃথায় স্বপন করেছি বপন আকাশে,
তাই আকাশ-কুসুম করেছি চয়ন হতাশে।'

বলা বাহুল্য, যদি কাউকে তোমার ভালো লেগেই যায়, তাহলে তাকে ভালোবাসার চেষ্টা করো না। 'দিল হ্যায় কে মানতা নেহী' বলে দিলরুবার পিছনে দিল ছুটিয়ে দিয়ো না। বরং নিরাশা প্রকাশ ক'রে বলো, 'বেল পাকলে কাকের কী?' 'দেখছ কী ভ্যাল্‌ভ্যাল, যার সরষে তার ত্যাল।'

'গিয়াছে যে ভাটির টানে খসিয়া পড়া পাতা,
ভাসিয়া সে গিয়াছে চলে সুদূর কলিকাতা।
সে তো আসিবে না আর ফিরে,
উজান দিয়া উঠিয়া সেই ফেলে যাওয়া তীরে।'

আমি বলি,

'যেতে দাও তারে, যেথায় খুশী সে যাক,
তুমি হও চিন্তাশূন্য, মনটা আরাম পাক।
পাওয়ার ছিল না গিয়াছে চলে ভেবে ফল কী তাতে?
নতুন ক'রে ভাব রাতে, আসবে কেহ প্রাতে।
সে ছিল কুশ্রী, আসবে সুশ্রী যেমনটা তুমি চাও,
প্রার্থনা করি, তুমি যেন সেই মনের মানুষ পাও।'

২০। নির্জনতা ত্যাগ কর

অবৈধ প্রণয়ের তাড়া থেকে বাঁচতে নির্জনতা ত্যাগ কর। কারণ, নির্জনতায় ঐ শ্রেণীর কুবাসনা মনে স্থান পায় বেশী। আর শয়তান তাতে সহযোগী হয়। অতএব সকল অসৎ-চরিত্রের বন্ধু ও আত্মীয় থেকে দূরে থেকে সৎ-চরিত্রের বন্ধু গ্রহণ ক'রে বিভিন্ন সৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হও। আল্লাহর যিক্‌রে মনোযোগ দাও। বিভিন্ন ফলপ্রসূ বই-পুস্তক পাঠ কর।

একা না ঘুমিয়ে কোন আত্মীয় বা হিতাকাঙ্ক্ষী নেক বন্ধুর কাছে ঘুমাবার চেষ্টা কর।

রাত্রে ঘুম না এলে যত কুরআন ও শয়নকালের দুআ ও যিক্র মুখস্থ আছে শুয়ে শুয়ে সব পড়ে শেষ করার চেষ্টা কর। 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার, 'আলহামদু লিল্লাহ' ৩৩ বার এবং 'আল্লাহু আকবার' ৩৪ বার পাঠ কর। তার পরেও ঘুম না এলে, ঘুম না হলে তোমার কোন ক্ষতি হবে---এমন ভেবো না। অথবা রাত পার হয়ে যাচ্ছে বলে মনে মনে আক্ষেপ করো না। এমন ভাবলে ও করলে আরো ঘুম আসতে চাইবে না। অতঃপর একান্ত ঘুম যদি নাই আসে, তাহলে বিছানা ছেড়ে উঠে ওযু করে নামায পড়তে শুরু কর। এর মাঝে ঘুমের আবেশ পেলে শুয়ে পড়। ঘুম না এলে বিছানায় উল্টাপাল্টা করলে অন্যান্য দুআ পড়ার পর এই দুআ পড়,

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ.

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল ওয়া-হিদুল ক্বাহ্হার, রাব্বুস্ সামা-ওয়াতি অল্আরযি অমা বাইনাহুমাল আযীযুল গাফ্ফার।'

আর হ্যাঁ। ঘুমের ওষুধ ব্যবহার ক'রে ঘুমাবার চেষ্টা করো না। কারণ, ঘুমের পর শরীরে যে তরোতাজা ভাব ও মনে স্ফূর্তি আসে, সে ঘুমের পর তা আসে না। বরং ওষুধ খেয়ে ঘুমানোর ফলে শরীরে এক ধরনের ক্লান্তি ও অবসাদ অনুভূত হতে থাকে।

আর বেকার বসে থেকো না। কোন না কোন কাজে, নিজের কাজ না থাকলে কোন সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা কর। পাঁচজনের সাথে কাজের মাঝে নিজের একাকিত্ব কাটিয়ে তোল।

২১। পাপ ও তার শাস্তিকে ভয় কর

প্রেমরোগী লায়লা ও মজনু!

যাকে ভালোবেসে ফেলেছ, তাকে কখনো একা নির্জনে কাছে পাওয়ার আশা ও চেষ্টা করো না। ব্যভিচার থেকে দূরে থাকলেও দর্শন ও আলাপনকে ক্ষতিকর নয় বলে অবজ্ঞা করো না। জেনে রেখো বন্ধু! যারা মহা অগ্নিকান্ডকে ভয় করে তাদের উচিত, আগুনের ছোট্ট অঙ্গার টুকরাকেও ভয় করা। উচিত নয় ছোট্ট এমন কিছুকে অবজ্ঞা করা, যা হল বড় কিছু ঘটে যাওয়ার ভূমিকা। ক্ষুদ্র বটের বীজ পাখীর বিষ্ঠার সাথে বের হয়েও কত বিশাল বটবৃক্ষ সৃষ্টি করে। ছোট্ট মশা নমরূদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে; ম্যালারিয়া এনে জীবননাশ করতে পারে। ছোট ছোট পাখীদল হস্তিবাহিনী সহ আবরাহাকে ধ্বংস করেছে। একটি ছোট্ট ছিদ্র একটি বিশাল পানি-জাহাজকে সমুদ্র-তলে ডুবিয়ে দিতে পারে। বিছার কামড়ে সাপ মারা যেতে পারে। সামান্য বিষে মানুষ মারা যায়। ক্ষুদ্র হুদ্হুদ্ পাখী বিলকীস রাণীর রাজত্ব ধ্বংস করেছে। একটি ছোট্ট ইঁদুর কত শত শহর ভাসিয়ে দিতে পারে বন্যা এনে। আর এ কথাও শুনে থাকবে যে, হাতির কানে নগণ্য পিঁপড়া প্রবেশ করলে অনেক সময় হাতি তার কারণেই মারা যায়!

'প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি, ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপ পথে, ঘটায় প্রমাদ।'

প্রেমিক শীরীন ও ফারহাদ! প্রেমে পড়ে মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। চোখ, কান, জিভ, হাত, পা এবং অনেক ক্ষেত্রে যৌনাঙ্গের ব্যভিচার সংঘটিত করে অবৈধ পিরীত। অবৈধ ভালোবাসার মানুষটির দিকে হেঁটে যাওয়া হল পায়ের ব্যভিচার। অতএব তার প্রতি যে পথে ও পায়ে তুমি চলতে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত নও, সেই পথের উপর তোমার পায়ের নিশানা ও দাগকে কোন দিন ভয় করেছ কি? ভেবেছ কি যে, তোমার ছেড়ে যাওয়া প্রত্যেক নিশানা সযত্নে হিফাযত করে রাখা হচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ}

"আমিই মৃতকে জীবিত করি এবং লিখে রাখি যা ওরা অগ্রে পাঠায় ও পশ্চাতে রেখে যায়। আমি প্রত্যেক জিনিসই স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত রেখেছি।" *(সূরা ইয়াসীন ১২ আয়াত)*

অবৈধ প্রেমিকের সাথে খোশালাপ হল জিভের ব্যভিচার। গোপন প্রিয়ার সাথে প্রেম-জীবনের সুমিষ্ট কথার রসালাপ তথা মিলনের স্বাদ বড় তৃপ্তিকর। কিন্তু বন্ধু! এমন সুখ তো ক্ষণিকের জন্য। তাছাড়া এমন সুখ ও স্বাদের কি মূল্য থাকতে পারে, যার পরবর্তীকালে অপেক্ষা করছে দীর্ঘস্থায়ী শাস্তি ও দুঃখ।

যে জিভ নিয়ে তুমি তোমার প্রণয়ীর সাথে কথা বল, সে জিভের সকল কথা রেকর্ড করে রাখা হচ্ছে, তা তুমি ভেবে দেখেছ কি? মহান সৃষ্টিকর্তা বলেন,

{مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} (١٨) سورة ق

"মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী তাদের নিকটই আছে।" *(সূরা ক্বাফ ১৮ আয়াত)*

রসিক নাগর ও প্রেমপাগলী তরুণ-তরুণী! প্রেমে পড়ে তুমি প্রেমিকের সাথে মিলে যে পাপ করছ, সে পাপ কি ছোট ভেবেছ? ভেবে দেখ, হয়তো তোমাদের মাঝে এমন পাপও ঘটে যেতে পারে, যার পার্থিব শাস্তি হল একশত কশাঘাত, নচেৎ প্রস্তরাঘাতে খুন। কিন্তু দুনিয়াতে এ শাস্তি থেকে কোন রকমে বেঁচে গেলেও আখেরাতে আছে জ্বলন্ত আগুনের চুল্লী। অতএব 'যে পুকুরের জল খাব না, সে পুকুরের পাড় দিয়ে যাব না'---এটাই মু'মিনের দৃঢ়সংকল্প হওয়া উচিত নয় কি?

ভেবেছ কি যে, তুমি তোমার ভালোবাসার সাথে যে অবৈধ প্রেমকেলি, প্রমোদ-বিহার করছ, তা ভিডিও-রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। প্রীতির স্মৃতি রাখতে গিয়ে অনেক সময় যে ছবি তোমরা অবৈধ ও অশ্লীলভাবে তুলে রাখছ, যে অশ্লীল সেলফী তোমরা সেভ ক'রে রাখছ, তা একদিন ফাঁস হয়ে যাবে। এ সব কিছুই মানুষের

চোখে ফাঁকি দিয়ে করলেও কাল কিয়ামতে তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

{فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (٨) الزلزلة

"যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তা-ও দেখতে পাবে।" *(সূরা যিলযাল ৭-৮ আয়াত)* এবং তার যথার্থ প্রতিদানও পাবে।

প্রেম-সুখী বন্ধু আমার! যে মাটির উপর তুমি ঐ অশ্লীলতা প্রেমের নামে করছ, সেই মাটি তোমার গোপন ভেদ গ্রামোফোন রেকর্ডের মত রেকর্ড করে রাখছে। কাল কিয়ামতে সে তা প্রকাশ করে দেবে। পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। *(ঐ ৪)*

পিরীত নেশাগ্রস্ত বন্ধু আমার! তুমি হয়তো তোমার ঐ প্রেমকেলিতে মানুষকে ভয় করছ, মা-বাপকে লজ্জা করছ। কিন্তু সদাজাগ্রত সেই সর্বস্রষ্টাকে লজ্জা ও ভয় করেছ কি? যে স্রষ্টা তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সহ তোমার দেহ সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর তৈরী দেহকে তাঁরই অবাধ্যাচরণে ব্যবহার করছ।

এ কথা তো তুমি বিশ্বাস কর যে, আমাদের মাথার চুল থেকে নিয়ে পায়ের নখ পর্যন্ত সমস্ত দেহ সেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই দান। আমাদের ব্যবহারের জন্য তিনি আমাদের দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যথাস্থানে স্থাপন ক'রে আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছেন। কিয়ামতে যখন আমরা আমাদের স্বকৃত পাপের কথা ভয়ে অস্বীকার ক'রে বসব, তখন ঐ অঙ্গসমূহ কথা বলে আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দেবে। *(সূরা ইয়াসীন ৬৫ আয়াত)* সুতরাং এ দেহ আল্লাহর মালিকানায়, আমাদের মালিকানায় নয়। এ দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যদি তাঁর অবাধ্যাচরণ ও বিরোধিতায় প্রয়োগ করি, তাহলে তার চেয়ে বড় ধৃষ্টতা ও নির্লজ্জতা আর কী হতে পারে? আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করে তাঁর ইবাদত করার জন্য পাঠালেন দুনিয়াতে এবং তার মহা প্রতিদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন আখেরাতে। কিন্তু বান্দা যদি সেই প্রতিশ্রুতির কথা, আখেরাত ও মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে দুনিয়াই সর্বশেষ মনে করে, তবে নিশ্চয়ই তা লজ্জার কথা। এ জন্যই মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা কর।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর নবী! আমরা তো -আলহামদু লিল্লাহ- আল্লাহকে লজ্জা ক'রে থাকি।' তিনি বললেন,

((لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنْ مَنْ اسْتَحَى مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظْ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى وَلْيَحْفَظْ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى وَلْيَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ)).

"না ঐরূপ নয়। আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করার অর্থ এই যে, মাথা ও তার সংযুক্ত অন্যান্য অঙ্গ (জিভ, চোখ এবং কান)কে (অবৈধ প্রয়োগ হতে) হিফাযত

করবে, পেট ও তার সংশ্লিষ্ট অঙ্গ (লিঙ্গ, হাত, পা ও হৃদয়)কে (তাঁর অবাধ্যাচরণ ও হারাম হতে) হিফাযত করবে এবং মরণ ও তার পর হাড় মাটি হয়ে যাওয়ার কথা (সর্বদা) স্মরণে রাখবে। আর যে ব্যক্তি পরকাল (ও তার সুখময় জীবন) পাওয়ার ইচ্ছা রাখে, সে ইহকালের সৌন্দর্য পরিহার করবে। যে ব্যক্তি এ সব কিছু করে, সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করে।" *(আহমাদ ৩৬৭১, তিরমিযী ২৪৫৮, সহীহ তিরমিযী ২০০০ নং)*

আরো বিস্তারিত শোনো বন্ধু! তোমার চোখ, কান, হাত, পা এবং শরীরের চামড়া পর্যন্ত কাল কিয়ামত কোর্টে আল্লাহর সামনে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করবে।

কুরআন বলে,

{حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (٢٠)

"পরিশেষে যখন ওরা দোযখের নিকট পৌঁছবে, তখন ওদের চোখ, কান ও ত্বক ওদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে---।" *(সূরা ফুস্সিলাত ২০ আয়াত)*

{يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} (٢٥) سورة النور

"যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিভ, তাদের হাত ও তাদের পা, তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে। সেদিন আল্লাহ তাদের প্রাপ্য প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন এবং তারা জানবে যে, আল্লাহই সত্য, স্পষ্ট ব্যক্তকারী।" *(সূরা নূর ২৪-২৫ আয়াত)*

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

{ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ (٢٧) وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٨) هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (٢٩) سورة الجاثية

"যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ভয়ে নতজানু হতে দেখবে, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তার আমলনামা (কর্মলিপি) দেখতে আহ্বান করা হবে। আর বলা হবে, তোমরা যা করতে আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হবে। আমার নিকট সংরক্ষিত এই আমলনামা, যা সত্যভাবে তোমাদের ব্যাপারে কথা বলবে। তোমরা যা করতে আমি তা লিপিবদ্ধ করতাম।" *(সূরা জাষিয়াহ ২৭-২৯ আয়াত)*

{أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ} (٨٠) الزخرف

"ওরা কি মনে করে যে, আমি ওদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখি না? অবশ্যই রাখি। আমার ফিরিশ্তাগণ তো ওদের নিকট থেকে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে।" *(সূরা যুখরুফ ৮০ আয়াত)*

গোপন-প্রেমিক বন্ধু আমার! ভালোবাসার নামে একজন উদাসীনা তরুণীকে গোপনে তার পিত্রালয় থেকে বের ক'রে এনে কোন জায়গায় কোন মুন্সীকে ৫০০/ ১০০০ টাকা দিয়ে তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে পড়িয়ে নিয়ে ঘরের বউ ক'রে তুলে আনলে, সে যে তোমার জন্য হালাল হবে না, তা তুমি জানো অথবা মানো কি? মহানবী ﷺ বলেন,

((إِذَا نُكِحَتْ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)).

"যে নারী তার অভিভাবকের সম্মতি ছাড়াই নিজে নিজে বিবাহ করে, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল।" *(আহমাদ ২৪২০৫, আবূ দাঊদ ২০৮৫, তিরমিযী ১১০২, ইবনে মাজাহ ১৮৭৯, দারেমী ২১৮৪, মিশকাত ৩১৩১নং)*

অর্থাৎ, ঐ বউ নিয়ে সংসার করলে চির জীবন ব্যভিচার করা হবে। যেমন ব্যভিচার হবে স্ত্রী থাকতে আপন শালীর প্রেম অনির্বাণ রাখতে গিয়ে তাকেও বউ করে ঘরে আনলে। যেমন দারুণ স্পর্শকাতর 'ঢাকঢাক গুড়গুড়' পরিস্থিতিতে প্রিয়ার গর্ভে সন্তান ধারণ করা অবস্থায় গোপনে চট্‌পট লজ্জা ঢাকার জন্য বিয়ে পড়িয়ে ফেলা হলেও তাকে নিয়ে সংসার বৈধ নয়। কারণ, বিবাহের পূর্বে বর-কনেকে 'কোর্টশীপ' বা হৃদয়ের আদান-প্রদানের কোন সুযোগ ইসলাম দেয়নি। আর সেক্সী কোন 'টেস্ট্‌-পরীক্ষা' তো নয়ই। অবশ্য উভয়ের জন্য একে অপরকে কেবল এক ঝলক দেখে নেওয়ার অনুমতি আছে। তাছাড়া মহিলার গর্ভাবস্থায় বিবাহ-বন্ধন শুদ্ধ হয় না। সন্তান-প্রসবের পরই বিবাহ সম্ভব; যদিও সন্তান ঐ প্রেমিকেরই, যার সাথে প্রেমিকার বিবাহ হচ্ছে। বর্তমান পরিবেশে বিবাহ ও তালাককে এক প্রকার 'খেলা' মনে করা হলেও, আসলে তা কিন্তু ঐ ধরনের কোন 'খেলা' নয়। সুতরাং নিজের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী প্রয়োগ করতে চাইলে আল্লাহর বিধানে তা বাতিল গণ্য হবে।

জেনে রাখা ভালো যে, জোরপূর্বক কোন তরুণীকে বিবাহ করলে বিবাহ শুদ্ধ হয় না। যেমন কারো বিবাহিত স্ত্রীকে ভালোবেসে তুলে এনে তার সম্মতিক্রমে হলেও পূর্ব স্বামী তালাক না দেওয়া পর্যন্ত এবং তার অভিভাবক সম্মতি না দেওয়া পর্যন্ত বিবাহ শুদ্ধ হয় না। তাকে নিয়ে সংসার করলে ব্যভিচার করা হয়। এ ছাড়া ভাইঝি, বোনঝি, সৎ মা, শাশুড়ী প্রভৃতি এগানা নারীর সাথে প্রেম ও ব্যভিচার করা সবচেয়ে বড় পশুত্ব!

২২। পরিণাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কর

তোমাদের প্রেম ও তার বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে ভেবে দেখ, পরিণাম কী হতে পারে?
অবৈধ দর্শনের ফলাফল কী হতে পারে?
অবৈধ হাসির পরিণাম কী হতে পারে?

অবৈধ প্রেমালাপের পরিণতি কী হতে পারে?

অবৈধ সাক্ষাতের পরিণাম কী?

অবৈধ স্পর্শ ও মিলনের পরিণতি কী?

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((العَيْنَان زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، وَالأُذُنَان زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الكَلاَمُ ، وَاليَدُ زِنَاهَا البَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الخُطَا، وَالقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ)).

"চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ) দর্শন। কর্ণদ্বয়ের ব্যভিচার (অবৈধ যৌনকথা) শ্রবণ, জিভের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ) কথন, হাতের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ) ধারণ এবং পায়ের ব্যভিচার (সকাম অবৈধ পথে) গমন। আর হৃদয় কামনা ও বাসনা করে এবং জননেন্দ্রিয় তা সত্য বা মিথ্যায় পরিণত করে।" *(মুসলিম ৬৯২৫, বুখারী ৬২৪৩, ৬৬১২নং)*

আর ব্যভিচার ঘটলে, তার পরিণতি কী?

গর্ভে সন্তান এসে গেলে পরিণাম কী হতে পারে?

অভিভাবক বিবাহে সম্মত না হলে পরিণাম কী হতে পারে?

সমাজের মানুষের কাছে সে গোপন প্রেম লুকোচুরির কথা প্রকাশ পেলে কী পরিস্থিতি হতে পারে?

চোরের মতো পালিয়ে বিয়ে করলে পরিণাম কী ভয়ঙ্কর হতে পারে?

মা-বাপের মুখে চুনকালি দিয়ে ও বুকে লাথি মেরে পালিয়ে গেলে তাদের কী পরিণাম হতে পারে?

পালানো সম্ভব না হলে অবস্থা কী হতে পারে?

মুসলিম সরকারের হাতে ধরা পড়লে কী শাস্তি হতে পারে?

প্রেমে যদি প্রতারণা বা প্রত্যাখ্যান থাকে, তাহলে কী পরিণাম হতে পারে?

অবৈধ প্রেম করা অপরাধ বুঝতে পেরে দুইয়ের একজন তওবা করলে ফল কী হতে পারে?

এ সবের ফলে কবরে পরিণাম কী হতে পারে?

কিয়ামত ও জাহান্নামে কী ভীষণ পরিণতি হতে পারে?

এ সব কি ভেবে দেখার প্রয়োজন নেই? নাকি সাময়িক সুখের আস্বাদন সমস্ত দুঃখ-কষ্টকে ভুলিয়ে দেয়? তা দিতে পারে। তবে তারই দুঃখ-কষ্টকে ভোলাতে পারে, যে দূরদর্শী নয় এবং যে অপরিণামদর্শী।

এ পরিণাম-দর্শনে নারী একে তো দুর্বল, তার উপর সেই বেশি প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। প্রেমের আকর্ষণে প্রেমিককে বিশ্বাস ক'রে জীবনের সবকিছু বিলিয়ে দেওয়ার পর প্রত্যাখ্যাত হলে তখন কী পরিস্থিতি হতে পারে?

সব হারিয়ে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর তওবা করা যায়, মহান আল্লাহ তওবা কবুল করতেও পারেন। কিন্তু তার সমাজের মানুষ কোনদিন তার তওবা মেনে নেবে না। চোখের পানি তো একদিন না একদিন মুছে যাবে, কিন্তু কলঙ্কের কালিমা সারা জীবন মুছবে না।

এমনও হতে পারে, চুইংগামের মিষ্টতা চুষে নিয়ে গামটা ফেলে দেবে প্রেমিক। বিবাহের সময় বলতে পারে, 'দুশ্চরিত্রা মেয়েকে সে সম্ভ্রান্ত বংশের বউ করতে চায় না।' বলতে পারে 'তোমার গর্ভের সন্তান যে আমার, তার প্রমাণ কী?' তখন কী পরিণাম হতে পারে?

থানা-পুলিশ? 'বাঘে ছুঁলে এক ঘা, পুলিশে ছুঁ'লে আঠারো ঘা।' তারপর সময় ও অর্থের অপচয়। আরো কত কী?

যৌবনের উন্মত্ততা ও প্রেমের নেশায় আচ্ছন্ন লায়লা-মজনু! তোমরা বলতে পারো, 'আমাদের অশুভ কোন পরিণাম হবে না। প্রেমের নৌকা পাহাড়েও চলে।' আমি বলব,

'তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণদ্বার
বসি বাতায়নে,
সুন্দর দিগন্তে চাহি কল্পনায় অবগাহি
ভেবে দেখ মনে।'

২৩। বহুমুখী ক্ষতির কথা চিন্তা কর

প্রেম সাময়িক সুখ দেয়, পছন্দ করা বর বা বউ দেয়। কিন্তু কেড়ে নেয় অনেক কিছু।

প্রেম হল জ্বলন্ত ধূপের মতো, যার শুরু হল আগুন দিয়ে, আর শেষ পরিণতি ছাই দিয়ে। তারই মাঝে সুবাস হল প্রেম-জীবনের মাঝে মাঝে কিছু আনন্দ।

ভালবাসা হচ্ছে প্রেমের সূর্যোদয়, আর বিবাহ হচ্ছে প্রেমের সূর্যাস্ত। আর প্রেমের দীর্ঘশ্বাস, জ্ঞানের শেষ নিঃশ্বাস।

প্রেম কেড়ে নেয় লজ্জা ও মান-সম্মান।

'কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ-আবরণ!
হৃদয়ের দ্বার হেনে বাহিরে আনিলে টেনে,
শেষে কি পথের মাঝে করিবে বর্জন?
ভালোবাসা তাও যদি ফিরে নেবে শেষে
কেন লজ্জা কেড়ে নিলে, একাকিনী ছেড়ে দিলে
বিশাল ভবের মাঝে বিবসনা বেশে।'

প্রেম কেড়ে নেয় পদ, চাকরি, অর্থ ও প্রতিপত্তিকে।

প্রেম কেড়ে নেয় পড়ুয়াদের পড়াশোনা, মেধা ও বুদ্ধিমত্তাকে।
প্রেম কেড়ে নেয় শ্রদ্ধেয় বাপ ও স্নেহময়ী মাকে।
প্রেম কেড়ে নেয় সোনার সংসারকে। অনেক সময় নিরপরাধ স্বামী ও সন্তানকে।
প্রেম কেড়ে নেয় পবিত্র ভালোবাসা ও মায়া-মমতাকে।
প্রেম ছিনিয়ে নেয় মহান স্রষ্টার নির্মল ভালোবাসা একাগ্রতাময় ইবাদতকে।
বরং অনেক সময় প্রেম কেড়ে নেয় নিজের জীবনকেও।
এত ক্ষতির কথা জেনেও কি তোমরা ক্ষান্ত ও নিবৃত্ত হবে না লায়লা-মজনু?

২৪। প্রেম-পাগলদের দুরবস্থা দেখে শিক্ষা নাও

তুমি প্রেমে পড়েছ। এখন তোমার হয়তো-বা প্রথম শুরুয়াত। শুরুতেই আশা করি বাধা পাচ্ছ, আঘাত খাচ্ছ এবং অশ্রু-বিসর্জন করছ।

'ইবতিদাঈ ইশ্‌ক হ্যায় রোতা হ্যায় কিয়া,
আগে আগে দেখো হোতা হ্যায় কিয়া?'

অবৈধ প্রেম একটি শাস্তি, হারাম মহব্বত একটি আযাব। তুমি অন্য প্রেম-পাগলদের দেখে শিক্ষা নিতে পার।

কেমন তারা পাগল-পারা।
কেমন তারা লজ্জাহীন মানহারা।
কেমন তারা সমাজচ্যুত, অপাঙ্‌ক্তেয়।
কেমন তারা আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে ফুলের মালাতে শুকিয়ে যাওয়া ফুলের মতো।
কেমন তারা প্রেম চালিয়ে যাওয়াকে জিহাদ ও প্রেমের মরণকে শহীদ ধারণা করে!

তাদের এ সকল অবস্থা দেখেও কি কোন শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করবে না?

এমন প্রেমরোগী দেখলে তুমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় ক'রে তাঁর কাছে পানাহ চাও। তুমি বল,

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً.

'আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আ-ফা-নী মিম্মাবতালা-কা বিহী অফায্‌যালানী আলা কাষীরিম মিম্মান খালাক্বা তাফযীলা।'

অর্থাৎ, আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যিনি তোমাকে যে ব্যাধি দ্বারা পরীক্ষা করেছেন, তা থেকে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তাদের অনেকের থেকে আমাকে যথার্থ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। *(সহীহ তিরমিযী ৩/ ১৫৩)*

প্রেম-পাগলিনী লায়লা! কত শত হৃত-সম্মান মেয়েদের দুরবস্থা দেখে, প্রেমের নামে ব্যভিচার বা ধর্ষণের পর বর্জন করা মেয়েদের করুণ পরিস্থিতি দেখে তুমি শিক্ষা নাও।

সেই মেয়েদের বেহাল দেখে শিক্ষা নাও, যাদেরকে এখনও বউ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি এবং ঘরে তোলা হয়নি। যারা 'মা' হয়ে গেছে, কিন্তু 'বউমা' হতে পারেনি।

আর প্রেম-পাগলু মজনু! তুমি এই প্রতারিত প্রেমিকের লেখা থেকে উপদেশ গ্রহণ কর। যে প্রেমিক তার প্রেমে প্রবঞ্চিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়ে তার ছলনাময়ী প্রেমিকাকে লিখেছিল।

"মায়াবিনী রাক্ষসী! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! লজ্জাহীন নারী! তোমায় বলিব আর কী? হে ছলনাময়ী! তোমার ছলনার ঐ বিপজ্জনক ফাঁদখানি তুলিয়া লহ। না জানি ঐ ফাঁদে কত পথিক সর্বহারা হইয়াছে। রাজা হইয়াছে রাজ্যহারা। আরবের কয়েস হইয়াছে মজনু। সাধু-দরবেশ হইয়াছে অসংযমশীল অজিতেন্দ্রিয়। লেখক ফেলিয়াছে কলম। সাধক ছাড়িয়াছে সাধনা।

হে দুর্ধষ্যা! তোমার ঐ রূপ-তরবারিতে কত বীর পুরুষের বিনাশ ঘটিয়াছে। প্রতারক কৃতঘ্ন ললনা! ছলনা তোমার অপার। এরা দেবী এরা লোভী, এরা চাহে পরিচিত-অপরিচিত, ঘর-বাহিরের সর্বজন প্রীতি। নারী নাহি হইতে চাহে শুধু একা কারো, যত পূজা পায় এরা চাহে তত আরো। ইহাদের অতি লোভী মন, এক (স্বামী) পাইয়া সুখী নহে, এক (প্রেমিক) পাইয়া খুশী নহে, যাচে বহুজন!

প্রবঞ্চকা তুমি। তোমার প্রবঞ্চনায় অতিষ্ঠ ধরণী। পথে বসাইয়াছ কতকে করিয়াছে নিঃস্ব ফকীর, কতজনে মারিয়াছ ছলনার তীর।

রহস্যময়ী তুমি! তোমার মনের গহীনে গোপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করে, সে সাধ্য কাহার আছে? পৃথিবীতে সপ্তাশ্চর্য জিনিস আছে। কিন্তু অষ্টমাশ্চর্য হইল মোহিনীর মন। তোমার ঐ ছল-অভিমান পরমাণুর বৈশিষ্ট্যে ক্রিয়াশীল থাকে।

হে সর্বনাশী কূটিলা! তোমার খলতা আমার মনে-প্রাণে বিষ ঢালিয়াছে। নিমেষে কাহাকে কাঁদাইতে পারো, আবার নিমেষে কাহাকে হাসির উপহার দিয়া হাসাইতে পারো। তোমার নখদর্পণে নহে এমন চাতুর্য আছে কি?

ছিঃ! কুহকিনী! সংসারের অশান্তির মূলে রহিয়াছ তুমি। বিশ্ব প্রকৃতিতে তোমার প্রবাহিত ঝটিকায় কত তরুবরের মূলোৎপাটন হয়! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধে তোমারই কারণে।

হে উচ্ছৃঙ্খল, যৌবন-উন্মাদনায় উন্মাদিনী কপট প্রেম-পাগলিনী চরিত্রহীনা! তুমি কি আমাকে তোমার মায়ার ছলজাল হইতে মুক্তি দিবে? তোমার হৃদয়স্থ কারাগার হইতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মার্জনা করিয়া নিষ্কৃতি দান করিবে?"

২৫। নিজ বিবাহিত জুড়ি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো

ভালবাসা কর স্বামীর সাথে। ভালোবাসা কর স্ত্রীর সাথে। ভালবাসার ডালি খালি ক'রে দাও তার কাছে। আর জেনে রেখো, 'প্রকৃতিগত ভালবাসাই একমাত্র ভালবাসা, যা মানসিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতারিত করে না।'

উভয়ে উভয়কে যেমন পেয়েছ, তেমনটাই তোমাদের ভাগ্য, তাতেই উভয়ের মঙ্গল আছে। তাই নিয়ে উভয়কে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এটাই মুসলিম দম্পতির বিশ্বাস, এটাই হল ধর্ম।

হয়তো কোন কারণে মনোমালিন্য হলে অন্যের দিকে মন চলে যেতে পারে, তবুও নিজের বৈধতার সীমা লংঘন করা তো যাবে না।

চেষ্টা কর মেনে ও মানিয়ে চলার নীতি নিয়ে সংসার মধুর রাখার। প্রয়োজনে অভিনয় করেও বিধেয় প্রেম বজায় রাখা আবশ্যক। নচেৎ জানো তো, শয়তানের অনেক বড় কাজ হল, বৈধ ভালোবাসার বন্ধনকে ধ্বংস করা।

সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসার বিশেষ প্রতিপালন কর। যেহেতু ভালোবাসা হল ফসলের মতো। যত্ন নিলে সতেজ থাকবে। আর অবহেলা করলে শুকিয়ে যাবে।

আপোসের দ্বন্দ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা কর। স্বামী বড়, তাই স্ত্রীর উচিত ছোট হওয়া এবং স্বামীর বৈধ আদেশের আনুগত্য করা। স্বামীর মন-মতো চলা এবং কোন বিষয়ে তার মনের বিপরীত গোঁ বা জেদ না ধরা।

যৌন-সংক্রান্ত বিষয় হলে অন্য হালাল উপায়ে নিজেদের যৌন-পিপাসা নিবারণ করবে এবং ভুলেও যেন এ ব্যাপারে কেউ কাউকে কষ্ট দেবে না। যাতে সঙ্গী অন্যাসক্ত হয়ে না পড়ে এবং তাকে বর্জন ক'রে বিদায় না নেয়।

২৬। বাহ্যিক অবস্থায় ধোঁকা খেয়ো না

কোন যুবকের রূপ দেখেই ধোঁকা খেয়ো না বোনটি! প্রেমিকার চোখে প্রেমিকই হল একমাত্র বিশ্বসুন্দর।

কোন তরুণীর রূপ দেখেই ধোকা খেয়ো না বন্ধু! প্রেমিকের চোখে প্রেমিকাই হল একমাত্র বিশ্বসুন্দরী।

কিন্তু সে তো আবেগের খেয়াল, বাস্তব নয়। তাছাড়া দ্বীন ও চরিত্র না দেখে কেবল রূপে মজে গেলে সংসার যে সুখের হবে, তা ভেবো না। কারণ, চক্চক্ করলেই সোনা হয় না। কাঁচ না কাঞ্চন তা যাচাই-বাছাই করা জ্ঞানী মানুষের কাজ। পরন্তু ফুলের সৌরভ ও রূপের গৌরব ক'দিনের জন্য? তাই অন্তরের সৌন্দর্য দেখা উচিত। আর সত্যিকারের সে সৌন্দর্য কপালের দু'টি চোখ দিয়ে নয়, বরং মন ও

জ্ঞানের গভীর দৃষ্টি দিয়েই দেখা সম্ভব। অতএব সেই মন যদি নিয়ন্ত্রণ না করতে পার, তাহলে তুমি 'ইন্না লিল্লাহ--' পড়। আর জেনে রেখো যে, এমন সৌন্দর্য, দ্বীন ও গুণের অধিকারিণী যুবতী কোন দিন লুকোচুরি ক'রে তোমার সাথে প্রেম করতে আসবে না।

আর জেনে রেখো লায়লা! সৌন্দর্য, দ্বীন ও গুণের অধিকারী যুবক কোন দিন লুকোচুরি ক'রে তোমার সাথে প্রেম করতে আসবে না।

স্ত্রী হল জীবনের চিরসঙ্গিনী। সংসারে যত রকমের সম্পদ ও ধন মানুষ পায়, তার মধ্যে পুণ্যময়ী স্ত্রীই হল সব চাইতে বড় ও শ্রেষ্ঠ ধন। সুখ ও দুঃখের সময় সাথের সাথী এই স্ত্রী। এই স্ত্রী ও সাথী নির্বাচন করতে হলে মনের আবেগ ও উপচীয়মান যৌবনের প্রেম ও কামনা দ্বারা নয়; বরং বিবেক ও মন দ্বারা দ্বীন ও চরিত্র দেখে ভেবে-চিন্তে নির্বাচন করতে হয়। তাহলেই পরিশেষে ঠকতে ও পস্তাতে হয় না।

কারো চোখের অশ্রুর কথা বলছ? তবে জেনে রেখো যে, মেয়েদের চোখ থেকে দু' রকমের অশ্রু ঝরে থাকে; একটি দুঃখের, অন্যটি ছলনার। আর এটাও তোমার মন ও প্রেমের আবেগ দিয়ে নয়, বরং প্রজ্ঞার বিবেক দিয়ে বুঝতে হবে।

প্রেম-বিহ্বল বন্ধু আমার! পূর্বেই বলেছি, সাগরের মত নারী ডাগর জিনিস। নারীকে ছোট ও দুর্বল ভেবো না। সমুদ্র-উপকূলে দাঁড়িয়ে মহাসমুদ্রের যতটুকু দেখা যায়, ঠিক কোন নারীর ততটুকুই অংশ দেখা সম্ভব হয়। নারী দুর্জ্ঞেয়, অজেয় নারীর মন। আর আমার মনে হয় যে, তুমি নিশ্চয়ই দিগ্‌বিজয়ী বীর নও।

২৭। প্রেমের ব্যাপারে ভুল ধারণা দূর কর

১। প্রেম-পাগলিনী লায়লা! জীবনের প্রথম চাওয়াতে ভালো বলে যাকে তুমি ভালবেসে মনের কাছে পেয়েছ, সেই তোমাকে ভালবাসবে এবং সে ছাড়া তোমাকে আর কেউ ভালবাসবে না বা আর কেউ তোমার কদর করবে না---এমন ধারণা ভুল। 'ভালো কে? যার মনে লাগে যে।' তোমার ঐ মজনুর চেয়ে আরো ভালো মজনু পেতে পারো। সুতরাং বিবাহের মাধ্যমেও প্রেমময় ও গুণবান সঙ্গী পাবে। তবে অবৈধভাবে ওর পেছনে কেন?

প্রেম-দেওয়ানা মজনু! জীবনের প্রথম চাওয়াতে ভালো বলে যাকে তুমি ভালোবেসে মনের কাছে পেয়েছ, সেই তোমাকে ভালোবাসবে এবং সে ছাড়া তোমাকে আর কেউ ভালোবাসবে না, বা আর কেউ তোমার কদর করবে না---এমন ধারণা ভুল। 'ভালো কে? যার মনে লাগে যে।' তোমার ঐ লায়লার চেয়ে আরো ভালো লায়লা পেতে পার। সুতরাং বিবাহের মাধ্যমেও প্রেমময়ী ও গুণবতী সঙ্গিনী পাবে। তবে অবৈধভাবে ওর পেছনে কেন?

এ পৃথিবীর কত শতাংশ মানুষ প্রেম ক'রে বিয়ে করে? তারা কি সুখী নয়? তাদের কি সেই ভালোবাসা হয় না, যা প্রেম ক'রে বিয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে?

বলবে, 'ইউরোপের লোকেরা বেশ সুখে আছে, অথচ তাদের প্রায় সবারই প্রেম-ভালবাসায় হয়ে ক'রে বিয়ে।'

এটিও তোমার অনভিজ্ঞ ধারণাপ্রসূত কথা। তাদের প্রেম-ঘটিত খুন, আত্মহত্যা ও বিবাহ-বিচ্ছেদের খবর নাও, তারপর তাদের সুখের কথা ভেবো। তারকা দূর থেকেই আকাশে উজ্জ্বল লাগে। কিন্তু তার পশ্চাতে আছে ঘনঘটা অন্ধকার।

২। প্রেম হল ক্ষণিকের মানসিক সুখ। মানুষকে বাঁচতে হলে একটা নেশা নিয়ে বাঁচতে হয়। আর সেই নেশাতে সে মনের মাঝে চরম তৃপ্তি লাভ ক'রে থাকে। অবশ্য অবুঝ মন তখন বৈধ-অবৈধের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু উভয়ের মাঝেই যেন বেহেশ্তী সুখের আমেজ অনুভব ক'রে থাকে। যত ব্যথা আসে, সকল ব্যথা যেন প্রিয়ার সাক্ষাতে অথবা স্মরণে দূরীভূত হয়ে যায়।

'সাবাস বলি পিরীত-নেশা হেতু তুমি সকল সুখের,
যতই ভুগি রোগে শোকে, বদ্যি তুমি সকল দুখের।'

জেনে রেখো, প্রেমের সবকিছুই অতিরঞ্জিত। অতিরঞ্জন করেই অনেকে বলে থাকে,

'প্রেম-খাতাতে একবার যে
লিখিয়া দিয়াছে নামটি তার,
নাই প্রয়োজন স্বর্গে তাহার
নরক গিয়াছে দূরের পার!'

প্রেমিক বন্ধু আমার! এমন ভুয়ো বুলিতে ধোকা খেয়ে দুনিয়াতেই কল্পিত বেহেশ্ত্ খোঁজার অবৈধ বৃথা চেষ্টা করো না। কারণ, প্রেম ক্ষণিকের স্বর্গ হলেও মনে রেখো যে, প্রেমের আনন্দ থাকে স্বল্পক্ষণ, আর তার বেদনা থাকে সারাটি জীবন। প্রেম মানুষকে শান্তি দেয়, কিন্তু স্বস্তি দেয় না। প্রেম হল ধূপের মত; যার আরম্ভ হয় জ্বলন্ত আগুন দিয়ে, আর শেষ পরিণতি হয় ছাই দিয়ে।

২৮। আত্মসম্মানবোধ জাগরিত কর

প্রত্যেক মানুষের একটা মর্যাদা আছে। নাম করা বংশ না হলেও ইসলাম হল সবার চাইতে বড় বংশ। সুতরাং সেই মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেক মানুষের।

প্রেমজালে আবদ্ধ হয়ে নিজেকে লাঞ্ছনার মুখে ঠেলে দেওয়া জ্ঞানী মুসলিম-মুসলিমার কাজ হতে পারে না।

তোমার প্রেমকে তোমার প্রেমিক প্রত্যাখ্যান করতে পারে, তোমার প্রেমিকা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। তাতে কি তোমার আত্মমর্যাদার হানি হয় না?

তোমার প্রেমকে তোমার প্রেমিকের বাড়ির লোক অসম্মান করতে পারে। তাতে কি তোমার সম্মানে বাধবে না?

তোমাদের প্রেমকে সমাজ ঘৃণার চোখে দেখবে। তাতে কি তোমার মান-মর্যাদায় আঘাত লাগবে না?

অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার ফলে তুমি মহান প্রতিপালকের নিকট ছোট হয়ে যাবে। তাতে কি তুমি নিজের কাছে ছোট হয়ে যাবে না?

প্রেম-ভালোবাসার জীবন এক শ্রেণীর দাসত্বের জীবন। সে জীবন কি তোমাকে অপমানিত করবে না?

অবশ্য তুমি যদি আগে থেকেই নিজেকে হীন ও তুচ্ছ ধারণা কর, তাহলে যার মান নেই, তার আবার অপমান কিসের? আর যার নিজের আত্মসম্মান নেই, তার নিকট অপরেরও সম্মান নেই।

কিন্তু যাদের মর্যাদার অনুভূতি আছে, তারা কোনদিন প্রেম নামক লাঞ্ছনার জীবন বেছে নেবে না।

এর চাইতে বড় লাঞ্ছনা ও হীনতা আর কী হতে পারে যে, একজন অপর জনের খেলার পুতুল হয়ে যাবে। সে যেমন বলবে, তেমনি চলবে। সে এলে সুখী হবে, না এলে কষ্ট পাবে। সে না হলে তার বাঁচাই কঠিন হয়ে যাবে। তার বিনিময়ে সারা দুনিয়া পেলেও সে পাওয়া যেন কিচ্ছু নয়। তাকে অর্জন করতে নিজের মা-বাবাকেও কুরবানী দেওয়া যাবে, বংশীয় মর্যাদাকেও পদদলিত করা যাবে!

এ হল আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষের জন্য চরম হীনতা, চরম অপমান।

‘কুজনের নাহি লাজ নাহি অপমান,
সুজনের এক কথা মরণ সমান।’

২৯। মনে রাখো, হাশর হবে প্রিয়ের সাথে

যাকেই ভালোবাসো তুমি, তোমার হাশর হবে তার সাথে, তার দলে। সুতরাং ভালোবাসার কারণ ও মানুষ যদি ভালো হয়, তাহলেই ভালো এবং সে ভালোবাসাও ভালো। আর তা না হলে খারাপের সাথে তোমার অবস্থান হবে কিয়ামতের ময়দানে।

আনাস ইবনে মালেক ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামত কবে ঘটবে?’ তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি এর জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ?” সে বলল, ‘আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ভালোবাসা।’ তিনি বললেন,

((أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)).

“তুমি যাকে ভালোবাস, তারই সাথী হবে।” *(বুখারী ৩৬৮৮, মুসলিম ৬৮৭৮নং)*

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসে, কিন্তু (আমলে) তাদের সমকক্ষ হতে পারেনি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ)).

"মানুষ যাকে ভালোবাসে, সে তারই সাথী হবে।" *(বুখারী ৬১৬৮-৬১৬৯, মুসলিম ৬৮৮৮নং)*

বলা বাহুল্য, যদি খারাপ কাউকে ভালোবেসে থাকো, তাহলে তওবা কর এবং মরণের পূর্বেই দল পরিবর্তন ক'রে নাও। কাফের বা অসৎ চরিত্রের মানুষের ভালোবাসা থেকে নিজের মনকে ধুয়ে-মুছে পবিত্র ক'রে নাও। নচেৎ বুঝতেই পারছ, তার সাথে হাশর হলে, তার যে হাল হবে, তোমারও তাই হবে।

৩০। লজ্জা কর লজ্জা

প্রেম-ভালোবাসার আপদ-বালাই দূর করতে লজ্জা কর। তুমি নির্লজ্জ ও ধৃষ্ট হলে প্রেমরোগ থেকে পারবে না বাঁচতে। কারণ অবৈধ প্রেমের আগা-গোড়াই হল লজ্জাহীনতা।

তুমি ঢেমন মেয়েকে জিজ্ঞাসা কর, 'হাঁ ঢেমন তোর লাজ কেমন?' তখন সে উত্তরে বলবে, 'লাজ থাকলে আবার হই ঢেমন।' মুখে না বললেও তার আকৃতি-প্রকৃতি, ভাব-ভঙ্গি, চলন-আচরণ সে কথা বলবে।

তারাই বলে, 'কিসের লজ্জা কিসের ভয়, প্রেম-পিরীতে সবই সয়।'

সুতরাং তুমি লজ্জাশীলতা বজায় রাখ। লজ্জার মাথা খেয়ো না। অবৈধ প্রেম-ভালোবাসার কাজ, 'মান, লজ্জা, ভয়, তিন থাকতে নয়।'

কিন্তু যাদের লজ্জা-শরম নেই, তাদের কোন নোংরা বা অশ্লীল কাজে বাধে না। তারা যাচ্ছে তাই করতে পারে।

মহানবী ﷺ বলেন,

((إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ)).

"প্রথম নবুঅতের বাণীসমূহের যা লোকেরা পেয়েছে তার মধ্যে একটি বাণী এই যে, তোমার লজ্জা না থাকলে যা মন তাই কর।" *(আহমাদ ১৭০৯০, বুখারী ৩৪৮৪, আবু দাউদ ৪৭৯৯, ইবনে মাজাহ ৪১৮৩, সহীহুল জামে ২২৩০নং)*

অর্থাৎ নির্লজ্জ, বেহায়া ও বেশরমরাই যাচ্ছে তাই করতে পারে। কথায় বলে, 'লজ্জা নাই যার, রাজা মানে হার।'

লজ্জা না থাকলে মানুষের আর কী বাকী থাকে? গাছের ছাল অবশিষ্ট না থাকলে গাছের আর কী অবশিষ্ট থাকবে? লজ্জা চলে গেলে এ জীবন ও সংসারের কী মূল্য

আছে? কেউ যদি আল্লাহর শাস্তিকে এবং মানুষের কুমন্তব্য ও কটাক্ষকে ভয় না করে, তাহলে সে তো যা ইচ্ছে তাই করবে। আরবী কবি সে কথাই বলেন,

يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء

فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء

إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء

অর্থাৎ, মানুষ যতদিন লজ্জাশীল থাকে, ততদিন সকুশল জীবনধারণ করে। (যেমন) কাঠ (গাছ) অবশিষ্ট থাকে, যতদিন তার ছাল অবশিষ্ট থাকে।

আল্লাহর কসম! সে জীবন ও সংসারে কোন মঙ্গল নেই, যদি লজ্জাশীলতা চলে যায়।

যদি তুমি যুগের পরিণামকে ভয় না কর এবং লজ্জা-শরম না কর, তাহলে তোমার যা ইচ্ছা তাই কর।

লজ্জাশীল মানুষ অপরকে শ্রদ্ধা করে। পিতামাতা, গুরুজন ও মানী লোকেদের মান খেয়াল করে। লজ্জাশীল মানুষ ঢিটে হয় না, প্রগল্ভ ও চপল হয় না। অশ্লীল বা লজ্জাকর কথাকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে না। সে মানুষ 'ভালোবাসা' নামক লজ্জাহীনতার নর্দমায় পা পাড়ায় না। মান-লজ্জার মাথা খেয়ে চোরের মতো পালিয়ে বেড়ায় না।

লজ্জাশীল মানুষ বিনয়ী হয়, সম্মানী ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন হয়। সে এমন কোন কাজ করতে পারে না, যে কাজে তার বা তার আপনজনের মান-লজ্জা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

লজ্জা হল নারীর ভূষণ। লজ্জা না থাকলে নারী উলঙ্গ। লজ্জাশীলা নারী বেশি সুন্দরী। কিন্তু যে নারী অবৈধ প্রেম ক'রে চ্যাংড়া নাচিয়ে বেড়ায়, সে যতই সুন্দরী হোক, সে কুৎসিৎ ও কুশ্রী।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

((مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ)).

"অশ্লীলতা (নির্লজ্জতা) যে বিষয়েই থাকে, সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যহীন (ম্লান) করে ফেলে। আর লজ্জাশীলতা যে বিষয়েই থাকে, সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যময় (মনোহর) করে তোলে।" *(আহমাদ ১২৬৮৯, বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, সহীহ তিরমিযী ১৬০৭, ইবনে মাজাহ ৪১৮৫৮, সহীহুল জামে' ৫৬৫৫নং)*

লজ্জা মানুষের এক সম্পদ। তাই তো তা ঈমানের এক শাখা। লজ্জাশীলতা মুমিনের ঈমান। প্রকৃত মুমিন লজ্জাশীল হয়ে থাকে। মহানবী ﷺ বলেন,

((إنَّ الحيَاءَ والإِيمانَ قُرِنا جَميعاً فإذا رُفِعَ أحدُهُما رُفِعَ الآخَرُ)).

"অবশ্যই লজ্জাশীলতা ও ঈমান একই সূত্রে গাঁথা। একটি চলে গেলে অপরটিও চলে যায়।" *(হাকেম ৫৮, মিশকাত ৫০৯৪, সহীহুল জামে ১৬০৩নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

« الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ ».

"ঈমান সত্তর বা ষাটের অধিক শাখাবিশিষ্ট; যার উত্তম (ও প্রধান) শাখা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই) বলা এবং সবচেয়ে ক্ষুদ্র শাখা পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্যতম শাখা।" *(মুসলিম ১৬২নং)*

তাই প্রকৃত মু'মিন কোনদিন এমন কাজ করতে পারে না, যাতে তার বেহায়ামি প্রকাশ পায়। কোন প্রকৃত মু'মিন নর-নারী অবৈধ প্রেমের অশ্লীলতায় জড়াতে পারে না।

তেমনি কোন চরিত্রবান পারে না কোন নির্লজ্জতার কাজ করতে। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন,

((إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا ، وَخُلُقُ الإِسْلامِ الْحَيَاءُ)).

"প্রত্যেক ধর্মে সচ্চরিত্রতা আছে, ইসলামের সচ্চরিত্রতা হল লজ্জাশীলতা।" *(ইবনে মাজাহ ৪১৮১-৪১৮২, সহীহুল জামে ২১৪৯নং)*

প্রেমরোগী লায়লা-মজনু! সর্বোপরি লজ্জা কর মহান প্রতিপালককে। একদা মহানবী ﷺ বললেন, "তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা কর।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর নবী! আমরা তো---আলহামদু লিল্লাহ---আল্লাহকে লজ্জা করে থাকি।' তিনি বললেন,

((لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنْ مَنْ اسْتَحَى مِنْ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظْ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى وَلْيَحْفَظْ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى وَلْيَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ)).

"না, ঐরূপ নয়। আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করার অর্থ এই যে, মাথা ও তার সংযুক্ত অন্যান্য অঙ্গ (জিভ, চোখ এবং কান)কে (অবৈধ প্রয়োগ হতে) হিফাযত করবে, পেট ও তার সংশ্লিষ্ট অঙ্গ (লিঙ্গ, হাত, পা ও হৃদয়)কে (তাঁর অবাধ্যাচরণ ও হারাম হতে) হিফাযত করবে এবং মরণ ও তার পর হাড় মাটি হয়ে যাওয়ার কথা (সর্বদা) স্মরণে রাখবে। আর যে ব্যক্তি পরকাল (ও তার সুখময় জীবন) পাওয়ার ইচ্ছা রাখে, সে ইহকালের সৌন্দর্য পরিহার করবে। যে ব্যক্তি এ সব কিছু করে, সেই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করে।" *(আহমাদ ৩৬৭১,*

তিরমিযী ২৪৫৮, সহীহ তিরমিযী ২০০০ নং)

"আমি তোমাকে অসিয়ত করছি যে, তুমি আল্লাহ তাআলাকে ঠিক সেইরূপ লজ্জা করবে, যেরূপ লজ্জা করে থাক তোমার সম্প্রদায়ের নেক লোককে।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ২৫৪১নং)*

বলা বাহুল্য, যার লোকলজ্জার ভয় নেই, যে আল্লাহকেও ভয় ও লজ্জা করে না। সে কি পারবে কোনদিন ঐ 'প্রেম' নামক নর্দমায় সাঁতার দেওয়া থেকে বিরত থাকতে? কক্ষনো না।



পবিত্র প্রেম

পবিত্র প্রেম আছে বলেই পৃথিবী এত সুন্দর! সুতরাং মনে মনে কাউকে ভালো লেগে যাওয়া, কাউকে ভালোবেসে ফেলা, কারো প্রতি প্রেম হয়ে যাওয়া কোন দোষের কিছু নয়। কারণ, এ হল মনের ব্যাপার। আর মন যদি পবিত্র ও নির্মল থাকে, তাহলে পাপেরও ভয় থাকে না তখন।

পবিত্র প্রেম হল অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মত, যা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে লুকিয়ে বইতে থাকে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল হতে পায় না।

পবিত্র প্রেম সেই প্রেমকে বলে, যার মাঝে থাকে না কোন প্রকার পাপ-পঙ্কিলতা, থাকে না কপটতা ও কামচরিতার্থ করার লালসা ও বাসনা।

পবিত্র প্রেম হল পবিত্র হৃদয়ের সেই ভালোবাসা ও আকর্ষণের নাম, যা হৃদয়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। (বিবাহের পূর্বেই) প্রেম হৃদয়ের বাইরে বের হয়ে এলেই অপবিত্র হয়ে যায়। দর্শন, আলাপন, পত্রালাপ, দূরালাপ, স্পর্শ প্রভৃতির আবর্জনা মিশেই প্রেম কলুষিত ও কলঙ্কিত হয়। পরন্তু বিবাহ এ সব থেকে পবিত্র করে প্রেমকে নির্মল ক'রে দেয়। প্রকৃতিগত ভালোবাসাই একমাত্র ভালোবাসা, যা মানসিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতারিত করে না। কিন্তু সমস্যা হল এই যে, লোকেরা স্ত্রীর সাথে হালাল প্রেমকে 'প্রেম' মনে করে না, ভাবে সেটা কোন বাপুত্তি অধিকার। পক্ষান্তরে অপবিত্র ও অস্বাভাবিক প্রেমকেই লোকেরা 'ভালোবাসা' নামে অভিহিত ক'রে থাকে।

বিবাহ-বহির্ভূত প্রেম পবিত্র ততক্ষণ থাকে, যতক্ষণ তা হৃদয়-গোলাপের মাঝে সৌরভের মতো লুক্কায়িত থাকে। হৃদয় ছাপিয়ে বাইরে এলেই তা অপবিত্র হয়ে যায়। অনেক পবিত্র প্রেম অজানা-অচেনা ভাবেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। গোপন সে প্রেমের কথা জানতে পারে না প্রেমিক, আর না প্রেমিকা। অচেনা আকর্ষণে পূর্ণিমার রাতে জোয়ার আসে, রাতে রাতে হাসুহানা ফুল ফুটে গোপনে গোপনে সুবাস বিতরণ করে। তখন তারা বলে,

'নাইবা চিনলে আমায়   তুমি রইলে অর্ধেক চেনা,
চাঁদ কি জানে কখন ফোটে   চাঁদনী রাতের হেনা?'

পবিত্র প্রেমে উচ্ছৃঙ্খলতা নেই, ছট্‌ফটানি নেই। প্রেমের আহবানে সাড়া না পেলে ধৈর্যহীনতা নেই। এমন প্রেমের প্রেমিক বলে, 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি, তুমি অবসর মত বাসিও।'

প্রেম হয়ে যাওয়াটা মানুষের প্রকৃতিগত ব্যাপার এবং তা তার নির্মল ও সুকোমল হৃদয়েরই পরিচায়ক। কিন্তু প্রেম করাটা হল খারাপ। অর্থাৎ, প্রেম নিবেদন করা,

প্রেমের অভিনয় ক’রে কাউকে ধোঁকা দেওয়া অথবা অবৈধভাবে প্রেমের বিভিন্ন মঞ্জিল অতিক্রম করা ভালো মানুষের কাজ নয়। যেমন ভালো নয় কারো প্রেমের জেলে বন্দী হয়ে পড়া, অতিরঞ্জিতভাবে প্রেমের পূজা করা। আসলে হৃদয়ের প্রেমকে যে নিয়ন্ত্রণে রেখে যথার্থরূপে বৈধভাবে যথাস্থানে প্রয়োগ করতে পারে, সেই হল জ্ঞানী মানুষ। যেমন ভালো নয় প্রেমহীন শুষ্ক হৃদয়, তেমনি উচ্ছৃঙ্খল মানসিকতাও ভালোর পরিচয় নয়।

পবিত্র প্রেমের সাথে কামনার কোন সম্পর্ক নেই। ‘প্রেম ও কামনা হল সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। প্রেম হচ্ছে ধীর, প্রশান্ত ও চিরন্তন। আর কামনা হচ্ছে সাময়িক উত্তেজনা।’

পবিত্র প্রেম একমাত্র মায়ের হয়ে থাকে তার শিশুর সাথে। বাকী প্রত্যেকের প্রেমে কোন না কোন স্বার্থ অথবা কামনা থাকে।

পবিত্র প্রেমের প্রেমিক বন্ধু আমার! প্রেমকে পবিত্র ও চিরন্তন রাখার জন্য বৈধ পথ ব্যবহার করে যাও। জেনে রেখো, কাউকে পছন্দ হওয়ার আগে, কোন কিছুকে পছন্দ করার পূর্বে, তোমার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পছন্দ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। আর মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً (٣) .... وَمَنْ يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (٤)

“যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার পথ বের করে দেবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রুযী দান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করবে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হবেন। অবশ্যই আল্লাহ নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। আল্লাহ সমস্ত কিছুর জন্য নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির করে রেখেছেন।---যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ ক’রে দেন।” *(সূরা ত্বালাক্ব ২-৪)*

অতএব এক আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভরসা রেখে তোমার পবিত্র প্রেমের প্রস্ফুটিত গোলাপকে পবিত্র রেশমী রুমালে জড়িয়ে সুকোমল হৃদয়েই সযত্নে সুরক্ষিত রেখো এবং পবিত্র অবস্থাতেই সেখান হতে খুলে নেওয়ার চেষ্টা করো।

মহান আল্লাহ তোমাকে তওফীক দিন। আমীন।

সমাপ্ত

